উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মাথা ঘামাবে না আমেরিকা
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স বলেছেন, ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের বিষয়টি আমাদের ভাবার বিষয় নয়। আমেরিকা কখনোই এই সংঘাতে জড়াবে না। আমরা চাই দু'পক্ষ শান্তভাবে আলোচনায় বসুক। ▸▸ ৯

আপৎকালীন ক্ষমতা
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে শুক্রবার সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখে বলা হয়েছে, সিভিল ডিফেন্স রুলস, ১৯৬৮-র আওতায় যে সমস্ত আপৎকালীন ক্ষমতা রয়েছে সেগুলি যেন প্রয়োগ করা হয়। ▸▸ ৯

আতঙ্কে পঞ্জাব সীমান্তের গ্রাম
পঞ্জাব সীমান্তের গ্রামগুলি এখন আতঙ্কে কাঁপছে। বৃহস্পতিবার রাত ন'টা নাগাদ প্রশাসনের নির্দেশে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। অমৃতসর, পাঠানকোট, ফিরোজপুরে ব্ল্যাক আউট ঘোষণা করে প্রশাসন। ▸▸ ৯

শিলিগুড়ি ২৬ বৈশাখ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 10 May 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 349

ভারতের দাবি

- উরি, পুঞ্চ, রাজৌরি, আখনুরে নিয়ন্ত্রণরেখায় সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের
- ভারতের ৩৬টি জায়গায় হামলার চেষ্টা ওপার থেকে
- পুঞ্চে গুরুদোয়ারায় হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান
- বেশ কিছু পাক ড্রোন গুলি করে নামিয়েছে সেনা
- শুক্রবার রাতে ফের উরিতে পাক রেঞ্জার্সের গুলিবর্ষণ
- জম্মু, সাম্বা, পাঠানকোট সেক্টরে পাক ড্রোনের হানাদারি
- সাম্বায় বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া গিয়েছে

এপারে দিনভর

- অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ কতারপুর করিডর
- আপাতত এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত আইপিএল
- সারা দেশে সমস্ত সরকারি কর্মীর ছুটি বাতিল
- ইন্ডিয়া গেট, লালকেল্লায় বাড়ল নিরাপত্তা, মোতায়েন বম্ব স্কোয়াড
- উত্তেজনার আবহে শেয়ার বাজারে পতন

ভারত তাদের আকাশসীমাকে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শত্রুপক্ষের সবক'টি প্রচেষ্টা উন্নত বায়ু প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখতে সমর্থ।

-রাজনাথ সিং, *প্রতিরক্ষামন্ত্রী*

এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, ভারতের বেপরোয়া আচরণের জন্য এই মহাদেশের দুই পরমাণু শক্তিধর দেশ ক্রমশ ভয়াবহ সংঘাতের দিকে এগিয়ে গেল।

-শাফকাত আলি খান, *মুখপাত্র, পাক বিদেশমন্ত্রক*

ছেড়ে কথা নয়

পাকিস্তানের দাবি

- ভারতীয় সেনার গুলিতে পাঁচজন অসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু, আহত ডজনখানেক
- ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম মিথ্যে ছড়াচ্ছে। পাকিস্তান শুধু চার জায়গায় গোলাবর্ষণ করেছে
- ইজরায়েলে তৈরি ভারতের আরও ৬টি ড্রোন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে
- ভারতীয় সেনা এলওসির হাজিরা, ফরওয়ার্ড কাহুটা ও খুইরাত্তা এলাকায় গোলাবর্ষণ করেছে

ওপারে দিনভর

- ডগ ফাইটে ভারতীয় বিমান ধ্বংস করেছে পাক যুদ্ধবিমান, দাবি বিবিসির
- ভারতের ভেতরেই চলছে জঙ্গিঘাঁটি
- সন্ত্রাসে মদতের মিথ্যে অভিযোগ আনছে ভারত
- অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)

ফের ড্রোন হামলা আটকাল ভারত

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত-পাক যুদ্ধের ছায়া লম্বা হচ্ছে। দুই দেশই যেভাবে আস্তিন গোটাচ্ছে, তাতে বড় কিছু ঘটার আশঙ্কা থাকছেই। পাকিস্তানের উসকানির প্রত্যাঘাতে শুক্রবার পর্যন্ত তিন দফায় 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়েছে ভারত। সীমান্তের ওপার থেকে হামলা চালানোয় পাকিস্তানি ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি তছনছ করে দিয়েছে।

বারবার ধাক্কা খেলেও শুক্রবার রাতে ফের পুঞ্চ, হান্দওয়ার, কুপওয়ারা, উরিতে সংঘর্ষবিরতি ভেঙে গোলাবর্ষণ করেছে পাকিস্তানি সেনা। জম্মু, পাঠানকোট, সাম্বা সেক্টরে ফের ড্রোন পাঠিয়েও হামলার চেষ্টা করে। যদিও বৃহস্পতিবারের মতোই সেগুলি নিষ্ক্রিয় করে ভারতীয় সেনা। তবে শ্রীনগর, জম্মুতে ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয়েছে।

জম্মু সফররত মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, তিনি যেখানে আছেন, সেখান থেকে বিস্ফোরণের তীব্র আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রাজস্থানের পোখরানেও ড্রোন হামলার চেষ্টা করেছে পাক সেনা। অমৃতসরে দু'দেশের জোর গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৫ মে পর্যন্ত দেশের ২৪টি

বিমানবন্দর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি, সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং শুক্রবার আরেক দফা যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে

এরপর বারোর পাতায়

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. RENAULT **SURI** Ph: 8377905404. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9933376767.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/পিইউবি/পিআরও/ই-অকশন-২০২৫ তারিখঃ ০৭.০৫.২০২৫
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, পিন - ৭১৩৩০১ কর্তৃক আইআরইপিএস পোর্টালের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে যার বিশদ নিম্নরূপ :- **ই-অকশন ক্যাটালগ নং.: এএসএন-পিএআরসি-২২০২২৫; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় :** ২২.০৫.২০২৫ সকাল ১১ টায়; **নিলামের ধরন :** পার্সেল স্পেস (এসএলআর)- এর লিজ প্রদান; **ট্রেন নং এবং এসএলআর :** (১): ১৫৯২৫(ডিজিএইচআর-ডিবিআরজি) এফএসএলআর-১; (২): ২২৩০৬ (জেএসএমই-এসএমভিবি) এফএসএলআর-১; (৩): ১১৪২৮ (জেএসএমই-পিইউএনই) এফএসএলআর-১; (৪): ২২৪৬৫ (এমডিপি-এএনভিটি) এফএসএলআর-১; (৫): ১২২৩৫ (এমডিপি-এএনভিটি) এফএসএলআর-১; (৬): ২২৪৫৯(এমডিপি-এএনভিটি) এফএসএলআর-১। সম্ভাব্য সকল দরপ্রস্তাবদাতাদের সম্পূর্ণ বিশদ দেখতে এবং প্রদত্ত কর্মসূচি অনুসারে উপরোক্ত ই-নিলামে অংশ নিতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে বলা হচ্ছে। (ASN-37/2025-26)
ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার
কৈলাস মানসসরোবর যাত্রা
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কৈলাস মানসসরোবর যাত্রা -২০২৫-এ আবেদনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।
যোগ্যতা : ভারতীয় নাগরিক ১লা জানুয়ারি ২০২৫-এর হিসেবে বয়স হতে হবে ১৮ এবং ৭০ বছরের মধ্যে।
নির্বাচন : স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুসরণের মধ্য দিয়ে কম্পিউটারাইজড সিদ্ধান্তের দ্বারা।
নিবন্ধীকরণ : শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট :- https://kmy.gov.in-এ পরিদর্শন করুন।
টেলিফোন :- ০১১-২৩০৮৮১৩৩
CBC 14108/13/0001/2526

উৎপাদনে গুণগত মান বাড়াতে চাষে নতুন উদ্যোগ মালদায়

প্যাকেটে মুড়ে আমের ফলন

হরষিত সিংহ

মালদা, ৯ মে : বিদেশে রপ্তানির যোগ্য করে তুলতে এবার আম উৎপাদনে প্রথম ব্যবহার করা হবে বিশেষ ধরনের কাগজের প্যাকেট। রাজ্যে এই প্রথম মালদায় ওই বিশেষ প্যাকেট ব্যবহার করা হবে।

গাছে ধরে আছে আম, সেই অবস্থাতেই এবার ওই প্যাকেটে ঢোকানো হচ্ছে। প্যাকেটে মোড়ানো অবস্থাতেই গাছে আম বড় হবে, পাকবে। কৃষকদের দাবি, এই আধুনিক পদ্ধতিতে আম চাষ করলে একদিকে যেমন আমের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে, তেমনই বিভিন্ন কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে আম।

এতদিন মালদায় এই প্রযুক্তির ব্যবহার হয়নি। ফলে চাহিদা থাকলেও আমের গুণগতমান ভালো না থাকায় বিদেশে বাজারে তা প্রত্যাখান হয়েছে। তাই এই বছর পরীক্ষামূলকভাবে মালদার আম বাগানগুলিতেও প্যাকেটিং করা হচ্ছে। এই বছর প্রথম ইংরেজবাজার ব্লকের কমলাবাড়িতে একটি বাগানে

গাছে কাগজের প্যাকেটে মোড়ানো আম। ইংরেজবাজারের কমলাবাড়িতে।

আমের প্যাকেটিং করা হচ্ছে। মূলত হিমসাগর, মল্লিকা ও আম্রপালি প্রজাতির আমের বিশেষ প্যাকেটিং করা হচ্ছে। সাফল্য পেলে আগামীতে অন্য কৃষকদের মধ্যেও এই আধুনিক পদ্ধতির প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের।

বিষয়টি নিয়ে মালদা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েকের বক্তব্য, 'এই বছর প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে আধুনিক এই প্যাকেটিং করা হচ্ছে। ছোট অবস্থাতেই প্যাকেটের মধ্যে ঢোকানো হয় আম। এতে করে আমের গুণগতমান, রং, আকার সমস্ত কিছু ঠিক থাকে। যা বিদেশে রপ্তানির যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এই পদ্ধতিতে আম চাষ করলে খুব সহজেই বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। আশা করছি আমরা সাফল্য পাব।'

একসময় বিদেশের বাজারে মালদার আমের যথেষ্ট সুনাম ছিল। সময়ের সঙ্গে সেই সুনাম এখন তলানিতে। বিগত কয়েক বছর ধরে মালদার আম বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলিতে মালদার আমের কোনও চাহিদা নেই। বিভিন্ন কারণেই এমনটা হয়েছে। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে, মালদার আমাকে ফের তুলে ধরার প্রয়াস শুরু করেছে উদ্যানপালন দপ্তর। তার প্রথম ধাপ হিসাবে জেলাজুড়ে এই মরশুমে কৃষকদের ব্যাপক হারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে উন্নতমানের আম উৎপাদনে।

ওই বিশেষ ধরনের কাগজের প্যাকেট দিয়ে আমকে মুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে করে সরাসরি সূর্যের আলো বৃষ্টির জল আমে পড়বে না। আমের রং, আকার ঠিক থাকবে। আমের চোকার উপর মোমের মতো হালকা আস্তরণ থাকবে। এতে করে বিদেশে চাহিদা বাড়বে।

আমচাষি প্রসূন চিৎলাঙ্গিয়া বলেন, 'মালদা তথা রাজ্যে আমি প্রথম আমের প্যাকেটিং করছি। এতে করে বিদেশে রপ্তানি যোগ্য আম উৎপাদন সম্ভব হবে। এই বছর পরীক্ষামূলকভাবে অল্প কয়েকটি গাছে করছি। আগামীতে বেশি করে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।'

উদ্যানপালন দপ্তর ও মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের পরামর্শেই আমচাষি প্রসূন চিৎলাঙ্গিয়া চলতি বছর এই আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার করছেন। লখনউ থেকে বিশেষ এই আমের প্যাকেটগুলি কিনে নিয়ে এসেছেন। ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'এটি একটি নতুন উদ্যোগ। সাফল্য হলে জেলার আম চাষ থেকে ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন। জেলার আম খুব সহজেই বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। আর্থিকভাবে উন্নতি হবে।'

সেনার জন্য দোয়া

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৯ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর জেলার বিভিন্ন মন্দিরে বিজেপির তরফ থেকে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের মঙ্গলকামনায় পুজো দেওয়া হয়েছিল। এবার পারোকাটার বিভিন্ন মসজিদে জওয়ানদের জন্য দোয়া করলেন এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে ইমামরা। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের এই উদ্যোগের পিছনে কিন্তু কোনও রাজনৈতিক রং নেই। রয়েছে নিপাট শ্রদ্ধা ও দেশাত্মবোধ। জওয়ানদের মঙ্গলকামনার পাশাপাশি পহলগামে জঙ্গিহানায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন তাঁরা। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন পারোকাটা ওল্ড মসজিদের ইমাম মহম্মদ শামসুল হক।

জুম্মার নমাজ শেষে পারোকাটা ওল্ড মসজিদ সহ পারোকাটা অঞ্চলের মসজিদগুলিতে সকলে দোয়া করেন, যেন সেনাবাহিনী আরও শক্তি ও সাহস নিয়ে এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে।

মধ্য পারোকাটার বাসিন্দা মকসেদুল হক বলেন, 'পহলগামে মৃত পর্যটকদের পাশাপাশি শহিদ ঝন্টু আলি শেখ সহ যেসকল জওয়ানরা দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের স্মরণে ও সম্মানে আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি এদিন। তাঁরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের রক্ষা করেছেন। তাঁদের এই বীরত্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।' আরেক বাসিন্দা রাজীব হুসেনের কথায়, 'আমাদের শপথ, যে কোনও মূল্যে একসঙ্গে থাকব।'

বিরল প্রজাপতির খোঁজ ডালিমটারে

অনুপ সাহা

ডালিমটার (কালিম্পং), ৯ মে : 'এ গানের প্রজাপতি পাখায় পাখায় রং ছড়ায়'- গানটির কথা মনে আছে? স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেও নো প্রবলেম। ঘুরে আসুন রংবেরংয়ের হাজারও প্রজাপতির আপন দুনিয়া কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের ডালিমটারে।

লুপ পুলের সৌজন্যে চুইখিম, লোলেগাঁওয়ের পথে যখন কংক্রিটের জঙ্গলে প্রকৃতি হারিয়েছে তার নিজস্বতা, সেখানে ডালিমটার এখনও সবুজে ঘেরা। তাই সেখানে পৌঁছানো পথেই অত্যন্ত বিরল প্রজাতির চোখধাঁধানো প্যারিস পিকক, রেড হেলেন, চকোলেট অ্যালবাট্রস, ব্লু-টাইগার, ইয়েলো অরেঞ্জ, কমন মরমন প্রজাতির প্রজাপতি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রকৃতিবিদ যুধাজিৎ দাশগুপ্ত, প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ ডঃ তুষার ঘোষাল, শিলিগুড়ির অধ্যাপক নীনা সিং মুখোপাধ্যায়, মহুয়া সিনহা প্রমুখ।

শুক্রবার পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফ-এর চতুর্থ বর্ষের প্রজাপতি পর্যবেক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ অধ্যাপক, লেখক মিলিয়ে ২০ জনের একটি দল আগামী তিনদিন ধরে ডালিমটারের জঙ্গলে প্রজাপতি পর্যবেক্ষণ করবে। শিবিরে ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্যই নয়, বাস্তুতন্ত্রেও প্রজাপতি, মথের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।' যুধাজিৎ আবার শিবিরের শুরুতেই বলেন, 'জিজ্ঞাসু-র চোখ দিয়ে প্রজাপতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রজাপতি কী করতে চাইছে?

প্রজাপতি পর্যবেক্ষণ শিবিরে ভিড়।

ডিম পাড়তে চাইছে কি না, নাকি ভয়ে ও পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এবারের শিবির।'

অধ্যাপক নীনা বলেন, 'একসময় চুইখিমও প্রজাপতির স্বর্গরাজ্য ছিল। সেখানে রাস্তা তৈরির জন্য কয়েক হাজার গাছ কেটে নেওয়ার ফলে আগামী কয়েক প্রজন্মের প্রজাপতির বংশ ধ্বংস করা হয়েছে।' তবে কি চুইখিমের প্রজাপতি, পাখির দল চুইখিমের পাহাড়ি আস্তানা ছেড়ে ডালিমটারে পাড়ি দিয়েছে? অনিমেষ বলেন, 'এই প্রথম ডালিমটারে শিবির আয়োজন করা হয়েছে। এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

কর্মখালি
হোটেল ও FMCG Co.-তে হার্ডওয়ার্কিং ম্যানেজার প্রয়োজন। গ্যাংটক। যোগাযোগ- 9434117292. (C/116322)
•
Teachers required for RSM Public School, Gahmar-Ghazipur (U.P.), English Medium for Nur. to 10th all subjects. Good Salary, Fooding, Lodging. (M) 86044-60736, 96963-01588. (C/116322)

ব্যবসা বাণিজ্য
উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়িতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আয়ের সুযোগ। যোগাযোগ- 9433766101. (K)

বিক্রয়
Flat for sale almost ready, Ghosh Apartment, Netaji road, Opp. Kaljani Govt housing complex, Alipurduar. Contact-9832038844 /9475806888. (C/116279)
•
কোচবিহার শহরে কেশব রোড রাজবাড়ি মিনিবাস স্ট্যান্ডের সম্মুখে দোতলা কমপ্লিট বাড়ি সত্বর বিক্রয়। 2nd Plot, 8/9 ফুট রাস্তা। জমি প্রায় ২ কাঠা। ফিক্সড দাম- ১ কোটি ২০ লাখ। শুধুমাত্র ইচ্ছুক ক্রেতা যোগাযোগ করুন। (M) 9474932389. (C/115921)

অ্যাফিডেভিট
আমার আধার কার্ড নং 73731353 4112 আমার নাম এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 12-2-2025 নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার, পঃ বঃ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jyotsna Roy এবং Joswana Roy, স্বামী Kartik Ch. Roy এবং Kartik Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পাটছড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/115919)
•
কন্যার জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 06/05/25 তাং E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Rina Hossain এবং Mana Parvin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/115852)

বিক্রয়
শিলিগুড়ি মেডিকেলের নিকট 2 1/2 কাঠা জমির উপর ৩ তলা প্ল্যান- ১ তলা নতুন বাড়ি বিক্রয়। ক্রেতা কেবল যোগাযোগ- 8918754808. (C/116323)

কর্মখালি
কোম্পানিতে ইলেকট্রনিক্স/ইলেকট্রিক/ITI-এর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেকানিক চাই। Salary (12000-16000), সঙ্গে রয়েছে ESI, PF ও অন্যান্য সুবিধে। Con- সেবক রোড, শিলিগুড়ি, Ph : 9733395611. (C/116324)

ত্যাজ্য পুত্র
আমি রতন সাহা, পিতা মৃত সদানন্দ সাহা, নিবাস- ওয়ার্ড নং ০৮, মাথাভাঙ্গা পৌরসভা, জেলা- কোচবিহার, ২৮-০৪-২০২৫ তারিখে মাথাভাঙ্গা নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট বলে আমার পুত্র অতনু সাহাকে ত্যাজ্য পুত্র বলে ঘোষণা করলাম এবং আমার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলাম। (C/116324)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

তাৎক্ষণিক জলযোগান ব্যবস্থাপনা প্রণালীর স্থাপন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৫-কিউডব্লিউএস-এসজিইউজে-২৫ তারিখঃ ০৬.০৫.২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** শিলিগুড়ি জংশনে-টার্ন কী আধারে তাৎক্ষণিক জলযোগান ব্যবস্থাপনা প্রণালীর স্থাপন (মোট হাইড্র্যান্ট লাইন-০৩)। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৭৬,১৯,৮৩৬.৫৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৩৮,১০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ২৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

মিত্তিরবাড়ি রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ হীরক জয়ন্তী, ১০.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.১৫ নাচ নাগিনী নাচ রে, সন্ধে ৭.১৫ সাথী, রাত ৯.১৫ রাখে হরি মারে কে, ১.০০ রাজকাহিনী
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.৩০ জামাই ৪২০, সন্ধে ৭.১০ জয় মা তাঁরা, রাত ১০.৩৫ হাঙ্গামা
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ স্বপ্ন, দুপুর ১.৩০ অভাগিনী, বিকেল ৪.৩০ পিতা, রাত ৯.৩০ মাটির মানুষ, ১২.৩০ থাই কারি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কবিতা, সন্ধে ৭.৩০ আশা ও ভালোবাসা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ইন্দ্রজিৎ, রাত ৯.০০ শিকারি
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৪৭ হিরো নম্বর ওয়ান, দুপুর ২.০২ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৪.৫৫ যুবরত্ন, সন্ধে ৭.৫৫ সূর্যবংশী, রাত ১০.৫১ উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১.৪৫ করণ অর্জুন, বিকেল ৫.১৯ কমান্ডো-থ্রি, রাত ৮.০০ সূরয়া-দ্য সোলজার, ১১.০৫ খিলাড়ি
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪২ আর্টিকেল ১৫, দুপুর ১.৫৭ রানওয়ে ৩৪, বিকেল ৪.২৩ দোনো, সন্ধে ৭.০১ ছত্রিওয়ালি, রাত ৯.০০ সত্যপ্রেম কি কথা, ১০.৫৬ ইংলিশ ভিংলিশ
সোনি পিক্স : দুপুর ১২.১৬ জুমানজি-দ্য নেক্সট লেভেল, ২.১৮ ঘোস্ট বাস্টার্স : ফ্রোজেন এম্পায়ার, বিকেল ৪.০৯ ১২ স্ট্রং, সন্ধে ৬.১২ দ্য উইমেন কিং, রাত ৮.২৯ স্পাইডারম্যান-নো ওয়ে হোম, ১১.০০ মেটালিক রুজ

কবিতা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

দ্য উইমেন কিং
সন্ধে ৬.১২ সোনি পিক্স

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম
কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ৩৬৫।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা.সি-পার্কিং-এনজেপি২৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৫৫/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-এমএস-১৪৮-২৫-১ (পার্কিং-মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলের নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেশন অবস্থানে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং ট্রাক/বাসের হেতু পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৫-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়।
নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৫-২০২৫ তারিখে ১১.৩০ ঘণ্টায়।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা.সি-পার্কিং-জেবিএন-এম

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৫৫/১	পার্কিং-কেআইআর-এইউবি-এমএস -৯৬-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলের আলুয়াবাড়ি রোড অবস্থানে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
৫৫/২	পার্কিং-কেআইআর-জিজেডও-এমএস -১৫৩-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলের গাজোল স্টেশন অবস্থানে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (কার) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
৫৫/৩	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-এমএস -১৪১-২৫-৩ (পার্কিং - মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলের মালদা কোর্ট স্টেশন অবস্থানে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (কার) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
৫৫/৪	পার্কিং-কেআইআর-জেবিএন-এমএস -১৪৬-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলের যোগবানী স্টেশন অবস্থানে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (কার) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
৫৫/৫	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএস -১৪০-২৫-২ (পার্কিং - মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলের বারসোই স্টেশন অবস্থানে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
৫৫/৬	পার্কিং-কেআইআর-ইকেআই-এমএস -১০৩-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলের একলাখী স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-জেবিএন-পিসিসিভি -১৫২-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়েল ভেহিকল)	কাটিহার মণ্ডলে যোগবানী ষ্টেশন অবস্থানে তিন চাকাযুক্ত চার চাকাযুক্ত কার (ট্যাক্সি) ও ভারী যানবাহনের (বাস/ট্রাক/মিনি-বাস) জন্য পার্কিং লট
এবি/২	পার্কিং-কেআইআর-জিজেডও-পিসিসিভি -১৫৪-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়েল ভেহিকল)	গাজোল স্টেশনে (অটো, ই-রিক্সা / ট্যাম্পু) তিন চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/৩	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-পিসিসিভি -১৫১-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়েল ভেহিকল)	মালদা কোর্ট তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহন (ট্যাক্সি) ও ট্রাক/বাসের পার্কিং
এবি/৪	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি -১৪৪-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়েল ভেহিকল)	কেবল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন -গুডস শেড এলাকায় ট্রাক পার্কিং

ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬। নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৫-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৫-২০২৫ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত টেন্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
আইআরইএল (ভারত) লিমিটেড
(একটি ভারত সরকারের উদ্যোগ-পারমাণবিক শক্তির দপ্তর)
মানাভালাকুরিচি, তামিলনাড়ু, ই-মেল :- purchase-mk@irel.co.in আইএসও ৯০০১, ১৪০০১ এবং ৪৫০০১ ইউনিট, ফোনঃ- ০৪৬৫১-২০০৪০২ সিআইএনঃ- ইউ১৫১০০এমএইচ ১৯৫০ জিওআই ০০৮১৮৭
রেফঃ-এমকে/পি.এডিভিটি/২০২৫-২৬/০১
টেন্ডার নোটিশ
আইআরইএল মানাভালাকুরিচি ইউনিট নিম্নে উল্লিখিত টেন্ডারের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেঃ-

টেন্ডার নং	বর্ণনা
জিইএম/২০২৫/বি/৬১৮৬৯৬০	৪০০-৪৫০ কেজি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সিলিন্ডার পূর্ণ তরলিত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের সরবরাহ।
আইআরইএল/এমকে/ইটি/০১/২৫২৬	এমকে প্ল্যান্টের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের গুদাম ঘর এবং দোকানের পরিবেষ্টিত স্থানের পুনর্নির্মাণ।

দরদাতাগণ টেন্ডারের নথিপত্রগুলি https://gem.gov.in, https://www.irel.co.in এবং সিপিপি পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। কোনওপ্রকার সংশোধনীর বিষয়/সংযোজনের বিষয় উপরে উল্লিখিত টেন্ডারটিতে হয়ে থাকলে তা শুধুমাত্র উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটগুলিতে উল্লেখ করা হবে।
মুখ্য মহা প্রবন্ধক এবং প্রধান, এমকে/
CBC 48147/12/0002/2526

ভারতীয় টেরিটোরিয়াল সৈন্যবাহিনীতে একজন আধিকারিক রূপে যোগদান করুন
www.indianarmy.nic.in
দেশরক্ষক সৈন্যবাহিনীর আধিকারিক রূপে (দপ্তরবিহীন) দেশের সেবায় যোগদানের হেতু অল্পবয়সি আবেদনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। পুরুষ ও মহিলাদের
শূন্যপদের মোট সংখ্যা
(ক) পুরুষ - ১৮ (খ) মহিলা - ০১
দ্রষ্টব্য : সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে শূন্যপদের সংখ্যা পরিবর্তনশীল।
যোগ্যতার শর্তাবলি
- জাতি : শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিক (পুরুষ এবং মহিলা)
- বয়স সীমা : ১৮ থেকে ৪২ বছর হতে হবে আবেদনপত্র পূরণের শেষদিনের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক।
- শারীরিক মান : সমস্ত দিক থেকে প্রার্থীদের শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে সমর্থ হতে হবে।
- কার্যে নিয়োগ : কার্যত রূপে নিযুক্তিকরণ।
- **লেখনী পরীক্ষার তারিখ : ২০ জুলাই, ২০২৫**
দ্রষ্টব্য : উপরে উল্লিখিত পরীক্ষার তারিখটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনার দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে।
- **কীভাবে আবেদন করতে হবে :** প্রার্থীদের ওবেসাইট www.indianarmy.nic.in -এ অনলাইন মাধ্যমে আবেদন করা আবশ্যক। অন্য কোনও মাধ্যম আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে না।
- **আবেদনপত্র জমা :** অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং আবেদনপত্র জমা দিতে হবে **১২ মে, ২০২৫** থেকে **১০ জুন ২০২৫** এর মধ্যে। এর পরবর্তীতে লিংকটি অকেজো করে দেওয়া হবে। সমস্ত নির্দেশাবলি www.indianarmy.nic.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
- **ফি-এর বিস্তারিত বিবরণ :** প্রার্থীদের টা: ৫০০/- (টাকা পাঁচশো মাত্র) ফি রূপে জমা দেওয়া আবশ্যক। ওয়েবসাইট www.indianarmy.nic.in-এ সমস্ত বিবরণ উপলব্ধ।

দ্রষ্টব্য :
১। নিযুক্তিকরণ/সম্পাদনা টেরিটোরিয়াল সৈন্যবাহিনীতে সম্পূর্ণ রূপে স্বচ্ছ এবং বিনামূল্যে হয়ে থাকে। দালাল চক্র থেকে সতর্ক থাকুন।
২। বিজ্ঞপ্তিটির বিশদ বিবরণটি জানার জন্য প্রতিনিয়ত www.indianarmy.nic.in ওয়েবসাইটটি পরিদর্শন করুন।
cbc 10120/11/0002/2526

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী রঙিয়া ডিভিশন অধিক্ষেত্রের অধীনে জুন/২০২৫-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে।

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	জুন/২০২৫	[illegible]	০৫-০৬-২০২৫/ ১১:০০:০০
২		[illegible]	১২-০৬-২০২৫/ ১১:০০:০০
৩		[illegible]	১৯-০৬-২০২৫/ ১১:০০:০০
৪		[illegible]	২৬-০৬-২০২৫/ ১১:০০:০০

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিশদ জানার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডিভাই. সিএমএম/ পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আমার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সবার প্রশংসাপ্রাপ্তি। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসবে। **বৃষ :** ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **মিথুন :** পরীক্ষার ফল খুব ভালো হবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **কর্কট :** কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। **সিংহ :** বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। **কন্যা :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। অন্যায়কারীকে চিনতে পেরে অবশেষে স্বস্তি। **তুলা :** ব্যক্তিগত কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। দাঁতের সমস্যার বৃদ্ধি। **বৃশ্চিক :** রাস্তায় খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। কেউ আপনার ওপর মিথ্যা দোষ চাপাতে পারে। **ধনু :** কোমরে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। **মকর :** কোনও চালু কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। রাজনীতি থেকে সমস্যা আসবে। শান্ত থাকুন। **কুম্ভ :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে কষ্ট। পেটের অসুখে সমস্যা। **মীন :** নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। পারিবারিক পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২০ বৈশাখ, ১০ মে, ২০২৫, ২৬ বহাগ, সংবৎ ১৩ বৈশাখ সুদি, ১১ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৩, অঃ ৬।৫। শনিবার, ত্রয়োদশী অপরাহ্ন ৫।১৫। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ৩।৯। অসৃকযোগ শেষরাত্রি ৪।১২। তৈতিলকরণ অপরাহ্ন ৫।১৫ গতে গরকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১।৫৩ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাত্রি ৩।৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, অপরাহ্ন ৫।১৫ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৪১ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৬।৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৭ মধ্যে ৩।৪১ গতে ৫।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৪১ গতে অপরাহ্ন ৪।২৭ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবাহ- রাত্রি ৩।৯ গতে ৩।৩৭ মধ্যে মীনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।১৮ গতে ১২।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১৩ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।৪৯ মধ্যে ও ২।০ গতে ৩।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৯,৪৫৪.৪৭ (-৮৮০.৩৪)
নিফটি : ২৪,০০৮.০০ (-২৬৫.৮০)

মোড়কবন্দি আমের ফলনে চমক
এবার আম উৎপাদনে প্রথম ব্যবহার করা হবে বিশেষ ধরনের কাগজের প্যাকেট। রাজ্যে এই প্রথম মালদায়। প্যাকেটে ঢোকানো অবস্থাতেই আম গাছে বড় হবে, পাকবে। ২

পাকিস্তান পেল ১০০ কোটি ডলার
যুদ্ধের মধ্যে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছে বিশাল অঙ্কের টাকা পেল পাকিস্তান। প্রায় ১০০ কোটি ডলার। আপত্তি জানিয়ে বোর্ডে ভোটদানে বিরত থাকল ভারত। ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৮° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৮° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৮° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন

জেলবন্দি ইমরান খানের মুক্তির দাবি ১০

শিলিগুড়ি ২৬ বৈশাখ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 10 May 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 349

বিশ্বে চর্চায় ভারত-পাক

মিথ্যে খবরের মেকি যুদ্ধ

নয়াদিল্লি, ৯ মে : গুজব ও ভুয়ো খবর পাল্লা দিয়ে ছড়াচ্ছে। সংবাদমাধ্যম ও সমাজমাধ্যমে এমন সব খবরের জেরে ছড়াচ্ছে আতঙ্ক। ভারত-পাক সংঘাতের আবহে এই সমস্যায় উদ্বিগ্ন সেনাবাহিনীও। ভুয়ো খবরের যুদ্ধ উভয় দেশেই। বাধ্য হয়ে শুক্রবার ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রক সব সংবাদমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সাধারণ নাগরিকদের প্রতিরক্ষা অভিযান বা সেনা চলাচলের লাইভ সম্প্রচার বা তাৎক্ষণিক খবর থেকে বিরত থাকতে নির্দেশিকা দিয়েছে।

নির্দেশিকায় সেনা অভিযানের তাৎক্ষণিক তথ্য প্রকাশে দেশের কৌশলগত পরিকল্পনা বিপন্ন হতে পারে এবং সেনা সদস্যদের প্রাণনাশের ঝুঁকি বাড়তে পারে বলে উল্লেখ করা আছে। ভুয়ো খবরে অবশ্য পাকিস্তান অনেক বেশি এগিয়ে। পাকিস্তানপন্থী বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে ছড়ানো হয়েছে মিথ্যা ছবি, ভিডিও এবং তথ্য। সাধারণ মানুষের মনে ভয়ভীতি, বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা তৈরি করাই নিঃসন্দেহে এর উদ্দেশ্য।

অনেক ক্ষেত্রে নেতা-মন্ত্রীরাও ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দিচ্ছেন সমাজমাধ্যমে। এদেশেও। যেমন ভারতের সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু 'ভারতের নৌসেনা করাচিতে হামলা চালিয়েছে' বলে টুইট করেছিলেন তথ্য যাচাই না করেই। পরে খবরটি ভুয়ো বুঝে পোস্ট মুছে দেন।

এমন ঘটনা বৃহস্পতিবার রাত থেকে বহুবার ঘটেছে জাতীয় এবং রাজ্যের টিভি চ্যানেলে। বিভিন্ন ওয়েবসাইটেও। যে খবর আদৌ হয়নি, তাই দেখানো হয় বড় করে।

অত্যন্ত পরিচিত সর্বভারতীয় এক বৈদ্যুতিন মাধ্যম 'ভারতীয় নৌবাহিনী করাচি বন্দরে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে' বলে খবর সম্প্রচার করে। বড় বড় ব্যানার হেডিং দেয়, 'তছনছ করাচি, জ্বলছে গোটা এলাকা। আইএনএস বিক্রান্তের সফল অ্যাকশন'।

যদিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্ট চেকিং সাইট জানিয়ে দেয়, খবরটি ভুয়ো। করাচি বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, তাদের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ভুয়ো খবর ছড়ানো হয়েছে। কার্গিল যুদ্ধ বা মুম্বই হামলার উল্লেখ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রক শুক্রবার টুইটে বলে, 'দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা এখন সময়ের দাবি। সংবেদনশীল তথ্য আগে প্রকাশ হলে দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কার্যকারিতার ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।'

এরপর বারোর পাতায়

ভাইরাল পুরোনো ভিডিও
নয়ের পাতায়

পাকিস্তানের পাশে

চিন
চিনে তৈরি জে-১০ এবং চিন ও পাকিস্তানের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান বড় ভরসা শাহবাজ শরিফের সেনার।

তুরস্ক
রাষ্ট্রপতি রিসেপ তায়িপ এর্দোগানের আমলে তুরস্কের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। অতীতে তিনি কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

এবার সত্যি সত্যি যুদ্ধ লাগলে কোন দেশের পাশে কারা থাকতে পারে? সম্ভাব্য পরিস্থিতি খতিয়ে দেখল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভারতের পাশে

আমেরিকা
পহলগামে জঙ্গি হামলার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের প্রতি তাঁর সমর্থন জানান।

রাশিয়া
প্রতিরক্ষায় ভারতের অন্যতম ভরসা যুদ্ধবিমান সুখোই সু-৩০ এমকেআই, এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ভ্লাদিমির পুতিনের দেশের তৈরি।

ইজরায়েল
হেরন, হ্যারপের মতো ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ভারতে সরবরাহ করে দেশটি।

ফ্রান্স
ভারতীয় বিমানবাহিনীর অন্যতম ভরসা রাফাল যুদ্ধবিমান ফ্রান্সের দাসোঁ অ্যাভিয়েশনের তৈরি।

আরও যারা
পাশাপাশি কৌশলগত বন্ধুত্বের কারণে জাপান, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশ যুদ্ধে ভারতের পাশে থাকতে পারে বলে অনুমান।

নিরপেক্ষ

ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশের সঙ্গে ঔপনিবেশিক অতীত থাকায় গ্রেট ব্রিটেনের মতো দেশ যুদ্ধে নিরপেক্ষ অবস্থান নেবে বলে ধারণা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষকদের।

নিরাপত্তার মোড়কে দিল্লি, ফাঁকা স্বর্ণমন্দির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত-পাক সীমান্তে উত্তেজনার আঁচে চরম সতর্কতা রাজধানী দিল্লি সহ গোটা দেশে। জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাব, গুজরাটের সীমান্তবর্তী শহরগুলিকে লক্ষ্য করে লাগাতার পাকিস্তানের ড্রোন হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ নজর অবশ্যই নয়াদিল্লিতে। লালকেল্লা, ইন্ডিয়া গেট, কুতুব মিনার, লোটাস টেম্পল, হুমায়ুনের সমাধি, অক্ষরধাম মন্দিরের মতো স্মারককে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

দিল্লির পাশাপাশি বিশেষত সীমান্ত লাগোয়া রাজ্যগুলিতে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে। চণ্ডীগড়ে সরকারি নির্দেশ মেনে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকান, বাজার ও মল। মোহালিতে রাত ৮টায় দোকান-বাজার বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুজরাটে পুলিশ ১৫ মে পর্যন্ত ড্রোন ওড়ানো বা আতশবাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ করেছে।

উত্তেজনার প্রভাব সরাসরি পড়েছে স্বর্ণমন্দিরেও। এই পবিত্র শিখ তীর্থক্ষেত্রে গত দু'দিনে দর্শনার্থীর সংখ্যা হঠাৎ প্রায় ৭০ শতাংশ কমে গিয়েছে। পাকিস্তানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের অংশ স্বর্ণমন্দির সংলগ্ন চাষের জমিতে পড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। শিরোমণি গুরদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ দিনে যেখানে স্বর্ণমন্দিরে ভোর থেকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন ভক্তরা, সেখানে বুধ ও বৃহস্পতিবার মন্দির চত্বর ছিল প্রায় ফাঁকা।

নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তাজমহল।

সারা দেশেই সমস্ত সরকারি কর্মীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে। সাইরেন বাজিয়ে, মক ড্রিলে শামিল করিয়ে দিল্লিবাসীকে সম্ভাব্য হামলা থেকে বাঁচার পন্থা বাতলে দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার দুপুর তিনটে নাগাদ দিল্লির ব্যস্ততম আইটিও চত্বরে আচমকা সাইরেন বাজানো মক ড্রিলের অঙ্গ হলেও যেন বাস্তব

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

পড়ুয়াদের ক্ষতি কতটা, ভুলে থাকি যুদ্ধের আঁচে

গৌতম সরকার

ক'দিন ওয়ার্ম আপ চলছিল সেনাবাহিনীর। মহড়া, মোতায়েন, মক ড্রিল...। যুদ্ধের ম-ম ভাব যেন। ওয়ার্ম আপ যেন আমাদেরও। পাকিস্তানকে বেশ দু'ঘা দেওয়া যাবে আনন্দে আমাদের অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ কম হচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত ভারত বা পাকিস্তান, কেউ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না করুক, যুদ্ধ একরকম বেধেই গিয়েছে। প্রত্যাশা পূরণের আনন্দে তাই দেশজুড়ে উল্লাস। কট্টর মোদি বিরোধীও সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ভারতমাতা কি জয়' পোস্ট লিখছেন সগর্বে।

বামমনস্ক এক শিক্ষক বলছিলেন, যত যাই হোক, পাকিস্তানকে টাইট দেওয়ার এই সুযোগ ছাড়া কি উচিত হবে বলুন! অতঃপর মনস্কামনা পূরণ হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের ধাত্রীভূমি, মৌলবাদের আঁতুড় পাকিস্তানের উদ্দেশে

এরপর বারোর পাতায়

MISSING

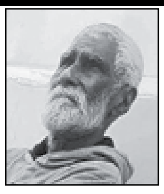

Name : Sankatha Prasad Singh
Age : 82
Address : Sankat Mochan Bhawan, Near SSB Camp, Pathargata,
Missing from : 15th Dec 2023
If found please contact :
9775886660/ 8617396354 / 7432069276

ভারতীয় সেনাবাহিনী
www.join.indianarmy.nic.in
১৪২ তম প্রযুক্তিগত স্নাতক কার্যধারা (টিজিসি-১৪২) (জানুয়ারি ২০২৬)

দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি
(নিম্নে উল্লিখিত তথ্যটি শুধুমাত্র সাধারণ সচেতনতা এবং পরিগণবাদের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।)
(কার্যধারাটির বিজ্ঞপ্তিটি www.joinindianarmy.nic.in -এ প্রকাশিত হয়েছে-শুধুমাত্র সরকারি বিজ্ঞপ্তিটি এই কার্যধারার জন্য প্রযোজ্য।)

শ্রেণিবিভাগ	বর্ণনা	বিজ্ঞপ্তিটির বিস্তারিত নির্দেশাবলির অনুচ্ছেদ নং
নিযুক্তিকরণের প্রকার	প্রযুক্তিগত স্নাতক কার্যধারা (টিজিসি-১৪২) (জানুয়ারি ২০২৬)	অনুচ্ছেদ - ১
বয়স	২০ এবং ২৭ বছর ১লা জানুয়ারি ২০২৬-এর হিসেবে	অনুচ্ছেদ - ২
খোলা থাকবে	অবিবাহিত পুরুষ	অনুচ্ছেদ - ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিজ্ঞাপিত প্রযুক্তি বিভাগের যে কোনও কার্যধারায় স্নাতক	অনুচ্ছেদ - ২
গ্রহণযোগ্য বি-টেক কার্যধারা	তালিকাভুক্ত	অনুচ্ছেদ - ৩
কীভাবে আবেদন করবেন	www.joinindianarmy.nic.in-এ অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে	অনুচ্ছেদ - ১১
আবেদন খোলা থাকবে	৩০ এপ্রিল থেকে ২৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত	অনুচ্ছেদ - ১৫
স্বাস্থ্যের মানদণ্ড	www.joinindianarmy.nic.in-এ দেওয়া তথ্য অনুসারে	অনুচ্ছেদ - ৫
নির্বাচনের পদ্ধতি	আবেদন > সংক্ষিপ্ত তালিকা > এসএসবি > স্বাস্থ্য > যোগ্য প্রার্থীর তালিকা >যোগদান পত্র	অনুচ্ছেদন - ৪
সংক্ষিপ্ত তালিকাটির কাট অফ % এ নম্বর প্রকাশের তারিখ	জুন ২০২৫-এর প্রথম সপ্তাহে	-
এসএসবি-এর আনুমানিক সময়কাল এবং তারিখগুলি	পাঁচদিনের এসএসবি ২০২৫ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। (এসএসবি-এর বিকল্পটি ২০২৫ সালের জুন মাসে এক সপ্তাহের জন্য খোলা থাকবে।)	-
পূর্বে কর্মভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ভারতীয় সেনাবাহিনী কেন্দ্র (আইএমএ), দেরাদুন	অনুচ্ছেদ - ৭(এ)
প্রশিক্ষণের সময়কাল	১২ মাসের ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত	অনুচ্ছেদ - ৭
প্রশিক্ষণের সময়কালে বেতন	প্রতি মাসে টাঃ ৫৬,৪০০	অনুচ্ছেদ - ৯
প্রশিক্ষণের পরবর্তীতে পদমর্যাদা	লিউটেনেন্ট	অনুচ্ছেদ - ৯
ভারপ্রাপ্ত কার্যের উপর বেতন	সিটিসি আনুমানিক ১৭-১৮ লক্ষ প্রতি বছর (বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং বছরে একবার নিজের বাড়ি ফেরার অধিদেয় বাদে)	-
ভারপ্রাপ্ত কার্যের প্রকার	স্থায়ী ভারপ্রাপ্ত কার্য	অনুচ্ছেদ - ৬
প্রাথমিক অস্ত্র/ভারপ্রাপ্ত কার্যের পরিষেবার ক্ষেত্রে	ইঞ্জিনিয়ারদের সৈন্যদল, সাংকেতিক, বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারদের সৈন্যদল প্রার্থীদের অন্য অস্ত্র/পরিষেবার ভার প্রদান করা হতে পারে।	-
নিস্তরনের সুবিধা	পরিষেবার উপর নিস্তরণের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল	-

CBC10601/11/0017/2526

সেনাছাউনি সংলগ্ন গ্রামে বাংলাদেশি

খোকন সাহা ও সানি সরকার

বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি, ৯ মে : ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে এক বাংলাদেশিকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বাঁধল। ওই ব্যক্তি ব্যাংডুবি সেনাছাউনি সংলগ্ন এলাকায় চক্কর কাটার পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদে নিজেকে বাংলাদেশ গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন কর্মী হিসেবে তুলে ধরায়, বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। যদিও সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সেনার হাতে ওই ব্যক্তিকে তুলে দেন এমএম তরাইয়ের বাসিন্দারাই। জানা গিয়েছে, এদিন গ্রামটিতে ঢুকে একটি বাড়িতে জল পান করার ইচ্ছে প্রকাশ করে সে। অপরিচিত এবং আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় গ্রামবাসীরা বিষয়টি সেনাছাউনিতে জানান। আটক করে কয়েক প্রস্থ জেরার পর সেনার তরফে ওই ব্যক্তিকে বাগডোগরা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রকৃত পরিচয় ও

আচরণ ও পরিচয়ে রহস্য

তথ্য জানতে পৃথকভাবে জেরার জন্য পুলিশ ওই ব্যক্তিকে নিজেদের হেপাজতে নিতে শনিবার আদালতে আবেদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুর জেলার দাসপাড়া থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ৯ জন বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিএসএফ। কী কারণে তারা ভারতে এসেছে, তা তদন্ত করে দেখছে বিএসএফ। তাদেরও দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ভারত-পাক দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক বর্তমানে তলানিতে। দেশের প্রতি প্রান্তে বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে। সতর্ক করা হয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে। লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে সেনাছাউনি সহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে। প্রশাসনের তরফে সতর্ক ও সচেতন করে তোলা হচ্ছে সাধারণ মানুষকেও। মূলত তার জেরেই বাংলাদেশের বাসিন্দা ৫০ বছরের আশরাফুল আলম শুক্রবার ব্যাংডুবি সেনাবাহিনীর ফাইভ এফওডির কাছে থাকা এমএম তরাই গ্রামে প্রবেশ করে ধরা পড়ে যায়। সামরিক দিক থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেনাছাউনি ব্যাংডুবি। যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন অস্ত্র রয়েছে এখানে। যেমন, সিক্সটিন এফএডি এবং ফাইভ এফওডি। পাশাপাশি শিলিগুড়িতে রয়েছে সুকনা সেনাছাউনি, *এরপর বারোর পাতায়*

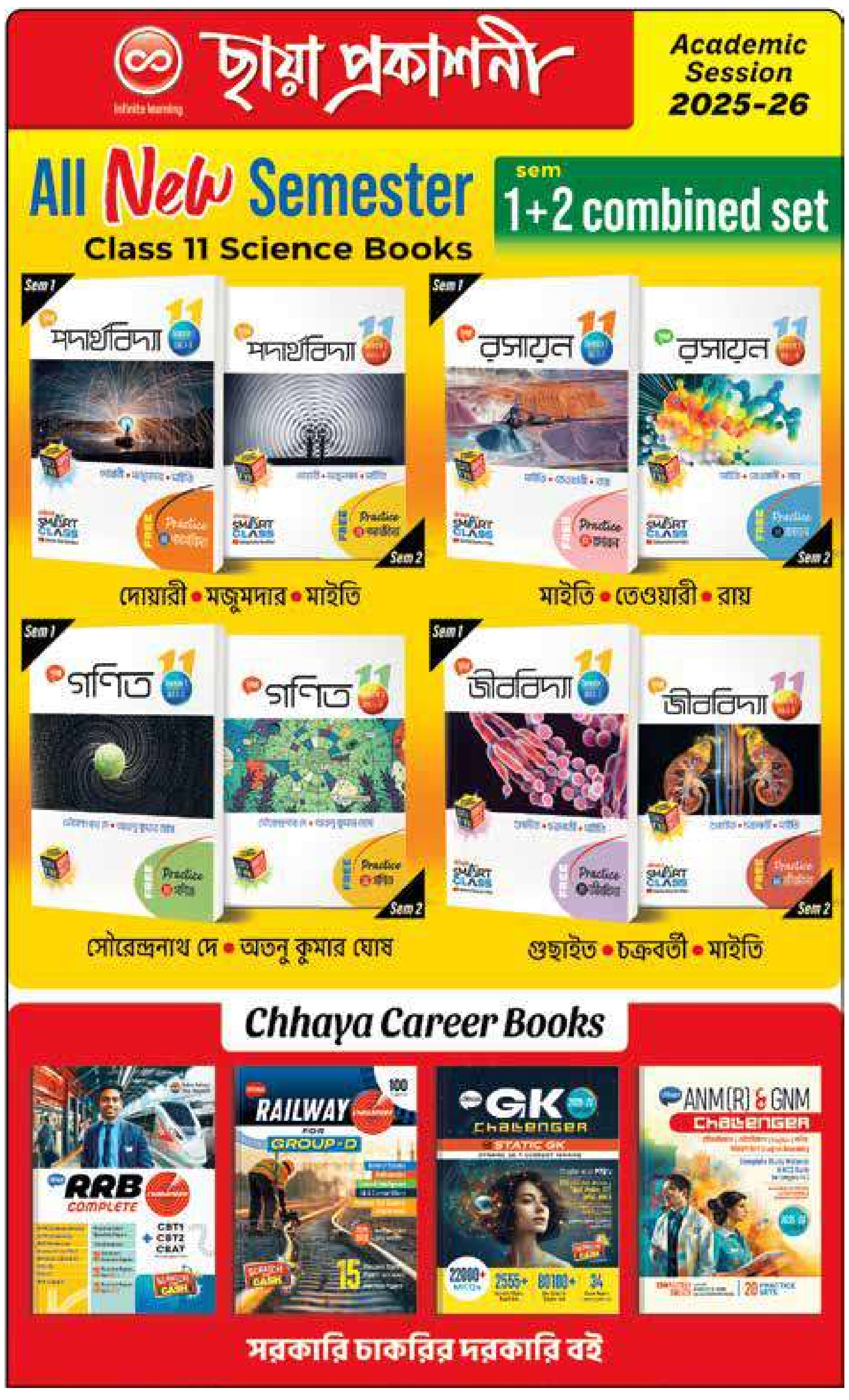

২৫ লক্ষে জেলা সভাপতির পদ

ফোনে তৃণমূলের মহিলা কর্মীর টোপ

শিলিগুড়ি, ৯ মে : তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি (সমতল) পদের জন্য দিতে হবে ২৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে অগ্রিম হিসেবে দিতে হবে ৫ লক্ষ টাকা। তৃণমূল জেলা কমিটি (সমতল) সম্পাদক অত্রি শর্মার কাছে এমন প্রস্তাব নিয়ে ফোন করলেন দলেরই এক মহিলা তৃণমূল কর্মী। শুধু তাই নয়, ওই মহিলা তৃণমূল কর্মী ফোনে আইপ্যাক-এর সদস্য হিসেবে পরিচয় দিয়ে শিবাশিস ঘোষ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে অত্রির কথাও বলিয়ে দিয়েছেন। সেই ব্যক্তিই নাকি অত্রিকে প্রস্তাব দিয়েছেন, জেলা সভাপতি হিসেবে তাঁকে নির্বাচিত করা হতে পারে। তবে সেটা নিশ্চিত করার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে। এর মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিতে হবে। বাকি টাকা সভাপতি হওয়ার পর দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়, অত্রি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন, প্রস্তাবে রাজি না হওয়া তাঁর বদনাম করার হুমকি দেন শিবাশিস। পরবর্তীতে অত্রি জানতে পারেন, শিবাশিস নামে কোনও ব্যক্তি আইপ্যাকে নেই। এরপরই বেবি সাহা নামে ওই তৃণমূল কর্মী ও শিবাশিস নামক ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন অত্রি।

অত্রির বক্তব্য, 'দলীয় নির্দেশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এখানে আলাদা করে আমার কিছু বলার নেই।' ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তদের সম্পর্কে খোঁজ শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

বিষয়টা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। এমনকি এক প্রাক্তন যুব নেতাকেও এধরনের প্রস্তাব দিয়ে টাকা আত্মসাতের চেষ্টা করা হয়েছে বলে খবর। দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি আমাকে অত্রি শর্মা ও

> বিষয়টি আমাকে অত্রি শর্মা ও সন্তোষ সাহা জানায়। এরপরই আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস ও আইপ্যাকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। সেখান থেকে জানতে পারি, ওই নামে কেউ নেই। এরপর সেখান থেকে বলা হয় অভিযোগ দায়ের করার জন্য।
>
> **- পাপিয়া ঘোষ**
> *জেলা সভানেত্রী*

সন্তোষ সাহা জানায়। এরপরই আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস ও আইপ্যাকের সঙ্গে যোগাযোগ করি। সেখান থেকে জানতে পারি, ওই নামে কেউ নেই। এরপর সেখান থেকে বলা হয় অভিযোগ দায়ের করার জন্য।'

অত্রি পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন বুধবার রাতে। তিনি পুলিশকে জানান, সোমবার রাতের দিকে এক সহকর্মীর মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডে দলের সক্রিয় কর্মী বেবি সাহা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। তিনি বেবিকে ফোন করতেই তিনি অত্রিকে জানিয়ে দেন, হোয়াটসঅ্যাপ কল করতে হবে। সেইমতো ফোন করতেই বেবি তাঁকে জানান, আইপ্যাকের সদস্য শিবাশিস ঘোষ কথা বলতে চান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের সঙ্গে যুক্ত শিবাশিস। গোটা অঞ্চলের সুপারভাইজার পদের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। দার্জিলিং জেলা সভাপতি বাছতে তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন।

শিবাশিসকে ফোন করায় তিনি অত্রির কাছে দ্রুত বায়োডেটা চান। জংশন এলাকার একটি হোটেলে পরদিন সকালে দেখা করতে বলেন। শিবাশিস জানায়, মঙ্গলবার বিকেলেই তাঁরা চলে যাবেন। পুলিশের কাছে অত্রির অভিযোগ, এরপরই ওই দুজন তাঁকে জানান পদ নিশ্চিত রাখতে মঙ্গলবার সকালে দেখা করার সময় পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ দিতে হবে। পরে কুড়ি লক্ষ টাকা দিতে হবে।

বুধবার রাতে অভিযোগ দায়েরের পর তদন্তে নামে প্রধাননগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেবি সাহার নামে চারদিন আগে জংশন এলাকার ওই হোটেলে রুম বুক করা হয়েছিল। এমনকি হোটেলে সব মিলিয়ে বিল হওয়া ২৪ হাজার টাকা না দিয়েই তাঁরা চলে যান।

বেবি সাহার ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। গুরুংবস্তি এলাকায় তাঁর বাড়িও তালাবন্ধ। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার রামভজন মাহাতো বলেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। বেবি আমাদের পার্টির কর্মী হলেও তিনি এখন কোথায় তা জানি না।'

জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনে সংকট, একগুচ্ছ পদ ফাঁকা

নাগরাকাটা, ৯ মে : দু'বছর ধরে জলপাইগুড়িতে উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-২'এর পদ ফাঁকা রয়েছে। জেলা যক্ষ্মা আধিকারিকের (ডিটিও) পদেও কেউ নেই। সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নেই মালবাজার, ধূপগুড়ি ও সদর মহকুমায়। অস্থায়ী সুপার দিয়ে কাজ চলছে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। একসঙ্গে এতজন স্থায়ী আধিকারিক না থাকায় কার্যত জোড়াতালি দিয়ে চলা জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ হোঁচট খাচ্ছে। তবে কোনও স্বাস্থ্যকর্তাই এব্যাপারে মুখ খুলছেন না। সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনগুলি থেকে শুরু করে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসও শূন্য ওই সমস্ত পদে স্থায়ী ভিত্তিতে আধিকারিক নিয়োগের দাবি জানাচ্ছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, 'এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ করা হবে।' তৃণমূল প্রভাবিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'সংগঠনগতভাবে সমস্ত কিছু শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।'

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, ২০২৩-এর মার্চের শেষ থেকে উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-২ পদটি শূন্য হয়ে আছে। আগে ওই পদে ছিলেন ডাঃ মৃদুল ঘোষ। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্তা হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের পর থেকে ওই পদের কাজকর্ম সামলাচ্ছেন জেলা মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য আধিকারিক। উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-২'এর উপরই জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতাধীন সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের (যক্ষ্মা ছাড়া) দায়িত্ব থাকে। ওই তালিকায় রয়েছে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া, ফাইলেরিয়া, জাপানি এনসেফ্যালাইটিসের মতো মশাবাহিত নানা রোগও। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে হামেশাই ওই ধরনের রোগের প্রকোপ দেখা যায়। তাঁর হাতেই রয়েছে অন্ধত্ব ও বধিরতা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিয়ন্ত্রণের মতো আরও নানা দায়িত্ব।

মাদক সহ তরুণ ধৃত

নকশালবাড়ি, ৯ মে : মাদক সহ এক তরুণকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল এসএসবি। বৃহস্পতিবার ভারত-নেপাল সীমান্তের দয়ারামজোত এলাকায় ওই তরুণকে দেখে সন্দেহ হয় এসএসবির মণিরামজোত ৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের। জেরায় সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা মণিরুল হকের তল্লাশি চালানো হয়। সে সময়ই তার কাছ থেকে পাওয়া যায় প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে থাকা ২১৫ গ্রাম কোকেন। এছাড়াও তার কাছে থাকা একটি মোবাইল ফোন ও নগদ সাড়ে চার হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে এসএসবি। মাদক পাচারকারী হিসেবে সে কাজ করত বলে এসএসবি আধিকারিকদের ধারণা। মাদক উদ্ধারের পরই এসএসবি ওই তরুণকে নকশালবাড়ি থানার হাতে তুলে দেয়। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। কারবারের মূল পান্ডাকে ধরতে পুলিশের তরফেও মণিরুলকে জেরা করা হচ্ছে।

২৮ এপ্রিল নকশালবাড়ি থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে আটক করেছিল এসএসবি। ওই সিভিক ভলান্টিয়ার মাদক কারবারে জড়িত বলে এসএসবির বক্তব্য। ওই ঘটনার পরই নকশালবাড়ি থানার বেশ কয়েকজন আধিকারিককে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়। যদিও মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম উঠে আসা কোটিয়াজোতের বাসিন্দা প্রশান্ত মণ্ডল এখনও অধরা। তার বিরুদ্ধে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে এসএসবি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জলকেলি।। ফালাকাটায় ছবিটি তুলেছেন সুজিত দে।

বেসরকারি স্কুলের প্রতিনিধি বৈঠকে সিদ্ধান্ত

গরমের ছুটি এখনই নয়

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ মে : দেশের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর নজর দিয়ে বেসরকারি স্কুলগুলিকে আগাম গরমের ছুটি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে এখনই তেমনভাবে সাড়া দিতে নারাজ সিংহভাগ বেসরকারি স্কুল। সরকারি স্কুলগুলিতে চলছে গরমের ছুটি। ছুটির সময়সীমা বৃদ্ধি করে ৩১ মে করা হয়েছে। তবে বেসরকারি স্কুলে গরমের ছুটি এখনও শুরু হয়নি। সরকারি স্কুলের মতো বেসরকারি স্কুলগুলিতে ছুটির ঘণ্টা পড়বে কি না, তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন অভিভাবকরা। শুক্রবার বেসরকারি স্কুলগুলির প্রতিনিধিদের তরফে একটি বৈঠক করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এখনই ছুটি নয়, জানিয়ে দেওয়া হয় বৈঠক শেষে।

ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে পরিস্থিতি যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছালে আত্মরক্ষার জন্য কী করণীয়, তার জন্য শুরু হয়েছে মক ড্রিল। বুধবার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে সরকারি তরফে মক ড্রিল হয়েছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে পড়ুয়ারা যাতে সুরক্ষিত থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর দিয়েছে সরকার। দুর্ঘটনা এড়াতে স্কুলের পরিবর্তে বাড়িতে থাকা নিরাপদ বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী। সে কারণেই বেসরকারি স্কুলগুলি যাতে আগাম গরমের ছুটি দেয়, সেই আবেদন রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখনই রাজি নয় বেসরকারি স্কুলগুলি। এদিনের বৈঠক শেষে সিবিএসই স্কুলগুলিকে নিয়ে গঠিত সহদয়া স্কুল কমপ্লেক্সের তরফে ডঃ এসএস আগরওয়াল বলেন, 'আমরা আইসিএসই, সিবিএসই বোর্ডের স্কুলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। কিন্তু কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ এই মুহূর্তে আগাম ছুটি দিতে রাজি হয়নি। কারণ, গরমের ছুটির আগে স্কুলগুলিতে পরীক্ষা রয়েছে।'

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অভিভাবকদের অনেকেই ভয়ে আছেন। কিন্তু সরকারি স্কুলের মতো বেসরকারি স্কুলগুলিতেও ছুটি ঘোষণা হবে কি না, তা নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে আলোচনা চলছে। তাঁদের একটা অংশ চাইছেন, আগাম ছুটি। ছুটি দিয়ে পড়াশোনার ব্যাঘাত নয়, পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে ছুটি, মনে করেন অভিভাবকদের অনেকেই। সেদিক দিয়ে এদিনের বৈঠকটি ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা বলেন, 'দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আমরা সজাগ রয়েছি। তবে আগাম ছুটি দেওয়ার ব্যাপারে এখনও কিছু ভাবিনি। স্কুলে ২২ মে থেকে গরমের ছুটি শুরু হবে।'

অন্যদিকে, ডিএভি স্কুলের প্রিন্সিপাল তাপসী বণিকের বক্তব্য, 'আগামী সপ্তাহে স্কুলে পরীক্ষা রয়েছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন কর্মসূচিও আছে। তাই এখনই আগাম গরমের ছুটির সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।'

সেবক রোডে পড়ে আছে গাছ। শুক্রবার।

ভেঙে পড়া গাছ তুলতে হুলুস্থুল

শিলিগুড়ি, ৯ মে : রাস্তায় ভেঙে পড়ল গাছ। আর সেই গাছ সরানোকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধল সেবক রোডে। এদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একটি গাছ ভেঙে পড়লে থমকে যায় যান চলাচল। খবর পেয়ে আসে ভক্তিনগর পুলিশ। খবর যায় ওয়ার্ড কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তালের কাছে। গাছ সরাতে কেউ না আসায় পুলিশের তরফে ফোন করা হয় বরো অফিসে।

সেখান থেকে দেওয়া হয় দমকলের নম্বর। এরপর পুলিশ দমকলে ফোন করলে জানানো হয়, গাছ তারা তুলতে পারবে না।

স্থানীয় বাসিন্দা সুমিতা ভৌমিক রায় বলেন, 'শেষে এক ঠিকাদারকে ফোন করে ডোজার এনে গাছ সরানো হয়। পরে ৪১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ডোজার এসে ভেঙে পড়া গাছের আশপাশের পাতা সরিয়ে দেয়।' কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তাল বলেন, 'ভোর পাঁচটায় পুলিশ আমাকে ফোন করে। অত সকালে ডোজার কোথা থেকে পাব? সাড়ে সাতটার দিকে ডোজার পাঠিয়েছি। আমাদের ডোজারেই গাছ তোলা হয়েছে।'

অন্যদিকে, শক্তিগড় এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে একটি ট্রাক গাছে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গাছটি ভেঙে পড়ে যায়। যদিও শুক্রবার সারাদিন কেটে গেলেও সেই গাছ তোলা হয়নি। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'গাছ আমরাই তুলে থাকি। কোনও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে কি না, সেটা দেখা হবে।'

পাহাড়ের স্কুলে ছুটি বাড়ল

শিলিগুড়ি, ৯ মে : রাজ্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে পাহাড়ের সমস্ত সরকারি স্কুলে ৩১ মে পর্যন্ত ছুটি বৃদ্ধি করল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। পাশাপাশি, বেসরকারি স্কুলগুলিকেও ওই সময় পর্যন্ত ছুটি বাড়ানোর অনুরোধ করা হয়েছে। জিটিএ-র নির্দেশ অনুযায়ী, স্কুলগুলিতে ২ জুন থেকে পুনরায় পঠনপাঠন শুরু হবে।

শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে পাহাড়ের সমস্ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, এসএসকে, এমএসকে-তে গ্রীষ্মকালীন ছুটি ৯ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত করা হচ্ছে। ২ জুন থেকে পুনরায় স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন শুরু হবে। জিটিএর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রত্যেকের সুরক্ষার স্বার্থেই এই ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত। বেসরকারি স্কুলগুলির কাছেও এই আবেদন করা হয়েছে। পাহাড়ের কয়েকটি বেসরকারি স্কুল ছুটি দিয়েছে বলে খবর পেয়েছি। বাকিগুলিও নিশ্চয়ই পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে।'

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবরে নজর

শিলিগুড়ি, ৯ মে : ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে হাজারো ভুয়ো খবর, পোস্ট, ভিডিও ছড়িয়ে পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কখনও ছড়াচ্ছে দুই-তিনদিনের মধ্যে এটিএম বন্ধ হয়ে যাবে। আবার কখনও ছড়াচ্ছে পাকিস্তান সাইবার হামলা করেছে। এসবের জেরে বাড়ছে বিভ্রান্তিও। তবে শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানার তরফে জানানো হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা পোস্টের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। থানার এক কর্তার কথায়, 'কোনও বিভ্রান্তিমূলক পোস্ট যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য আমাদের মনিটরিং টিম কাজ করছে।'

পুলিশকর্তা এমন আশ্বাসবাণী শোনালেও মানুষ যে আতঙ্কিত, তা বোঝা যাচ্ছে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে। একটি সংস্থার কর্মী অমিত সরকার বললেন, 'যেভাবে সাইবার অ্যাটাকের কথা বলা হচ্ছে, তাতে মেলে আসা কোনও ফাইলই খুলছি না।' বাসন্তী দাস নামে শহরের এক মহিলার কথায়, 'কোনটা যে ঠিক, কোনটা ভুল, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।' বিভ্রান্তি এড়াতে শুধুমাত্র সরকারি পেজের ওপরই ভরসার পরামর্শ দিয়েছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের কথায়, 'সরকারি পেজের ওপর নজর রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। কোনও পোস্ট দেখলে, সেটা অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।'

সচেতনতা কর্মসূচি

চাকুলিয়া, ৯ মে : প্রশাসন ও সিনি'র যৌথ উদ্যোগে চাকুলিয়ার বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সোমবার থেকে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। স্কুলের পর এবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাল্যবিবাহ, নারী পাচার রদ নিয়ে সচেতনতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। চাকুলিয়া আইসিডিএস প্রকল্পের সিডিপিও ইমরান আলি বলেন, 'এর আগে চাকুলিয়া এলাকার বিভিন্ন স্কুলে কন্যাশ্রী মেয়েদের নিয়ে সচেতনতার প্রচার করা হয়েছিল। এবার থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কিশোরী ও অভিভাবকদের নিয়ে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।'

যানজট

চোপড়া, ৯ মে : সেতু ও সড়ক সংস্কারের কাজ ঘিরে সদর চোপড়ায় শিলিগুড়িগামী জাতীয় সড়কের ওপর যানজট বাড়ছে। তা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ। জাতীয় সড়কে ডোক নদীর উপর ডান পাশে সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি মিশন মোড় এলাকায় জাতীয় সড়ক সংস্কারের কাজ জোরকদমে চলছে। সদর চোপড়ায় ফোরলেন রাস্তার এক পাস দিয়ে গাড়ি চলাচল করছে। তাই অনেক সময় যানজট তৈরি হচ্ছে। যদিও ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির উপর নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছে।

সংঘর্ষ

চোপড়া, ৯ মে : চোপড়া থানার চিতলঘাটা গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিবাদে শুক্রবার দু'পক্ষের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ আলম বলেন, 'মহম্মদ ইসলামুদ্দিন ও ইসরাউল হক নামে দুই প্রতিবেশীদের মধ্যে ভিটের জমির সীমানা নিয়ে সংঘর্ষ হয়। সেই ঘটনায় উভয় পক্ষের ৪ জন জখম হয়েছেন।' চোপড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, এ ব্যাপারে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনওরকম লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

গ্রেপ্তার তরুণ

চোপড়া, ৯ মে : মোটরবাইক চুরির অভিযোগে শুক্রবার মেহেবুব আলম নামে এক তরুণকে ইসলামপুর মহকুমা আদালত ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। চোপড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত তরুণের বাড়ি বিধাননগর এলাকার ভূমাবস্তিতে। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি মোটরবাইক চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত ওই তরুণকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করে।

আইআইএলএস-এর উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিযোগিতার সূচনায় মেয়র।

অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেই

শিলিগুড়ি, ৯ মে : চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার পরেও শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করতে পারল না প্রশাসন। এদিকে, ওই দোকানের মালিকের বিরুদ্ধে শুধু অবৈধ নির্মাণই নয়, এলাকায় বোরিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, অনুমতি না নিয়েই দোকানে জল সরবরাহের জন্য বোরিং করেছেন। কিন্তু এরপরও ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি। শুধু ওই দোকানই নয়, বিধান মার্কেটে আরও বেশ কিছু দোকানে এই ধরনের অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ী সমিতির প্রাক্তন পদাধিকারীদের দোকানেও এরকম নির্মাণ রয়েছে বলে দাবি। কেন এঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'ইতিমধ্যে আমরা শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে বলে দিয়েছি আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে। যে যত বড়ই ক্ষমতাবান হোক না কেন বেআইনি কাজ করতে দেব না।'

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে ঢোকার মুখেই একটি কাপড়ের দোকানকে রেস্তোরাঁয় পরিণত করা হয়েছে। তার ওপরের অংশে তৈরি করা হয়েছে বসার জায়গা। তা আবার বানানো হয়েছে লোহার কাঠামো ব্যবহার করে। তার গা ঘেঁষে রয়েছে বিদ্যুতের খুঁটি। ওপরেই হাইটেনশন তার। যে কোনওদিন ওই রেস্তোরাঁয় বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারে বলে আশঙ্কায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের। সেখানে অবৈধ বোরিংও করা হয়েছে বলে অভিযোগ। কিন্তু সব দেখেও চোখ বুজে রয়েছে ব্যবসায়ী সমিতি।

বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বাপি সাহা আগেও জানিয়েছেন, নিয়ন মেনেই ওই দোকানের ব্যবসায়ী কাজ করেছেন। আর ব্যবসায়ীরও বক্তব্য ছিল, পুরনিগম থেকে নাকি তাঁর কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনই নেই। মার্কেট কমিটিকে জানিয়ে তিনি সব করেছেন। এদিন ওই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে এসজেডিএ-কে পদক্ষেপ করতে বলেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

নকল আদালত প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি, ৯ মে : ভারত ও নেপালের প্রতিনিধিরা অংশ নিলেন আন্তর্জাতিক মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায়। শুক্রবার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল স্টাডিজ (আইআইএলএস)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। প্রতিযোগিতায় 'আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের অধিকার' বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়। মোট ১৮টি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। আইআইএলএস-এর চেয়ারম্যান জয়জিৎ চৌধুরী জানান, ১১ মে পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে।

পথ অবরোধ

শিলিগুড়ি, ৯ মে : এলাকায় দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্তের অভিযোগে শুক্রবার এনটিএস মোড়ে দোকান বন্ধ রেখে পথ অবরোধ করলেন ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, বাগরাকোট রেললাইন সংলগ্ন এলাকার কয়েকজন তরুণ বেশ কয়েকদিন ধরে এনটিএস মোড়ের ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা দাবি করা সহ তাঁদের নানাভাবে উত্ত্যক্ত করছে। গালিগালাজ, মারধর, এমনকি প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে।

এদিনের পথ অবরোধে যানজট তৈরি হয়েছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তোলেন ব্যবসায়ীরা। পরে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসে বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতি।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে কয়েকজন দুষ্কৃতী এনটিএস মোড়ের ব্যবসায়ীদের ওপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার করছে। ব্যবসায়ীরা বিরক্ত হয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন।' এই একই ঘটনার প্রতিবাদে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ শিলিগুড়ি থানায় একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে।

মারধর

চোপড়া, ৯ মে : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শহর বানুর স্বামী হামিদুল রহমানকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর হাসখাড়ি এলাকায়। এর পিছনে জমি সংক্রান্ত পুরোনো বিবাদ রয়েছে বলে সূত্রের খবর। জখম হামিদুলকে সেই রাতেই দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জমি সংক্রান্ত পুরোনো বিবাদের জেরে রাতে উত্তেজনা ছড়ায়। আক্রান্ত হামিদুলের পরিবারের দাবি, জমির সমস্যা তখন মিটলেও অভিযুক্তরা পরে পরিকল্পিতভাবে তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছেন। তদন্ত চলছে।

স্কুল ভিত্তিক ফলাফল মাধ্যমিক

■ মাটিকুন্ডা হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ৩২৪
উত্তীর্ণ : ১৭৮
সর্বোচ্চ : রণদেব দেবনাথ (৫০১)

■ জগতাগাঁও হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ৩১৩
উত্তীর্ণ : ২২৪
সর্বোচ্চ : রত্না সিনহা (৫৯৪)

■ দাড়িভিট হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ২২৬
উত্তীর্ণ : ১০১
সর্বোচ্চ : শুভজিৎ বিশ্বাস (৬০০)

■ পাছুরসিয়া হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ২২৩
উত্তীর্ণ : ১৫৯
সর্বোচ্চ : সানিয়া মির্জা (৫২৯)

■ ভদ্রকালী হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ৩৭৩
উত্তীর্ণ : ১০৯
সর্বোচ্চ : নেহা সিংহ (৩৬০)

■ পাটাগোড়া হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ৩২৫
উত্তীর্ণ : ১৭২
সর্বোচ্চ : নাজ বেগম (৩৮৮)

■ কালানাগিন হাইস্কুল
মোট পরীক্ষার্থী : ৫৮
উত্তীর্ণ : ২৮
সর্বোচ্চ : পায়েল সিংহ (৪৪৮)

পথবাতি দাবি হাতিঘিসায়

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৯ মে : অন্ধকার এশিয়ান হাইওয়ে ও বাগানের রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে হাতিঘিসায়। নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের কিরণচন্দ্র এবং মেরিভিউ চা বাগান এলাকার ঘটনা। যেখানে সূর্য ডুবলেই অন্ধকারে ছেয়ে যায় গোটা এলাকা। রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন চা বাগান এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, এশিয়ান হাইওয়ের দু'ধারে উচ্চ বাতিস্তম্ভ থাকলেও জ্বলে না, পাশাপাশি অন্ধকার ডুবে থাকছে বাগানের রাস্তাও। এই অন্ধকারের সুযোগে এলাকায় বাড়ছে অসামাজিক কাজকর্ম। ওই এলাকায় পথবাতির দাবিতে সরব হয়েছেন বাসিন্দারা। হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ক্যাটরিন তামাং বলেন, 'এশিয়ান হাইওয়ের টু-তে পথবাতি আছে কিন্তু সেগুলি বিকল হয়ে রয়েছে। এটা সম্পূর্ণ এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের বিষয়। তবে মেরিভিউ এবং কিরণচন্দ্র চা বাগানের রাস্তায় পথবাতি বসানো নিয়ে আমি সভাধিপতির সঙ্গে আলোচনা করব।'

কয়েকদিন আগে, কিরণচন্দ্র চা বাগানে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠে। পাশাপাশি হাতির হানাতেও এই এলাকায় প্রাণ হারিয়েছেন অনেকেই। তাই দ্রুত পথবাতির দাবি

> চা বাগান এলাকায় একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু প্রশাসন শীতঘুমে রয়েছে। আমরা এইসব নির্জন এলাকায় পথবাতি বসানোর পাশাপাশি পুলিশ পিকেটিং বসানোর জন্য ইতিমধ্যে ডেপুটেশন দিয়েছি।
>
> **- তুফান মল্লিক**
> *সিপিএম নেতা*

তুলেছেন বাসিন্দারা।

তবে দলীয় পঞ্চায়েত প্রধানের বক্তব্যকে উড়িয়ে দিচ্ছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা যুবরাজ রাই। তাঁর কথায়, ওই দুই চা বাগান এলাকাতেই পথবাতির কোনও ব্যবস্থা নেই। হাতির হানায় মৃত্যু থেকে নাবালিকাকে গণধর্ষণ সবই চলছে অথচ আমাদের এলাকায় এই পথবাতি বসানো নিয়ে কোনও জনপ্রতিনিধির উদ্যোগ নেই। গত কয়েক বছরে যত আলোকসজ্জা করা হচ্ছে নকশালবাড়ির মতো বাজারকেন্দ্রিক এলাকায়।

সিপিএমের হাতিঘিসা এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান মল্লিকের কথায়, 'চা বাগান এলাকায় একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু প্রশাসন শীতঘুমে রয়েছে। আমরা এইসব নির্জন এলাকায় পথবাতি বসানোর পাশাপাশি পুলিশ পিকেটিং বসানোর জন্য ইতিমধ্যে ডেপুটেশন দিয়েছি।'

শিলিগুড়ি-বাগডোগরা থেকে অফিস, কলেজ সেরে এলাকায় ফেরেন বহু মানুষ। অন্ধকারে ডুবে থাকা চা বাগানের রাস্তায় নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত তাঁরা। এক কলেজ পড়ুয়া দীপা প্রধান বলেন, 'শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি কলেজে প্রতিদিন ক্লাসে যেতে হয়। ফিরতে রাত হয়ে যায়। বাস ফ্যাক্টরি মোড়ে নামিয়ে দেয়। বাড়ি তিন কিলোমিটার ভেতরে। এলাকাটি চারিদিকে চা বাগান ও জঙ্গলে ঘেরা। বাড়ির কোনও সদস্য না এলে অন্ধকার রাস্তায় হেঁটে যেতে ভয় হয়।'

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

☺ নৃত্য গোপাল ঘোষ ও রেণু ঘোষ : মা-বাবা তোমাদের ৪০তম বিবাহবার্ষিকীতে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও প্রণাম। তোমাদের ভালোবাসা এভাবেই সারাজীবন অটুট থাকুক। অর্ণব (পুত্র), টুম্পা (পুত্রবধূ), ঋতন্যা (নাতনি), শিলিগুড়ি।

☺ তপন কুমার পাইন (বাবা) ও প্রমীলা সাহা পাইন (মা) : আজ তোমাদের ৫০তম বিবাহবার্ষিকী। শুভ এই দিনে আমাদের প্রণাম নিও। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আগামী দিনগুলি এভাবেই ভালো থেকো সুস্থ থেকো। কন্যাত্রয় ও পরিবারবর্গ, গোসানী রোড, দিনহাটা, কোচবিহার।

শহরে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশিকা

শিলিগুড়ি, ৯ মে : 'অপারেশন সিঁদুর'-কে ঘিরে ভারতের সঙ্গে উত্তাপ বেড়েছে পাকিস্তানের। এই পরিস্থিতিতে শহর শিলিগুড়িতে যাতে কোনও নাশকতামূলক ঘটনা না ঘটে, সেটা সুনিশ্চিত করতে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে একাধিক নির্দেশিকা এসেছে। বৃহস্পতিবার রাতে এই বিষয়ে থানাগুলোর সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের ভিডিও কনফারেন্স হয়েছে। নির্দেশিকায় প্রতিটি থানা এলাকায় উড়ালপুল, রেলস্টেশন, বিমানবন্দর, তেল ডিপোর ওপর বিশেষ নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সূত্রকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সকলে যাতে প্রস্তুত থাকে, সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকাই দেওয়া হয়েছে। আমরা পুরোপুরি সতর্ক রয়েছি।'

'অপারেশন সিঁদুর' শুরু হওয়ার পর আঘাত-প্রত্যাঘাতের মধ্যে বারবার উঠে এসেছে চিকেন নেকের নিরাপত্তার প্রসঙ্গ। ইতিমধ্যে সীমান্ত এলাকাগুলোতে বিশেষভাবে নজরদারি শুরু করেছে বিএসএফ। এই পরিস্থিতিতে শহর শিলিগুড়ির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টাকেও বিশেষ নজরে রাখা হচ্ছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পুলিশ-প্রশাসনকে জমায়েত হওয়া এলাকাগুলোতে বিশেষ নজরদারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি হোটেলগুলোতে কারা আসছেন, কারা যাচ্ছেন, সেই দিকেও নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভাড়াটিয়ার তথ্য সংগ্রহের ওপরও বিশেষ জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

গত কয়েক মাসে একাধিক ঘটনায় ভাড়াটিয়ার তথ্য ও হোটেল বুকিংয়ের তথ্যে খামতির বিষয়টা সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ এবং প্রশাসন এই খামতি কীভাবে দূর করে, সেদিকেই তাকিয়ে বিভিন্ন মহল।

ফুলবাড়ি সীমান্তে কড়া নজরদারি বিএসএফের। ছবি : সূত্রধর

ছুটি বাতিল জওয়ানদের

ফুলবাড়ি সীমান্তে বাড়তি বাহিনী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ মে : ফুলবাড়িতেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়াল বিএসএফ। সীমান্তে এবং সংলগ্ন এলাকায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বাড়তি বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে। ভারত-পাক বর্তমান পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে যথারীতি ছুটি বাতিল করা হয়েছে বাহিনীতে। ছুটি বাতিলের নির্দেশ পেয়ে অনেকেই নিজ নিজ ফ্রন্টিয়ারে ফিরে এসেছেন।

অন্যদিকে, বিএসএফের রিপোর্ট অনুযায়ী বিজিবির দিক থেকেও তৎপরতা বেড়েছে। বিজিবিতেও কর্মী এবং আধিকারিকদের ছুটি বাতিল করে জরুরিভিত্তিতে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলিতে ভারত এবং বাংলাদেশ, উভয় তরফেই নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শুক্রবারও ফুলবাড়িতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চম্পদগছ, জুম্মাগছ সহ একাধিক এলাকায় বিএসএফের সশস্ত্রবাহিনী টহল দিয়েছে। যদিও বিএসএফের তরফে কোনও কর্তা বর্তমান পরিস্থিতি বা ব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

সময়ের সঙ্গে ভারত-পাক সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে। এমন পরিস্থিতির প্রভাব পড়ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তেও। রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিশেষ নজর দিয়েছে বিএসএফ।

নজর রয়েছে
- ফুলবাড়িতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি বাহিনী
- সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় টহল দিচ্ছে বিএসএফের সশস্ত্র বাহিনী
- বাংলাদেশ থেকে আগতদের ব্যাগপত্র দুই জায়গায় তল্লাশি করা হচ্ছে
- আগে এক জায়গাতেই তল্লাশি করা হত

পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে ফুলবাড়ি সীমান্তে নজরদারি দ্বিগুণ করা হয়েছে। এখানে সীমান্ত প্রহরায় জওয়ানদের কাছে ইনসাস রাইফেল, একে ৪৭, বেরেটা পিস্তল সহ অত্যাধুনিক অস্ত্র রয়েছে বলে বিএসএফ ফুলবাড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে।

অশান্তির আঁচ এখনও এই চত্বরে না পড়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঠিকমতোই চলছে। ভারত থেকে যথারীতি বোল্ডার যাচ্ছে বাংলাদেশে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ থেকে ভারতের জন্যে তুলা, কাপড় সহ একাধিক সামগ্রী আসছে। নেপালের জন্য প্রচুর পরিমাণে আলুও বাংলাদেশ থেকে ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে আসছে বলে ফুলবাড়ি কাস্টমস সূত্রে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, ভুটান থেকেও বোল্ডার বাংলাদেশে যাচ্ছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ওপার বাংলা থেকে আসা ব্যক্তিদের ব্যাগপত্র দুই জায়গায় তল্লাশি করা হচ্ছে। আগে এক জায়গাতেই এই তল্লাশি চলত। নিরাপত্তার খাতিরে দু'দফায় তল্লাশি চলছে বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত বিএসএফ আধিকারিকরা। এখনও প্রতিদিন গড়ে ১০ থেকে ১২ জন বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসা ভিসায় ভারতে আসছে বলে জানা গিয়েছে।

খড়িবাড়িতে ধৃত তিব্বতি নাগরিক

চোরাপথে নেপালে অনুপ্রবেশের চেষ্টা

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৯ মে : ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল উন্মুক্ত সীমান্তে চলছে কঠোর নজরদারি। এর মধ্যে অবৈধভাবে চোরাপথে নেপালে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল এক তিব্বতের নাগরিককে। বুধবার বিহারের রকসৌল সীমান্তে চার চিনা নাগরিক গ্রেপ্তারের পর বৃহস্পতিবার তিব্বতি নাগরিক গ্রেপ্তারের ঘটনায় আরও সতর্ক হয়েছে এসএসবি।

খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, এদিন দুপুরে অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ভারত-নেপাল সীমান্তে মোতায়েন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খড়িবাড়ির ডাঙ্গুজোতের সীমান্তে টহলদারির সময় জওয়ানরা ধৃতকে দেখে আটক করেন। সে অবৈধভাবে চোরাপথে মেচি নদী দিয়ে ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তার কাছ থেকে ভারতীয় আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বাজেয়াপ্ত হয়। এছাড়া, বিমানের টিকিট, দুটি এটিএম কার্ড সহ বেশ কয়েকটি নথি উদ্ধার করে এসএসবি।

কিন্তু নেপালে প্রবেশের জন্য তিব্বতি নাগরিকদের যে এগজিট পারমিট প্রয়োজন তা লহ্নদুপ দিচেনের কাছে ছিল না। কেন সে চোরাপথে নেপালে ঢুকতে চাইছিল, তারও সদুত্তর সে দিতে পারেনি। ভাতগাঁও ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এসএসবি।

এসএসবি জানতে পারে, লহ্নদুপ ২০০০ সাল থেকে ভারতের উত্তরাখণ্ডের মুন্ডগোদের একটি বৌদ্ধমঠে বসবাস করছেন।

আদালতে আনা হয় ধৃত তিব্বতিকে। শুক্রবার।

অভিযোগ
- ডাঙ্গুজোতের সীমান্তে টহলদারির সময় জওয়ানরা এক তিব্বতি নাগরিককে দেখতে পান
- সে অবৈধভাবে চোরাপথে মেচি নদী দিয়ে ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার চেষ্টা করছিল
- ধৃতের থেকে বাজেয়াপ্ত হয় ভারতীয় আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড
- মেলে বিমানের টিকিট, দুটি এটিএম কার্ড সহ বেশ কয়েকটি নথিও

এসএসবির এক আধিকারিক জানান, উন্মুক্ত ভারত-নেপাল সীমান্ত দিয়ে নেপালে প্রবেশের জন্য তিব্বতিদের জন্য বিশেষ এগজিট পারমিট প্রয়োজন। কিন্তু অভিযুক্তের কাছে তা না পাওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, শুক্রবার থেকে পানিট্যাঙ্কির উন্মুক্ত সীমান্তে নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন এসএসবি জওয়ানদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইসঙ্গে ভারত-নেপাল উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় জারি হয়েছে লাল সর্তকতা। উন্মুক্ত এই সীমান্তের উভয় দেশের নাগরিকদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে বৈধ নথিপত্র ছাড়া প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ব্যাগ, মালপত্র স্ক্যান করা হচ্ছে। কাজে লাগানো হচ্ছে প্রশিক্ষিত স্নিফার ডগকে। কোনওভাবে কোনও বিদেশি শক্তি যাতে এই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে, তার জন্য সতর্ক সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি জওয়ানরা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করায় স্বাভাবিকভাবে সীমান্তের উভয় প্রান্তে যাত্রীবাহী গাড়ির লম্বা লাইন পড়েছে। তবে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কড়া নজরদারির জন্য এদেশের নাগরিকরা খুশি। স্থানীয় বাপি সিংহ, দীপক রায়, তিলক সিংহরা জওয়ানদের সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ক্যানসার আক্রান্ত অন্তঃসত্ত্বার সফল অস্ত্রোপচার

শিলিগুড়ি, ৯ মে : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সফল অস্ত্রোপচারে সুস্থ সন্তানের জন্ম দিলেন এক অন্তঃসত্ত্বা। রক্তের জটিল ক্যানসারে আক্রান্ত তিনি। প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসকদের চেষ্টায় ওই মহিলা এবং শিশু বর্তমানে পুরোপুরি সুস্থ বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। প্রসূতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ নীলরতন দাস এবং প্রথম বর্ষের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) সুস্মিতা ভট্টাচার্য জানান, ৪ মে জলপাইগুড়ি জেলার বলরামের ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা ওই মহিলা প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে মেডিকেলে আসেন। তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখা যায়, তিনি রক্তের ক্যানসারে আক্রান্ত। শারীরিক অবস্থাও খুব জটিল। এরপর প্রসূতি বিভাগের প্রধান, অ্যানাস্থিজিওলজির প্রধান সহ অন্যদের নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে ওই অন্তঃসত্ত্বার সিজার করা হয়। সিজারের পরবর্তীতে এখনও বড় কোনও সমস্যা হয়নি। মা এবং সন্তান দুজনই সুস্থ রয়েছে। শীঘ্রই ছুটি দেওয়া হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

রাস্তা বেহাল, বাড়ছে দুর্ভোগ

চাকুলিয়া, ৯ মে : পাকা রাস্তা তৈরির ৬ মাসের মধ্যে তার হাল বেহাল। কালো পিচের চাদর উঠতে শুরু করেছে। চাকুলিয়ার ভুঁইধর থেকে রামকৃষ্ণপুর যাওয়ার তিন কিলোমিটার রাস্তা এখন চলাচলের অযোগ্য। চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম বললেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব।' স্থানীয় কংগ্রেস নেতা মুক্তার আলমের অভিযোগ, 'কোনও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে রাস্তাটি পিচের করা হয়েছে। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করেছে ঠিকাদার সংস্থা।' এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, রাস্তার একাধিক জায়গায় পিচ উঠে যাওয়ার ফলে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে।

স্কুলে চুরি

খড়িবাড়ি, ৯ মে : গরমের ছুটি পড়ায় বন্ধ সমস্ত সরকারি স্কুল। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে খড়িবাড়ি গভর্নমেন্ট মডেল স্কুল থেকে ফ্যান, পাম্প সহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি করল দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সৌমিত্র সেনগুপ্ত খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ১

ইসলামপুর, ৯ মে : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গুঞ্জরিয়া বাজার এলাকায় ইসলামপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল। গাঁজা মজুত রাখার অভিযোগে পুলিশ বিভা মণ্ডল নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। তার ঘরে খাটের নীচ থেকে একটি বস্তা থেকে আনুমানিক ২১ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা মিলেছে। বিভা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তার দাবি, 'ওই বস্তা আমার বাড়িতে একজন রেখে গিয়েছিল। তার নাম না জানলেও চিনি।'

দুর্ঘটনায় জখম

শিলিগুড়ি, ৯ মে : শুক্রবার রাতে বর্ধমান রোডে পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি গুরুতর জখম হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি মোটরবাইক নৌকাঘাটের দিক থেকে বর্ধমান রোড ধরে এয়ারভিউ মোড়ের দিকে আসছিল। সেই সময় বাইকটি রাস্তার পাশ দিয়ে যাওয়া এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

মিষ্টিমুখ

শিলিগুড়ি ৯ মে : ভারতীয় সেনাকে সংহতি জানিয়ে শুক্রবার সকালে ফুলবাড়িতে পথচলতি মানুষকে দেদারে মিষ্টিমুখ করানো হল। এদিন সকালে স্থানীয় ব্যাটালিয়ন মোড়ে বেশকিছু মানুষ রীতিমতো একাধিক বৃহৎ পাত্রে মিষ্টি কিনে এনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যান। এরপর সেসব পাত্র টেবিলে রেখে পথচলতি মানুষকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। বহু মানুষকে হাসিমুখে মিষ্টি খাওয়াতে দেখা যায় আয়োজকদের।

বাইকে তুলে টাকা ছিনতাই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ মে : সোমবার দুপুরে বাস না পেয়ে শিলিগুড়ির জংশন এলাকায় এক যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে বসেছিলেন আইন কলেজের এক ছাত্র। হঠাৎই এক তরুণ বাইকে এসে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ওঠার পরেই চালক বাইকের মুখ ঘুরিয়ে প্রধাননগরের শুনসান একটি গলিতে নিয়ে যায়। সেখানে ওই ছাত্রের পকেটে থাকা প্রায় ৯০০ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এরপর স্থানীয় একটি দোকানে নিয়ে গিয়ে ইউপিআই-এ ৯০০০ টাকা ট্র্যানজ্যাকশন করানো হয় ওই পড়ুয়াকে দিয়ে। দোকানদারের থেকে নগদ ৯০০০ টাকা নিয়েও নেয় বাইকচালক। প্রশ্ন উঠছে, দোকানে যখন নিয়ে যাওয়া হল, তখন ওই পড়ুয়া চিৎকার করেননি কেন?

লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম পিন্টু সাহা। সে ঝংকার মোড় এলাকার বাসিন্দা। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, হায়দরপাড়ার এক ব্যক্তি দিনে ৭০০ টাকা হিসেবে বাইক ভাড়া দিয়ে থাকেন। সেই বাইক ভাড়া নিয়েই পিন্টু এমন ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছিল।

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'অচেনা কেউ লিফট দিতে চাইলে, বিবেচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নেবেন।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার দুপুরে জংশন এলাকায় রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকায় বাসগুলি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ওই সময় জংশন এলাকায় রাস্তার ধারের প্রতীক্ষালয়ে বসেছিলেন ওই পড়ুয়া। তাঁর অভিযোগ, অভিযুক্ত তাঁকে বলে দার্জিলিং মোড়ে নামিয়ে দেবে। কথার জালে ফেঁসে ফাঁদে পা দিয়ে দেন ওই ছাত্র। বাড়ি ফিরে রাতের দিকে তিনি বাবাকে বলার পর, বৃহস্পতিবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

> অচেনা কেউ লিফট দিতে চাইলে, বিবেচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নেবেন।
>
> **বাসুদেব সরকার** *আইসি, প্রধাননগর থানা*

পুলিশ তদন্তে নেমে সিসিটিভির সূত্র ধরে বাইকের নম্বর নিয়ে প্রথমে হায়দরপাড়ার বাইক ব্যবসায়ীর কাছে যায়। এরপর সেখান থেকে খোঁজ পেয়ে ওই তরুণকে পাকড়াও করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। যে দোকানে টাকা ইউপিআই ট্র্যানজ্যাকশন করে নগদ অর্থ নেওয়া হয়েছিল, সেই দোকানদারও কোনওভাবে জড়িত কি না, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

চলাচল বন্ধ হলদিবাড়ি রুটে

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৯ মে : আগামী এক মাসের জন্য জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রুটে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে। এই সময় বিকল্প রুট দিয়ে ওই পথে গাড়ি চলাচল করবে। জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রাজ্য সড়কের ধাপগঞ্জ এলাকার পাঙ্গা সেতু মেরামতির জন্য ওই রুটটি বন্ধ করা হচ্ছে। শুক্রবার বিকেল থেকে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে ওই সেতু দিয়ে জরুরি পরিষেবার গাড়ি ছাড়া বাকি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রুটের বেসরকারি বাস মণ্ডলঘাট এবং কাঠের সেতু কোণপাকড়ি বিকল্প রুটে যাতায়াত করবে। সরকারি বাস জলপাইগুড়ি থেকে ধাপগঞ্জ সেতুর আগে পর্যন্ত যাচ্ছে। আবার সেতুর অপর প্রান্তে পর্যন্ত হলদিবাড়ির দিক থেকে আসা সরকারি বাসগুলো আসছে। এই বাসের যাত্রীরা সেতুর অংশটুকু হেঁটে পার হয়ে আবার তারা দুই প্রান্তে থাকা বাসগুলোতে করে নিজের গন্তব্যে যাচ্ছেন।

ধাপগঞ্জ এলাকার এই পাঙ্গা সেতুতে যানবাহন চলাচল বন্ধ করা হয়েছে।

জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'ধাপগঞ্জ এলাকার সেতুটি মেরামতির জন্য ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। কেবলমাত্র জরুরি পরিষেবার গাড়ির যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাকি গাড়ির জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রাজ্য সড়কের ধাপগঞ্জ এলাকার পাঙ্গা সেতুটি এই রুটে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে সেতুটি বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। পূর্ত দপ্তরের অধীনে থাকা সেতুটি সংস্কার করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিল। বর্ষার আগেই সেতুটির সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করতে চায় পূর্ত দপ্তর। সেতুর কী সংস্কার হবে, কতদিন সময় লাগতে পারে, সেই সময় ওই রুটের বিকল্প কী হবে তা নিয়ে আগেই বৈঠক করেছিল জেলা প্রশাসন। সেই মতো উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জলপাইগুড়ি ডিপো এবং বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলোকেও সেতু বন্ধ রাখার বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিন বিকেল থেকেই ওই সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বৈঠক সূত্রে জানা গিয়েছে, কেবল জরুরি পরিষেবার গাড়ি এবং মোটরবাইক নিয়ে যাতায়াতের অনুমতি রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জলপাইগুড়ি ডিপো ইনচার্জ নীহারকান্তি নাথের কথায়, 'জলপাইগুড়ির দিক থেকে যাওয়া বাসগুলো সেতুর এক প্রান্ত পর্যন্ত যাবে। সেতুর অপর প্রান্তে হলদিবাড়ির দিক থেকে আসা বাসগুলো দাঁড়িয়ে থাকবে। যাত্রীরা বাস থেকে নেমে হেঁটে আবার বাসে উঠতে পারবেন।'

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে দশ মনীষীর গ্যালারির উদ্বোধন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৯ মে : মংপুর রবীন্দ্র ভবনে কবিগুরুর ১৬৪তম জন্মজয়ন্তী পালন করল রবীন্দ্রস্মৃতি শ্রমিককল্যাণ কেন্দ্র ও তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তর। দিনভর চলল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) রাম তামাং প্রমুখ। কলকাতার পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পীরাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন সুদেষ্ণা সান্যাল রুদ্র ও সুনীতা ঝা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল। বাঘা যতীন পার্কে কবিগুরুর আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করেন মেয়র গৌতম দেব।

মনীষীদের মূর্তি নিয়ে কয়েক মাস আগে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল সূর্য সেন পার্কে। পুরনিগমের তরফে পার্কের অন্য জায়গায় সেই মূর্তিগুলো পুনঃস্থাপন করা হল। বাংলার নবজাগরণের দশ পথিকৃতের আবক্ষমূর্তি সমন্বিত গ্যালারি 'নবজাগরণ বীথি'-এর উদ্বোধন করলেন মেয়র। পার্কে সৌন্দর্যায়নের জন্য ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা খরচ করে ব্রিজ সহ একটি ছোট পুকুর ও খরগোশ উদ্যানের উদ্বোধন করা হল। গৌতম বলেন, 'পার্কে ঘুরতে আসা মানুষ মনীষীদের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন। পাশাপাশি পার্কটিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।'

পুরনিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি সুভাষপল্লি বাজারে রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ক্লাব ভবনে প্রকাশ করা হয় দেওয়াল পত্রিকা 'সূর্যশিখা'। ওই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সক্ষম টেবিল টেনিস খেলোয়ার শুভেচ্ছা রায় ও নৃত্যশিল্পী শ্রেয়া বসুকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল।

বসুন্ধরায় কবিগুরু স্মরণ। ছবি : সূত্রধর

গরমের ছুটি পড়ে যাওয়ায় শহরের সরকারি স্কুলগুলি বন্ধ। তাই বিভিন্ন স্কুল অনলাইনেই রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করেছে। শিলিগুড়ির বাংলা গান উৎসব কমিটি নিবেদিতা রোডে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে। এছাড়া ২৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি ও শক্তিসোপান ক্লাবের উদ্যোগে কবিগুরুর আবক্ষমূর্তি উন্মোচন করা হয়। শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনীতে মণ্ডপ এবং ভবনে দেওয়াল চিত্র অঙ্কন করা হয়। সেইসঙ্গে আয়োজিত হয় রবীন্দ্র কবিতা ও সংগীতানুষ্ঠান।

এদিন চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেও কচিকাঁচাদের নিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। শিশুদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসঙ্গিক ভাবনা তুলে ধরতে এদিনের আয়োজন। অন্যদিকে, ইসলামপুর শহরে শুক্রবার সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সকালে পুরসভার পক্ষ থেকে রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভদীপ দাস বলেন, 'সন্ধ্যায় মুক্তমঞ্চে আমাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।'

বাগডোগরা ইউথ ক্লাবের তরফে এদিন সকালে শোভাযাত্রা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। আপার বাগডোগরায় বাসিন্দা প্রবীর মুন্সির বাড়িতে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বৈঠকি আড্ডায় সংগীত পরিবেশন করেন বন্দনা সাহা, মুনমুন দেব, শর্মিষ্ঠা দাস প্রমুখ। একফালি জানালা'র তরফ থেকে ঠিকনিকাটা জুনিয়ার হাইস্কুলে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গবেষক তথা কবি অমলকান্তি রায়, প্রাবন্ধিক অশেষকুমার দাস সহ অন্যরা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তরফে প্রভাতফেরির পাশাপাশি রবীন্দ্র ভানু মঞ্চে এবং বাংলা বিভাগের সেমিনার হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। পড়ুয়া ও গবেষকরা গান, নাচ, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য ও 'হৈমন্তী' দৃশ্যনাটক পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রধান নিখিলচন্দ্র রায়, কলা বিভাগের অনুষদ মহেন্দ্রনাথ রায় সহ বাংলা বিভাগের অন্য অধ্যাপকরা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা শেওরাজিৎ কুজুর - কে 16.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 95G 29772 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে আমার এবং আমার পরিবারের জন্য অনেক কিছু পূরণ করার আছে কিন্তু আমি কখনই সেই সবের জন্য পর্যাপ্ত আয় করার সঠিক উপায় খুঁজে পাইনি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাকে এক কোটি টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেছে এবং এখন সে সকল ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব, এর জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৪৯ সংখ্যা, শনিবার, ২৬ বৈশাখ ১৪৩২

নজর থাকুক পূর্বেও

ভারত ও পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে আকাশ ও স্থলপথে সংঘাত অচিরে থেমে যাওয়ার লক্ষণ কম। ভারতের দাবি, উসকানি তো দিচ্ছে পাকিস্তান। পহলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ঠান্ডা মাথায় খুন করে যে উসকানির সূচনা করেছিল ইসলামাবাদ। ভারত শুধু উসকানির জবাব দিচ্ছে। দুটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের এই সংঘাতের আঁচ কমাতে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘ বার্তা দিয়েছে। কিন্তু তাতে ইসলামাবাদ কর্ণপাত করেনি। উলটে পাকিস্তানি সেনা, আইএসআই, শাহবাজ শরিফের সরকার নিজেদের ঠুনকো অহংয়ে ভারতের পায়ে পা দিয়ে সংঘাত পরিস্থিতি চরমে নিয়ে যাচ্ছে।

দেশের পশ্চিম প্রান্তে যুদ্ধের দামামার মধ্যে উদ্বেগের মেঘ তৈরি হচ্ছে ভারতের পূর্ব প্রান্তে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশকে নিয়ে। গতবছর অগাস্টে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রভাব বেড়েছে পাকিস্তানপন্থী জামাত বাহিনীর। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে পাকিস্তান প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনস্বীকার্য অবদান, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে এখন বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ভুলিয়ে দিতে সচেষ্ট। বাঙালি জাতীয়তাবোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলে বাংলাদেশে ক্রমশ জাল ছড়াচ্ছে উগ্র, ধর্মান্ধ মৌলবাদী চিন্তাধারা। যার প্রধান বিষয়ই হল ভারত বিদ্বেষ।

পহলগামে জঙ্গি হামলাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক সংঘাতের মধ্যে বাংলাদেশের একাংশ ইসলামাবাদের পাশে দাঁড়িয়ে ভারত বিরোধিতার অস্ত্রে শান দিচ্ছে। অথচ পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ বরাবর ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। শেখ হাসিনার আমলে ভারতের বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে আচরণ করে গিয়েছে বাংলাদেশ। যা সেখানকার পাকিস্তানপন্থীদের কখনও পছন্দ ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সামনে রেখে বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতবিরোধী শক্তিগুলিকে উৎখাত করেছিলেন হাসিনা। কিন্তু পালাবদল হতেই সেই শক্তিগুলি ফের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। একদিকে লাগাতার হিন্দু নিপীড়ন, অন্যদিকে ভারত বিরোধিতার তাসে পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে চাইছে বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী দলগুলি। হাসিনা আমলে জেলবন্দি জঙ্গি নেতাদের মুক্তি দিয়েছে ইউনূস সরকার।

আইএসআইয়ের গুপ্তমন্ত্রে ভারতবিদ্বেষের বিষবৃক্ষে ক্রমাগত জল, সার ছড়ানো হচ্ছে বাংলাদেশে। হামাস এবং আইএসআই গাঁটছড়া বেঁধে বাংলাদেশকে জঙ্গিদের নতুন চারণভূমি গড়ে তুলছে। যা ভারতের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। যুদ্ধজিগির তুললেও বাংলাদেশ ভালোভাবে জানে, ভারতের সঙ্গে তারা পেরে উঠবে না। ভারতের সঙ্গে সংঘাতের রাস্তায় হাঁটার সাহস এবং সামর্থ্য, কোনওটাই বাংলাদেশের নেই।

কিন্তু সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় পাকিস্তান হাসিনার অনুপস্থিতিতে তৎপরতা বাড়ানোয় ভারতবিরোধী শক্তিগুলির নতুন আস্তানা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত থাকায় এবং যার অনেকখানি অংশ এখনও অরক্ষিত থাকায় পূর্ব প্রান্তের এই পড়শি দেশকে নিয়ে ভারতের মাথাব্যথার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থীদের নজরে সবসময়ই থাকে শিলিগুড়ির কাছে চিকেন নেক।

নজর যে ত্রিপুরার দিকেও থাকে, চিনে গিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে নিয়ে ইউনূসের উসকানিমূলক মন্তব্যে বাংলাদেশের অভিপ্রায় বুঝতে অসুবিধা হয় না। চিন-পাকিস্তান-বাংলাদেশ অক্ষ ভারতের কাছে কখনও স্বস্তিদায়ক নয়। ভারতকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলার লক্ষ্য চিনের নতুন নয়। পাকিস্তান আগেই সেই লক্ষ্যপূরণের শরিক হয়েছিল। এবার বাংলাদেশও শামিল হতে শুরু করেছে।

উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের মতো দেশের পূর্ব প্রান্তেও তাই নজরদারি বাড়াচ্ছে ভারত। পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্ত রাজ্য সরকারকে সঙ্গে নিয়ে তাই কেন্দ্রের উচিত, দেশের পূর্ব সীমাকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা। এই কাজে সামান্য ঢিলেমিও ভারতের সুরক্ষাব্যবস্থায় আঁচ ফেলতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতির অভিমুখ এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে।

অমৃতধারা

মা আছেন, আর তাঁকে ডাকলে পাওয়া যায়, এই দুটি কথা বিশ্বাস করতে পারলেই হয়। তিনি অনন্ত শক্তিস্বরূপিণী নিরাকার হলেও ভক্তের মনোময়ী মূর্তিতে আসেন। সবাইকে তিনি সমান কৃপা করেন, তবে আধারভেদে সেই কৃপা বিভিন্ন লক্ষিত হয়। যেমন শুকনা কাঠে আগুন দেওয়া মাত্র জ্বলে ওঠে, তেমনি সত্ত্বশুদ্ধ ভক্তের ভিতরে মা সহজেই জাগ্রত হন। ভিজে কাঠে আগুন দিলে ক্রমে তার রস মরে গেলে তবে আগুন ধরে। বিশ্বাস করতে পারলে একদিন অবশ্য মায়ের কৃপা উপলব্ধ হবে, মায়ের কৃপা হলেই মা'কে পাওয়া যায়। নইলে সাধন-ভজন, রূপ ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা কি অনন্ত শক্তিকে বশ করা যায়? জোনাকি কখনও সূর্য প্রকাশ করতে পারে?

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

মানচিত্র পালটেই চলিস রে কেন তিস্তা!

বর্ষা নামলে হয়তো বদলাবে ছবি। তবে আজ তিস্তায় সিকিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্ময়। শীর্ণকায়া, বালুর চর বহু জায়গায়।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

সেবকের করোনেশন ব্রিজ থেকে রংপোর অটল সেতু- ৫৪ কিলোমিটার তিস্তার হাত ধরে যাচ্ছেন হয়তো। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার মতো দৃশ্যপট তৈরি হয়ে যায়, যেখানে তাঁর যেতে যেতে নদীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

'পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা/ পরনে উড়ু উড়ু ঢেউয়ের/ নীল ঘাগরা।'

তিস্তাও ওভাবে ঘুঙুরের শব্দ তোলে। শুধু নীল নয়, তার ঘাগরার রং মেটে। যুদ্ধ হাওয়ায় গুজবের যুদ্ধ ভুলতে ওই পরিক্রমা। মাঝে টুকরো টুকরো চিত্রপট মাথায় গেঁথে যায়। ২০২৩ সালের অক্টোবরের চিহ্ন এখনও পারিপার্শ্বিকতায় জেগে। গেলখোলার কাছে কিছু বাড়ির শুধু ছাদটুকু দেখা যাচ্ছে বালুর তলায়। ত্রিবেণিতে ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে জনশূন্য ভাঙা বহুতল- সেখানে রঙ্গিতের জল সবুজ, তিস্তার জলের রং মাটির।

মল্লির যে সেতুর ওপারে সিকিম, তার গা ঘেঁষে নদীর ধারে ছোট স্টেডিয়াম। এখানেই হয়তো বাইচুং, নির্মল ছেত্রী বা সঞ্জু প্রধানের মতো অনেক তারকা নিয়মিত খেলেছেন। স্টেডিয়াম আমাদের বাংলার ছোট শহরগুলোর মতো আধাখ্যাঁচড়া হয়ে পড়ে নেই। অনেক গোছানো। হলে কী হবে, ওই অক্টোবরের কালরাতের পরে পরিত্যক্ত। বালু আজও জমে নদীর ছোবলে। তিস্তা সেখানেও দুঃখী নারীর মতো দাঁড়িয়ে। দু'দিকেই অনেকটা বালুচর উঁকি দেয় বিহারের গঙ্গা, উত্তরপ্রদেশের যমুনা, দক্ষিণবঙ্গের অজয়ের মতো।

সামান্য আগে দেখে এসেছি, ত্রিবেণিতে শীর্ণ রঙ্গিতের সঙ্গে মিশছে তিস্তা। বর্ণহীন, শব্দহীন নদীসংগম। ওখানে একদা গিজগিজ করত মানুষ। এখন শূন্যতা, শূন্যতা এবং শূন্যতা। সবচেয়ে বড় বাড়িটা ভগ্নস্তূপ। কিছু নেই চারপাশে। তিস্তাবাজার থেকে ওখানে যাওয়ার পাথরের পথ একদা ঝিঁঝিপোকায় সরগরম ছিল। এতদিন পরেও উধাও। ওদিকে এখনও যেতে পারে না কেউ। লোককে যেতে হবে তিস্তা পেরিয়ে।

র‍্যাফটিং নিয়ে যাঁরা বাণিজ্য করতেন, তাঁরা করবেন কী? চুপ করে তো আর বসে থাকবেন না। এখন মল্লির আগে এবং পরে দুটো জায়গায় আবার জমজমাট র‍্যাফটিং ব্যবসা। প্রথম জায়গাটিতে কার্যত মেলা বসে গিয়েছে জাতীয় সড়কের ধারে, আবার রমরমা। তিস্তাবাজার ব্রিজের পর থেকেই এদের উপস্থিতি বোঝা যাবে। বড় গাড়ির মাথায় বোট লাগানো, সব দাঁড়িয়ে। সেখান থেকেই আগ্রহীদের তুলে নেওয়া হচ্ছে।

দুই অ্যাডভেঞ্চার স্পটে দাঁড়িয়ে যা বুঝলাম, এখনও অবৈজ্ঞানিকভাবে চলছে সব। সতর্কতা খুব কম। আবার বড় দুর্ঘটনা হলে রাজ্য সরকারের ঘুম ভাঙবে, নইলে চলছে চলছে চলবেই। ত্রিবেণি মাহাত্ম্য এখানে পাওয়া কঠিন। নদীর সেই বৈচিত্র্যও নেই সেখানে। জাতীয় সড়ক এখন কেন্দ্রের হাতে। ভালো করে সাজানো হচ্ছে। তারপর এই দুটো জায়গা কী দাঁড়ায়, সেটাই প্রশ্ন।

কালিঝোরা, লোহাপুল, রম্বি, গেলখেলো, ২৯ মাইল, তিস্তাবাজার, মল্লি, রংপো- ছোট ছোট সব জায়গায় রাস্তার দু'ধারে অনেক বড় বড় বাড়ি, হোটেল। এরা ছাড়পত্র পায় কীভাবে, এগুলোর ভবিষ্যৎ কী? ২৯ মাইলের পরিস্থিতি অবশ্য বদলেছে ভয়ংকরী তিস্তার হানার পর। অনেক জায়গাতেই হোটেলগুলো টিমটিমে, আগের ভিড় নেই।

এসব কথা নয় থাক। দেখতে এসেছি সেবক থেকে রংপো সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তা পালটে গিয়েছে কীভাবে। রংপোর আগে টুমলাং ব্রিজ পেরিয়ে সুখিয়াখোলার দিকে যাচ্ছি। সেখানে দু'তিনটি হোটেল নদীর ধারে। তার ঠিক পিছনে শীর্ণ তিস্তার ওপারে উঁচু হয়ে রয়েছে বালির স্তূপ। অনেকটা বড়, টিলার মতো। তার ওপরে পতাকা দিয়ে সাজিয়ে বড় কিছু একটা হবে। স্থানীয় মানুষ বলতে পারেন না, কী হবে ওখানে। খেলা, না পিকনিক?

বাঁক তো তিস্তা নিয়েই থাকে, একেবারে সেবক থেকেই নিয়ে চলেছে নিজস্ব স্বর্গীয় নিয়মে। তবে সুখিয়াখোলার এখানে বাঁকটা অনেকটাই বড়। একটু এগোলে সিকিমের জনমানবশূন্য পাহাড় থেকে বিশাল ঝরনাধারার ইঙ্গিত। বৃষ্টি চলছে তখন। তবু সেই ঝরনাধারা শুকনো, খটখটে। তিস্তার জলধারা ছোট। পাথর এবং বালুর মধ্যে আটকে। সেই গর্জন নেই।

ওহ হ্যাঁ, বলাই হয়নি। একটি অত্যাশ্চর্য, স্বপ্নের দৃশ্য দেখে এসেছি তিস্তাবাজারে, পুরোনো ভাঙা পুল ঘেঁষে। কার্যত মাঝতিস্তায় ক্রিকেট খেলছে পাঁচ কিশোর। মাঝখানে জেগে ওঠা ছোট চরের ওপর। সম্ভবত অনেকের বাড়ির পুরোটাই ভেঙে এসেছিল নদীগর্ভে। এখন জেগে উঠেছে কিছুটা। ওপরের সামান্য অংশ ক্রিকেট পিচের মতো। সেখানেই খেলা চলছে। কিছুটা জলধারা হেঁটে পেরিয়ে ওখানে এসেছে তারা। একজন ফিল্ডিং করছে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

ওই পঞ্চপাণ্ডবের নাম অনায়াসে হতে পারত শচীন-রাহুল-সৌরভ-বীরেন্দ্র-লক্ষ্মণ। জানি, তা সম্ভব নয়। পাহাড়ের মাঠে প্রচুর ছেলেমেয়েকে ফুটবল খেলতে দেখেছি সকাল থেকে সন্ধে। তাদের বিজ্ঞানসম্মত ট্রেনিং দিয়ে তুলে আনার চেষ্টা তো হয়নি। তিস্তাবাজারের ওই কিশোর ক্রিকেটাররাও জলস্রোতের মতো হারিয়ে যাবে জনস্রোতে।

তিস্তা এই সময়ে আরও কত পালটাবে, আরও কত পালটাবে তিস্তা? বছরের এই সময়টা পাহাড় অনেকটা রুক্ষ। সবুজ গাছপালা কম। দূর থেকে অতি সহজে বোঝা যায়, কত দূরে, কত ঘুরে কত উপরে উঠতে হবে। একবার মারাত্মক খাদে, বহু নীচে। একবার হাতের কাছে, পাশাপাশি। অথচ এখন স্পষ্ট বোঝা যায়, কীভাবে মাঝে মাঝেই তিস্তার মাঝে চর জেগে উঠেছে। পাহাড়ে তিস্তাবাজার থেকে গেলখোলা পর্যন্ত তিস্তায় ভালো জল এখনও। সেই পুরোনো স্রোত, সেই পুরোনো ভয়ংকর চোরা টান। তবু সেখানেও তো এত চর, এত বালু, এত পাথর, এত ধ্বংসস্তূপ। পুরোনো মানচিত্র ভাবলে বোকা বনতে হবে।

স্থানীয় লোকজন সর্বত্র আগের আতঙ্ক থেকে বলছেন, বৃষ্টি এলে ছবি বদলাবে। পাশাপাশি এটাও বলছেন, তিন বছর আগেও এই মে মাসে অনেক বেশি জল, অনেক বেশি গভীরতা ছিল। তা হলে কি নিখিলেশকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা লেখার স্টাইলে তিস্তা বলে দিতে পারে মানুষকে—'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি, তুই এসে দেখে যা মানুষ/ এই কি নদীজন্ম... মানুষ, আমি এই- রকম ভাবে বেঁচে আছি, তোর সঙ্গে/ জীবন বদল করে কোনও লাভ হল না আমার- এ কি নদীর তরঙ্গে/ ছেলেবেলার মতো ডুবসাঁতার?'

সীমান্ত শহর রংপো পর্যন্ত হাত ধরাধরি করে যাওয়ার পর এবার তিস্তার হাতছাড়ার পালা। কালিম্পং জেলা পুলিশের শেষ ট্রাফিক গার্ডের ছবির মতো ছোট বাড়ির সামনে দেখা বাংলা ও সিকিমের কয়েকজন তরুণের সঙ্গে। সবার এক কথা, শৈশবের তিস্তার সঙ্গে আজকের তিস্তার মিল নেই কোনও। দু'বছর আগের সেই ভয়ংকর দিনের আগে থেকে তিস্তার মেজাজ ও মানচিত্র পালটে গিয়েছে।

সিকিমের তরুণদল ফিরে যাবেন নতুন অটল সেতু দিয়ে। নীচ দিয়ে যাচ্ছে রংপো নদী। তিস্তা-রঙ্গিতের পর সিকিমের তৃতীয় বৃহত্তম নদী। বাংলা-সিকিম সীমানা ভাগের আর এক কারিগর। সিকিমের দিকে বাড়িঘর বহুতল, সাজানো। বাংলার দিকে ততটাই অগোছালো। রংপো নদীটি শীর্ণ। দু'দিকে অনেকটাই চর পড়ে গিয়েছে, ঘাস উঠে গিয়েছে অনেক জায়গায়। বাংলার প্রান্তে গোরু পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সিকিমিজ তরুণ রাজু হাঁটতে হাঁটতে অটল ব্রিজের মাঝপথে দাঁড়িয়ে বলল, 'রংপোর এই অবস্থা ছিল না আগে। জল নেই। তিস্তায় আর কত জল যাবে?' এক জাতীয় কথা শুনিয়েছিল ড্রাইভার চেতন, জোরথাং শহর ঘেঁষে চলা রঙ্গিত নদী দেখিয়ে। 'আগের রঙ্গিতের তুলনায় এই রঙ্গিত সম্পূর্ণ ছায়া। তিস্তাকে কতটা জল দেবে?' বিশেষজ্ঞরা বলবেন, কত কিউসেক জল আগে থাকত তিস্তার। এখন কতটা কমেছে। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ওই কিউসেকের বাইরে গিয়ে চোখের জলই মাপে। রংপো থেকে তিস্তা যখন পুরোপুরি সিকিমের গভীরে ঢুকে পড়ল, তখনও কিন্তু সে বেশ রুগ্ন। আগের ঝংকার নেই।

পাহাড়ি তিস্তায় যে দুটো বাঁধ বাংলায়, তার মাঝে রিয়াং নদীটি মিশেছে তিস্তায়। সেই নদী কার্যত আরও মরা যেন। একটা বিস্তৃত অঞ্চল মাটি, পাথর, বালিতে ঢাকা। তিস্তা কীভাবে আরও গর্জনের শব্দ পাবে? আপনি শিলিগুড়ি থেকে সেবক আসার আগে একটু আগে ডানদিকে তাকান। গজলডোবার দিকে দৌড়ানো তিস্তার আসল বিস্তার দেখতে পাবেন। এখন গাছপালা কম একটা জায়গায়, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। বাগ্রাকোটের নতুন লুপ পুলে মোক্ষম জায়গা বাছলেও ইঙ্গিত পাবেন তিস্তার ভয়ংকরী রূপের। সেখানেও বালি, মাটিই বেশি। ওখানে আবার এশিয়ান হাইওয়েতে ব্রিজের প্রস্তুতি চলছে। সেই মানচিত্র বদলে যাওয়ার চিন্তা বারবার ভাবাবে আপনাকে। ভাবাবেই।

গজলডোবা, জলপাইগুড়ির দোমোহনি, হলদিবাড়ির জয়ী সেতুতে তিস্তার ওপরে দাঁড়ালে মানচিত্রের রূপান্তর ওইভাবে ভাবায়। চারপাশের পরিচিত মানুষরা অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝাতে থাকেন সাম্প্রতিক অতীতের তিস্তা আর বর্তমান তিস্তার পরিবর্তন।

সমতলের তিস্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, শিলিগুড়ির ছেলে রাজীব মিত্র। কথা হচ্ছিল রাজীবের সঙ্গে। তাঁদের পর্যবেক্ষণে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ উঁকি পাড়ে। এক, ক্রমে আরও পূর্বদিকে বইছে তিস্তা। ১৭৮৭ সাল নাগাদ যে তিস্তা গঙ্গার সঙ্গে মিশত, আজ সে সরে গিয়েছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গিনী হতে। দুই, ১৯৯৩ থেকে ২০২৩, এই তিরিশ বছরে তিস্তার পথবদল অত্যন্ত চোখে পড়ার মতো।

রংপোর ঝকঝকে নতুন ব্রিজে বাংলা ঢোকার সময় জাতীয় সড়কের সবুজ হোর্ডিংয়ে লেখা— কালিম্পং ৩৬ কিমি। সেবক ৫৪ কিমি। শিলিগুড়ি ৭৬ কিমি। আরও সেখানে লেখা— ওয়েলকাম টু ওয়েস্ট বেঙ্গল দ্য সুইটেস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া। ভারতের মধুরতম অংশ পশ্চিমবঙ্গে আপনাকে স্বাগত। পাশেই তিস্তা। কলকল ছলছল শব্দের তিস্তা।

সেখান থেকে আর একবার তরঙ্গ ওঠে মনের গভীরে। তিস্তা, তুই আরও পথ পালটাবি কী ভাবে, বলে দিয়ে যা!

আসুক গহন মেঘের ছায়া! আসুক বৃষ্টি! বসে আছি তার আশায়! দেখি তুই কত বদলাস!

আজ

১৯৮৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন লেখক প্রমথনাথ বিশী।

২০২২

সন্তুরবাদক শিবকুমার শর্মা প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

বিদেশ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, আমি ভারতে যে কোনও জায়গায় যেতে পারি। রাজস্থান-ওড়িশা-তামিলনাড়ু-কেরল যাচ্ছি। কেউ বাধা দেন না। আমার কি কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করে না? কিন্তু যাওয়ার পর কেউ কিছু করলে মুখ্যমন্ত্রী যদি হস্তক্ষেপ করেন, তাহলে কী হতে পারে, নিশ্চিত নই। তাই যাচ্ছি না।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

ভারত-পাক সীমান্তে ব্ল্যাক আউট চলছে। তা সত্ত্বেও এক দোকানে আলো জ্বলছিল। এক বয়স্ক লোক লাঠির ওপর ভর দিয়ে দোকানদারের দিকে তেড়ে যান। লাঠি উঁচিয়ে মারেন। নেটিজেনের মন্তব্য, 'হিংসাবাদী গান্ধিজি'। মধ্যরাতে উত্তেজনায় ভরপুর ছিল দেশ। তাই ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

রেললাইনের ধারে রিল বানাতে ব্যস্ত তরুণ। পাশ দিয়ে একটি এক্সপ্রেস ট্রেন যাচ্ছিল। দরজায় দাঁড়ানো এক যাত্রী সজোরে লাথি মারেন তরুণকে। হাত চেপে বসে পড়েন তিনি। কিছু বোঝার আগেই ট্রেনটি চলে যায়।

উত্তরের পাঁচালি

নাটকে নিবেদিত

ইতিহাসে কনিষ্কের মাথা নিয়ে গল্প আমরা অনেক পড়েছি। মথুরার কাছে এই কুষাণ সম্রাটের যে মূর্তি পাওয়া যায় তার মাথা ছিল না। তা নিয়েই পরবর্তীকালে নানা গল্প ছড়ায়। কিন্তু শিলিগুড়ির কনিষ্ককে নিয়ে গল্পকথার কোনও সুযোগ নেই। ওর পড়ায় যেমন, নাটকেও তেমনি মাথা আছে। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল থেকে এবার ভালোভাবেই মাধ্যমিকে পাশ করেছে কনিষ্ক। আর তার মাথার কাজ দেখিয়েছে নাটক লিখে, তা পরিচালনা করে এবং তাতে অভিনয় করে। প্রযোজনাটি ছিল শিলিগুড়ির সৃজনসেনার। নাটকের নাম 'একটি অসমাপ্ত রেখার গল্প'। কনিষ্ক মৈত্র এই দলেরই একজন সদস্য। এই দলের কর্ণধার প্রতিষ্ঠিত নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থপ্রতিম মিত্র তার নাট্যগুরু। মূলত তাঁর অনুপ্রেরণাতেই ভ্যানগগের জীবন নিয়ে একটি মৌলিক নাটক লিখে ফেলে সে। চিত্রশিল্পের ইতিহাসের কিংবদন্তি শিল্পী ভ্যানগগের আত্মহত্যার নেপথ্য কারণ এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে এই নাটকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ির বেশ কয়েক জায়গায় অভিনীত হয়েছে এই অঙ্গন নাটকটি। ইতিমধ্যে তা দর্শকদের মনোযোগও আকর্ষণ করেছে। কনিষ্ক এই নাটকে ভ্যানগগের ভূমিকায় অভিনয় করেছে, অন্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রে ছিল ভাস্কর দে ও দুই রিয়া সাহা— একজন ছিল সূত্রধর, আরেকজন চিত্রশিল্পী।

'একটি অসমাপ্ত রেখার গল্প' নাটকে কনিষ্ক মৈত্র।

–ছন্দা দে মাহাতো

আবৃত্তিতে প্রাণ

পলাশ দে।

পলাশ দে। উত্তরবঙ্গে বাচিকশিল্পের জগতে যেন এক নতুন অধ্যায়। আবৃত্তিকে এত সহজ ও সুন্দরভাবে ছোট ছোট শিশুদের মননে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে যেন এক অন্যতম কারিগর। না, শুধু ছোটই বা কেন, তার কবিতায়, উচ্চারণে বড়রাও যেন এক নতুন সৃজন জগতের সন্ধান পান। পেশা শিক্ষকতা হলেও কবিতার ভুবনে যেন তিনি সবসময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। যেন একটা জীবন শুধু কবিতার কাছেই সমর্পণ। বাংলার বিভিন্ন জেলাজুড়ে অজস্র মঞ্চ যেন তিনি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। শুধু স্থানীয়রাই নয়, বরং অন্তর্জালে দেশ-বিদেশের আট থেকে আশির প্রচুর মানুষ আবৃত্তির তালিম নিচ্ছেন এই তরুণ তুর্কির কাছে। তাঁর কবিতার উচ্চারণশৈলী, উত্থান আর পতনে যেন এক কাব্যিক আবহ নির্মাণ হয়। সেই নির্মাণে কবিদের লেখা কবিতা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেখানেই বুঝি সার্থক এই আবৃত্তিকার। আবৃত্তির পাশাপাশি মাঝে মাঝেই কবিতা লিখতে পছন্দ করেন পলাশ। নিজের অনুভবকে বন্দি করেন শব্দের ঝাঁপিতে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করতেও বেশ দক্ষ এই শিল্পী।

–সুশান্ত নন্দী

এখন মাস চিনিয়ে যায় বৈশাখীমেলাই

বাংলা মাসগুলো ভুলতে বসেছে বাঙালি। বাংলা তারিখ তো ভাবাই যায় না। সেখানে একটা ভালো দিক মেলার উপস্থিতি।

শাঁওলি দে

শেষ বৈশাখে বারবার একটা কথা মনে হয়। সময় এখন ব্যবসাকেন্দ্রিক, মানুষের চোখও তাই। বাঙালির সব রীতিনীতি ভুলে নির্দ্বিধায় আমরা নতুন নতুন আচার, সংস্কৃতি, প্রথা গ্রহণ করে নিচ্ছি। পাশ্চাত্যের অনুকরণ তো সেই কবে শুরু হয়েছিল, এখন সেসবও যেন ছাপিয়ে গিয়েছি আমরা।

এভাবেই একদিন নিজের মাতৃভাষাটাও ভুলে যাব, এ নিয়ে আজ আর কোনও দ্বিধা কাজ করে না। ঠিক যেমন করে ভুলে গিয়েছি ঋতুচক্রের আনাগোনার খবর। কখন কোন মাস আসে, আমাদের অনুষ্ঠান না হলে জানা কঠিন হয়ে যায়। অবশ্য নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ইংরেজির ব্যবহার আছে বলে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর আমাদের মনে থেকেই যায়! তবে এই মাসের খবর বাংলায় লিখতে কিংবা জানাতে হলেই আমাদের স্মৃতিশক্তি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই যেমন পয়লা বৈশাখের কয়েকদিন আগে থেকেই বাজারে চৈত্র সেলের হাঁকডাকে মনে পড়ে যায় বৈশাখ মাস আসছে। আবার মাসের প্রথম দিনের হালখাতা সেরে ফিরতে না ফিরতে ভুলেই যাই বৈশাখ মাসের কথা! স্মৃতিশক্তি বড্ড ক্ষণস্থায়ী এখন! শুধু পঁচিশে বৈশাখকে মনে রাখি।

আজকের শিশুরা 'বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল' এমন বাক্য দুলে দুলে পড়ে না আর। অনেকে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি জানে, সানডে স্কুল ছুটি জানে। রবিবার ছুটির দিন ওদের মনে থাকে না।

পুরোনো প্রথা, রীতিনীতি, সংস্কৃতি ভুলতে বসা বাঙালি এখন বৈশাখ মাসকে মনে রাখে বৈশাখীমেলার মাধ্যমে। গ্রাম থেকে শহর প্রায় সব জায়গাতেই এই সময় মেলা আসে দূরদূরান্ত থেকে। কাপড়, ফ্লেক্সের গেটের মাথায় বড় বড় হরফে লেখা থাকে বৈশাখীমেলা।

হরেকরকমের জিনিসপত্র, বাসনকোসন, খেলনা, কৃত্রিম বাহারি ফুল, নাগরদোলা সহ বিভিন্ন ধরনের বাচ্চাদের মনোগ্রাহী 'রাইড' আর নানা স্বাদের খাবারের দোকান। চিলচিৎকারে বাজছে চটুল হিন্দি গান। চাকা ঘুরিয়ে চলছে নম্বর মেলানোর খেলা। নির্দিষ্ট নম্বর মিললেই জুটে যাচ্ছে পছন্দের বাসন কিংবা খেলনা। কোথাও ছোট তাঁবু বানিয়ে দেখানো হচ্ছে সার্কাস। তবে আগের দিনের মতো সার্কাসের সেই আকর্ষণ আর নেই। বরং এর বদলে চটুল গানে ছেলেমেয়েরা নাচ দেখাতেই ব্যস্ত। যদিও সেসব অগ্রাহ্য করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তবে বৈশাখীমেলায় লোকের আনাগোনার অভাব নেই। ছেলেমেয়ের হাত ধরে বাবা-মায়েরা পৌঁছে যাচ্ছে মেলায়, প্রেমিক-প্রেমিকা পরিচিত চোখের আড়াল হতে খুঁজে নিচ্ছে মেলার মাঠ, ছেলেছোকরারা আড্ডা দিতে পুরোনো 'ঠেক' ছেড়ে চলে যাচ্ছে ওখানে, গান শোনাও হচ্ছে, খাওয়াও হচ্ছে, আড্ডাও বাদ যাচ্ছে না।

ছয় বছরের একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বৈশাখ মাস কোনটা? সে সপ্রতিভ উত্তর দিয়েছিল, যে মাসে ওই যে মেলাটা হয়, সেই মাসটা।

সত্যিই তাই! বৈশাখীমেলাই এখন বৈশাখ মাসের পরিচয় একা হাতে বহন করে চলেছে। তবে এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মাসজুড়ে চলা বৈশাখীমেলার ফাঁকফোকরে কখনও উঁকি মারে পঁচিশে বৈশাখের টুকটাক অনুষ্ঠান কিংবা ধর্মীয় একটা-দুটো পুজো। নয়তো কী-ই বা লাভ বাংলা মাসের নাম মনে রেখে?

প্রতিবছর ঘটা করে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করি, কিন্তু মাতৃভাষার যত্ন করি না তেমন। চিঠিপত্রে তারিখটা ইংরেজিতেই লেখা বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে, কোনওদিন কেউ নিজের নামের নীচে লেখে না, একুশ কিংবা বাইশ বৈশাখ, ১৪৩২। ঠিক যেমন করে রবি ঠাকুর লিখতেন!

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩৬

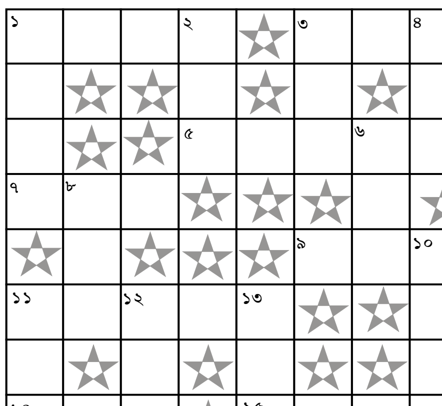

পাশাপাশি : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ৩। পবনপুত্র, হনুমান ৫। দৈহিক অমরতা লাভের যোগসাধনা ৭। শকজাতির শত্রু, রাজা বিক্রমাদিত্য ৯। প্রতিজ্ঞা, শপথ, দিব্যি ১১। ফরফর শব্দ করা, চঞ্চলতা, বাচালতা ১৪। মহাকাল বা শিবের পত্নী কালীদেবী, চণ্ডীদেবীর এক রূপ ১৫। স্বপক্ষের লোকজন, সাঙ্গোপাঙ্গ।

উপর-নীচ : ১। সদ্ভাব, সম্প্রীতি ২। বিশেষ সুবিধা, সুবর্ণসুযোগ ৩। বড় বাটির মতো মাটির পাত্র ৪। শাস্ত্রীয় নৃত্যের অঙ্গবিশেষ ৬। জোরে পড়ার শব্দ, হৃৎস্পন্দনের শব্দ ৮। শ্রেণি, দল, সারি, দেশবিশেষ ১০। গাছের সবচেয়ে উঁচু শাখা ১১। ফাঁকি, কূটপ্রশ্ন ১২। ঢিলা, শিথিল ১৩। শব্দ, ধ্বনি।

সমাধান ■ ৪১৩৫

পাশাপাশি : ১। ফক্কিকা ৩। রবি ৫। রদ্দি ৬। জ্ঞানত ৮। জহুরি ১০। মনিব ১২। গতাসু ১৪। মান ১৫। মল্ল ১৬। দরদ।

উপর-নীচ : ১। ফন্দিবাজ ২। কারবারি ৪। বিহান ৭। তক্র ৯। জগ ১০। মসনদ ১১। বরবাদ ১৩। তামাম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সীমান্তে ধৃত

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নদিয়ার ধানতলা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল ১৫ জন বাংলাদেশি। তল্লাশির সময় গ্রেপ্তার করে বিএসএফ।

ছিনতাই

কলকাতায় বৃহস্পতিবার রাতে একটি ট্যাক্সিতে যাত্রীর কাছ থেকে আড়াই কোটি টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ চালকের বিরুদ্ধে। ধৃত ৫ দুষ্কৃতী।

বন্দুক উদ্ধার

শুক্রবার কলকাতা বিমানবন্দরের কাছে একটি বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাড়ির মালিক সহ চারজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশি বিজ্ঞপ্তি

বিকাশ ভবনের সামনে বসে থাকা যোগ্য শিক্ষকদের উঠে যেতে বিজ্ঞপ্তি জারি করল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে এই সতর্কতা।

পদ্মের মডেল মুর্শিদাবাদ

শুভেন্দুর নিশানায় বাম ও অতিবামেরা

কলকাতা, ৯ মে : পহলগামের বদলা নিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিকাল স্ট্রাইক চাই। বলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আচমকাই নিশানা বদল। ২৬-এর বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের প্রশ্নে সিপিএম ও অতি বামদের বিরুদ্ধে এবার সার্জিকাল স্ট্রাইকের হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু। তোপ দেগেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। সুকান্ত-শুভেন্দুরাই আসল দেশদ্রোহী বলে পালটা তোপ দাগল সিপিএম।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পালটা হামলার জন্য দেশের সেনাবাহিনীর প্রশংসা করলেও সর্বদলীয় বৈঠকে না থেকে বিহার নির্বাচনের প্রচারে ব্যস্ত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করেছিল সিপিএম সহ বিরোধীরা। সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য দাবি করেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই হামলার আসল কারণ বিহার নির্বাচন থেকে ফায়দা তোলা। বিহার ভোট কেটে গেলেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই হামলা হামলা খেলাও ধীরে ধীরে কমে আসবে। সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করলেও যুদ্ধে নিরীহদের জীবনহানির প্রতিবাদে যুদ্ধ নয় শান্তি চাই এই স্লোগান তুলে কলকাতায় এদিন পথে নেমেছে আইসার মতো অতি বামপন্থী সংগঠনের ছাত্র-যুবরা। সমাজমাধ্যমেও যুদ্ধের বিরোধিতা করে সরব হতে দেখা গিয়েছে সিপিএমকে। আর তাতেই দেশভক্তি ও জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে সিপিএম ও অতি বামেদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে শুরু করল বিজেপি ও আরএসএস। এদিন বিধানসভার বাইরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, '৭ মে থেকে মুখ চুন হয়ে গিয়েছে। ইনসাফ মিছিলও পাবেন না, তেরঙা মিছিলেও পাবেন না ওদের। কিন্তু প্যালেস্টাইনে বোমা পড়লে ওরা পথে নেমে পড়ত। অতএব সার্জিকাল স্ট্রাইকটা যেমন ওখানে চলছে তেমনই ২৬-এ বেঙ্গলের ভিতরেও এই টুকড়ে টুকড়ে গ্যাংয়ের ওপর সার্জিকাল

> ৭ মে থেকে মুখ চুন হয়ে গিয়েছে। ইনসাফ মিছিলও পাবেন না, তেরঙা মিছিলেও পাবেন না ওদের। কিন্তু প্যালেস্টাইনে বোমা পড়লে ওরা পথে নেমে পড়ত। অতএব সার্জিকাল স্ট্রাইকটা যেমন ওখানে চলছে তেমনই ২৬-এ বেঙ্গলের ভিতরেও এই টুকড়ে টুকড়ে গ্যাংয়ের ওপর সার্জিকাল স্ট্রাইক করা উচিত।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

স্ট্রাইক করা উচিত।' শুভেন্দুকে কটাক্ষ করে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, 'কয়েকদিন আগে আপনি বলেছেন, রাষ্ট্রবাদী মুসলিম বলে কিছু হয় না। অথচ সোপিয়ানে পাক জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যে ঝন্টু আলি শেখ মারা গেল, তিনি কি আপনার চেয়ে কম জাতীয়তাবাদী? সোফিয়া কুরেশি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম নন? আপনার মতো এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে বেড়ানো নেতারা এটা বুঝতে পারবেন না। শুভেন্দু অধিকারীর কাছে সিপিএম জাতীয়তাবাদ শিখবে না।'

কবিগুরুর জন্মদিনে জোড়াসাঁকোয় শ্রদ্ধা জানানোর পর এই প্রশ্নে সরব হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও।

> সোপিয়ানে পাক জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যে ঝন্টু আলি শেখ মারা গেল, তিনি কি আপনার চেয়ে কম জাতীয়তাবাদী? সোফিয়া কুরেশি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম নন? আপনার মতো এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে বেড়ানো নেতারা এটা বুঝতে পারবেন না। শুভেন্দু অধিকারীর কাছে সিপিএম জাতীয়তাবাদ শিখবে না।
>
> **শতরূপ ঘোষ**

সিপিএম তথা বামপন্থীদের কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, 'মরা কান্না কাঁদতে নেমে পড়েছে। আসলে সিপিএম বরাবরই দু'মুখো। সর্বদলীয় বৈঠকে সরকার ও সেনাবাহিনীর পাশে থাকার কথা বলে এখন কলকাতায় দলের কিছু উঠতি নেতা অতিবিপ্লবী সাজতে চাইছে। এটা বামেদের একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।'

হিন্দু আবেগ উসকে ভোটের ছক

বিশেষ প্রচারাভিযান চলতি মাসেই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৯ মে : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে মুর্শিদাবাদকে মডেল করে রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির ফায়দা তুলতে চায় বিজেপি। মুর্শিদাবাদের সুতি, সামশেরগঞ্জের মতো মুসলিম এলাকায় সংখ্যালঘু হওয়ার জন্যই হিন্দুদের আক্রান্ত হতে হয়েছে। জেলাজুড়ে সাম্প্রতিক হিংসার নিরিখে এই তত্ত্বকে সামনে রেখে আগামী দিনে শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, গোটা রাজ্যজুড়ে এই প্রচারকে আরও তুঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে বিজেপি। প্রচারের মূল বক্তব্য, ধর্মীয় ওই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলিতে হিন্দুদের জোটবদ্ধ হতে হবে। সেই অঙ্কে মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪০-৫০ শতাংশের বেশি হিন্দু জনসংখ্যা রয়েছে এমন আসনগুলিকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পাখির চোখ করছে বিজেপি।

বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় একমাত্র বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ এই আসন দুটি বিজেপির দখলে। বাকি ২০টি তৃণমূলের। জনবিন্যাসের নিরিখে এই জেলায় সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ৭৫ শতাংশের বেশি। কিন্তু বিজেপির মতে, জেলায় ২২টি আসনের মধ্যে অন্তত ৬-৯টি আসনে হিন্দু জনসংখ্যা ৩৪-৮৫ শতাংশ পর্যন্ত। বিজেপির মতে, জেলার এই হিন্দুপ্রধান বিধানসভাগুলিতে হিন্দু ভোটকে একজোট করতে পারলে ২ থেকে ৬-এ পৌঁছোনো অসম্ভব কিছু নয়। সেই অঙ্ক মাথায় রেখে চলতি মাসে ১৪ বা ১৫ তারিখে মুর্শিদাবাদ চলোর ডাক দিয়েছে রাজ্য বিজেপি।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্পষ্ট বলেছেন, 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য মুর্শিদাবাদ চলো কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জেলাজুড়ে ইসলামিক সন্ত্রাসীর বাতাবরণকে মানুষের সামনে আনা। তার জন্য কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বাইক মিছিল করে প্রচারকে আরও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা হবে।' সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি চার্লস নন্দী বলেন,

কোথায় কত

- বহরমপুর-৮৫ শতাংশ
- মুর্শিদাবাদ-৫৬ শতাংশ
- বড়এ্রা-৬০ শতাংশ
- কান্দি-৪৯ শতাংশ
- খড়গ্রাম-৪৯ শতাংশ
- নবগ্রাম-৪৮ শতাংশ
- ভরতপুর-৪০ শতাংশ
- বেলডাঙা-৩৮ শতাংশ
- নওদা-৩৪ শতাংশ

'পহলগাম কাণ্ডে সেনা জওয়ানদের মঙ্গল কামনায় এদিন দলীয় কর্মসূচিতে মুর্শিদাবাদেও ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে মোদির পালটা আক্রমণকে সমর্থন করেছে কাশ্মীর থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত খেটেখাওয়া ভারতীয় মুসলিমরা।' তবে তৃণমূলের মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বিজেপির এই কর্মসূচিকে কোনও গুরুত্ব দিতে চাননি। অপূর্বর মতে, ওরা যে 'চলো'ই করুন না কেন, '২৬-এর বিধানসভা বোটে মুর্শিদাবাদ জেলার ৮৫ লক্ষ মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।'

রবি স্মরণ...

শুক্রবার ২৫ বৈশাখ উপলক্ষ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি (ওপরে) এবং শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে (নীচে) কবিগুরুর জন্মদিন পালন। ছবি-আবির চৌধুরি ও তথাগত চক্রবর্তী।

সতর্ক বিএসএফ

কলকাতা, ৯ মে : ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে বিএসএফকে নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। শুক্রবারই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই নিয়ে বিএসএফের সমস্ত ফ্রন্টিয়ারকে একগুচ্ছ গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান জারি রাখতে বলা হয়েছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোনও অনুপ্রবেশ যাতে না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন নবান্নে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার সঙ্গে বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। সিভিল ডিফেন্স রুল, ১৯৬৮-র ১১ নম্বর বিধি অনুযায়ী যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যদি শত্রু শিবির থেকে হামলা আসে তাহলে রাজ্যগুলির কী কী করণীয় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ওই বৈঠকে। এরপরই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও পরিবহণ বিভাগকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, কোনওরকম হামলা হলে রাজ্য সরকারগুলি যাতে নিজের দায়িত্বে বাসিন্দাদের জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষা করতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে।

মূলত বাংলাদেশ থেকে গত কয়েক মাসে এই দুই জেলার সীমান্ত দিয়েই অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে। এই দুই জেলার ২৩টি জায়গাকে ব্ল্যাকস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই কারণে সেখানে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

বিমানবন্দরে হাই অ্যালার্ট, ছুটি বাতিল জওয়ানদের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ মে : ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশের ২৬টি বিমানবন্দর আগেই বন্ধ রাখা হয়েছিল। এবার কলকাতা বিমানবন্দরেও হাই অ্যালার্ট জারি করা হল। বিমানবন্দরে সিআইএসএফ-এর নিরাপত্তাও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গত কয়েকদিনে যে সমস্ত সিআইএসএফ জওয়ান ছুটিতে গিয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে ফিরে এসে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তবে বিমান চলাচলে কোনও প্রভাব এখনও পড়েনি। এতদিন আন্তর্জাতিক যাত্রার ক্ষেত্রে তিন ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু অন্তর্দেশীয় চলাচলের ক্ষেত্রে দু-ঘণ্টা আগে যাত্রীকে পৌঁছোলেও চলত। কিন্তু এখন থেকে অন্তর্দেশীয় যাতায়াতের ক্ষেত্রেও ৩ ঘণ্টা আগে যাত্রীদের পৌঁছোতে হবে। নিরাপত্তার কারণেই এই ব্যবস্থা আপৎকালীন ভিত্তিতে চালু করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু থাকবে।

দেশের বেশকিছু বিমানবন্দর আপাতত বন্ধ থাকায় কলকাতা, দিল্লি ও মুম্বই বিমানবন্দরের ওপর চাপ অনেক বেড়েছে। বৃহস্পতিবার রাতেই জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান, পঞ্জাবের একাধিক জায়গায় পাকিস্তান ড্রোন, মিসাইল দিয়ে হামলার চেষ্টা চালিয়েছিল। যদিও ভারত তা প্রতিহত করেছে। এরপরই শুক্রবার সকাল থেকে কলকাতা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যারাইভাল ও ডিপারচার লাউঞ্জে কোনও গাড়ি দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রতিটি বিমানবন্দরেই নিরাপত্তা জোরদার করতে বলা হয়েছে।

এদিনই কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি-র ডিসি ভিডিও কনফারেন্স করেছেন। বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স বা সিআইএসএফকে নিরাপত্তা জোরদার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিনই সিআইএসএফ-এর ডিআইজি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের ডিরেক্টর ও বিভিন্ন বিমান সংস্থার কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে চেক-ইন নিরাপত্তায় আরও জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত এক্স-রে মেশিন চালু রাখা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি রয়েছে। এছাড়াও অন্য দেশ থেকেও অবাঞ্ছিত পণ্য ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা হতে পারে। সেই কারণে আন্তর্জাতিক বিমানের যাত্রীদের লাগেজ আরও ভালো করে পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধ বিরোধিতায় সোচ্চার সিপিএম

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ মে : পহলগামে জঙ্গি হানার প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পালটা প্রত্যাঘাত করেছে ভারত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের পদক্ষেপ সমর্থন করার কথা জানিয়েছে তারা। তবে সিপিএম যুদ্ধের পক্ষে নয়, তা শুক্রবারও স্পষ্ট করলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ও সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। ইতিমধ্যেই যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে সিপিএমের একাধিক নেতা-নেত্রীর মন্তব্য ও সমাজমাধ্যমে পোস্ট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি ও তৃণমূল।

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু মন্তব্য করেন, 'কাশ্মীরে জঙ্গি হানার জবাবে ভারতীয় সেনা প্রাথমিকভাবে যে কাজটা করেছে সেটা ভালো। তবে এখন যুদ্ধের পরিবর্তে দরকষাকষি করা উচিত। রবীন্দ্রনাথও যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। কারণ, যুদ্ধ ধ্বংসের প্রতীক। উনি বলতেন, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।' এদিন একই সুরে মন্তব্য করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর বক্তব্য, 'এরকম যুদ্ধে কেউই জয়ী হয় না। আজকের বিশ্বে কেউ কারোর দেশ দখল করতে পারে না। যুদ্ধ মানে ধ্বংসলীলা। সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে সন্ত্রাসবাদীদের চিহ্নিত করতে হয়। যেটা ভারত করেছে, সবাই সমর্থন করেছে, কিন্তু তারপরে এই যে প্রত্যুত্তর ক্রমাগত চলতে থাকে, সেনায় সেনায় যুদ্ধ হলে সীমান্তে সাধারণ মানুষের জীবনে ত্রাহি ত্রাহি হাল তৈরি হয়। তাই যুদ্ধের খেলায় না মেতে দেখতে হবে, মানবতার অপমান হচ্ছে, না মানবতার জয়গান হচ্ছে।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের দাবি, 'সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য সরকার যা যা ইতিবাচক পদক্ষেপ করবে আমরা সমর্থন করব। কিন্তু জঙ্গিবাদ নয়। সমাজমাধ্যমে দাবি উঠছে, পাকিস্তানকে উড়িয়ে দাও। এটা সভ্য সমাজে বলা যায় না।' সমাজমাধ্যমে সিপিএমের তরুণ নেত্রী দীপ্সিতা ধরের পোস্ট ঘিরেও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এখানে যাঁরা যুদ্ধের চিয়ারলিডার হয়ে আসবেন দয়া করে সেনাবাহিনীতে নাম লেখান। বাড়িতে শান্তিতে বসে অন্যের বাড়ির ছেলেকে মরতে পাঠানোর মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই।' অবশ্য পরে পোস্টটি মুছেও ফেলেন তিনি। তারপরেই সিপিএমের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু করেছে তৃণমূল ও বিজেপি। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ মন্তব্য করেন, 'সিপিএমের সঙ্গে জাতীয়তাবোধ

ও দেশপ্রেম কেন মেলানো যায় না, তা এই সময় বোঝা যায়। এই সব আঁতলেমি পোস্টে লেখার সময়?' সিপিএমকে তীব্র কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ক্ষমতায় এলে যাদবপুর থেকে ওদের চুলের মুঠি ধরে উৎখাত করব।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'কে কী বলছে জানি না। তবে আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য গর্বিত।'

জেএমবি জঙ্গি সন্দেহে ধৃত ২

কলকাতা, ৯ মে : বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সদস্য সন্দেহে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বীরভূমের নলহাটি ও মুরারই থেকে ২ জনকে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মুসলিম তরুণদের মগজধোলাই করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উসকানি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ধৃতদের শুক্রবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের এসটিএফ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতদের নাম আজমল হোসেন ও সাহেব আলি খান। আজমলের বাড়ি নলহাটি ও সাহেবের বাড়ি মুরারই। এরাজ্যে জামাতের যে মডিউল রয়েছে ধৃতরা তার সদস্য বলে দাবি করেছে এসটিএফ। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, ধর্মীয় উসকানিমূলক বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়া। দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করতে তারা কয়েকটি জায়গায় হামলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের হত্যার ছক কষেছিল। এর আগে আজমল বাংলাদেশে গিয়ে জেহাদি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এমনকি বিস্ফোরক তৈরি ও আগ্নেয়াস্ত্র সে জোগাড় করত। তাদের লক্ষ্য ছিল, 'গাজাতুল হিন্দ'-এর আদর্শ প্রচার করা। তাদের সঙ্গে বিদেশের লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তাদের নেটওয়ার্কের সঙ্গে আর কে কে যুক্ত তা খতিয়ে দেখছে এসটিএফ।

কাউন্সেলিং ১৪ মে

কলকাতা, ৯ মে : উচ্চ প্রাথমিকের শেষ কাউন্সেলিংয়ের দিন ঘোষণা করল স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি। উচ্চ প্রাথমিকে ১৪০৫২ জনের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। এই মামলায় দ্রুত এসএসসিকে কাউন্সেলিং শেষ করে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। এই প্রেক্ষিতেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ১৪ মে কাউন্সেলিং হবে। তার আগে ১০ মে নিয়মাবলী প্রকাশ করা হবে।

২ জুন খুলবে সরকারি স্কুল

কলকাতা, ৯ মে : ২ জুন থেকে সরকারি ও সরকারি ভারপ্রাপ্ত স্কুলগুলি খুলতে চলেছে।

স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ৩১ মে পর্যন্ত গরমের ছুটি থাকছে। ২ জুন থেকে আবার পড়ুয়ারা স্কুলে যাবে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকার স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও একই নির্দেশিকা প্রযোজ্য। চলতি বছর ৩০ এপ্রিল থেকে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে ছুটি পড়ে। সেইসময় এই নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল। বিশেষ করে কবে পুনরায় স্কুল চালু হবে তা ঘোষণা না করায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে রাজ্যের শিক্ষক মহল। পড়ুয়াদের পঠনপাঠনে ক্ষতির আশঙ্কা করেন তাঁরা। বিশেষ করে যাঁরা ২০২৬ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এমনিতেই সেই সময় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছিলেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী। ফলে স্কুলগুলিতে একটা টালমাটাল পরিস্থিতি ছিলই। সেই সময়ই পুনরায় স্কুল চালুর তারিখ ঘোষণা না করে শিক্ষা দপ্তরের এই নির্দেশ যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা জারি করে স্কুল খোলার বিষয়ে জানানো হয়েছে।

এই বছর সরকারি স্কুলের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী স্কুলগুলিতে ১২ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত স্কুল ছুটি থাকার কথা ছিল। তবে লিখিতভাবে কোনও ছুটি ঘোষণা করা হয়নি। তারপর গরম বাড়তে থাকায় আগে থেকেই স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি ঘোষণা করা হয়। তবে ছুটির মেয়াদ এবছরও বেড়ে যাওয়ায় চিন্তায় শিক্ষক, শিক্ষিকারা। অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টারস অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস-এর সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, 'দীর্ঘমেয়াদি ছুটির সময় পঠনপাঠন কীভাবে চলবে তা স্পষ্টভাবে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়নি।'

দিলীপের পুনর্বাসনে চর্চায় সংঘের উদ্যোগ

'ওঁরা কথা বলুক বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে, না হলে সংঘের কাজে ফিরে যেতে চাই'

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ মে : বিজেপিতে দলের শীর্ষনেতা প্রবীণ দিলীপ ঘোষের পুনর্বাসনে এবার কি আরএসএস-সংঘ পরিবার হস্তক্ষেপ করতে চলেছে? বঙ্গ বিজেপির এই 'সফল' প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির ব্যাপারে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘ পরিবারের নেতৃস্থানীয়দের আলোচনার সম্ভাবনা কি উজ্জ্বল হচ্ছে বলে মনে করছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। দিলীপের সঙ্গে অতি সম্প্রতি সংঘ নেতৃত্বের বৈঠকের পর পদ্মশিবিরেও জোরালোভাবে এই প্রশ্নই উঠেছে।

আরএসএস নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা শুক্রবার এড়িয়েও যাননি স্পষ্টভাষী দিলীপ। পরিষ্কার জানিয়ে দেন, 'আমি সংঘ নেতৃত্বকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি, সংঘ প্রচারক থেকে রাজনীতিতে তাঁরা আমায় পাঠিয়েছিলেন। পদ ও ক্ষমতার মোহে রাজনীতিতে আমি আসিনি। এখন সংঘ চাইলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। ফালতু বসে থাকার লোক নই আমি। কাজ করতে চাই।'

দিলীপ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে এদিন জানান, তাঁকে নিয়ে সম্প্রতি যেসব কথা দলে উঠেছে, সেইসব

> আমার সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আমাকে নিয়ে সব বিভ্রান্তি দূর হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, আমি পার্টির নেতা হিসেবে যা কাজ করে যাচ্ছি, তেমনই যেন করে যাই।
>
> **দিলীপ ঘোষ**

নিয়ে সন্দেহ কাটাতে সংঘ নেতৃত্ব তাঁকে কথা বলতে ডাকেন।তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আমাকে নিয়ে সব বিভ্রান্তি দূর হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, আমি পার্টির নেতা হিসেবে যা কাজ করে যাচ্ছি, তেমনই যেন করে যাই।'

বিজেপির প্রবীণ নেতা আরও বলেন, 'ওঁদের আমি বলেছি, ওঁদের জন্যই আমার রাজনীতিতে আসা। এখন আমার কোনও কাজ নেই। দায়িত্বও নেই। এবার ওঁরা এসব নিয়ে কথা বলুক বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে। নাহলে আবার সংঘের কাজে ফিরে যেতে আমার অন্তত কোনও আপত্তি নেই। সংঘের প্রচারক হয়তো আমি এখন নেই। কিন্তু সংঘ পরিবারের লোক তো আছি। সংঘ চাইলেই ফেরত যাব তাদের কাজে। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

দিলীপের এই প্রস্তাবে অবশ্য সায় দেয়নি সংঘ পরিবার। তারা চায়, বঙ্গ বিজেপির সফল এই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাজনীতিতেই থাকুন। সংঘ নেতৃত্ব একযোগেই তাঁকে একথা জানিয়েছেন বলে দিলীপ এদিন জানান। ২০২৬ বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। এই অবস্থায় দিলীপকে নিয়ে এই চর্চা নিঃসন্দেহে রাজ্যের রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'Operation Sindoor'। 'O' অক্ষরটির মাঝে টকটকে সিঁদুর। ২২ এপ্রিল পহলগামের বৈসরণের সূত্রেই শিরোনামে সিঁদুর। শত্রুপক্ষকে সাঁড়াশি আক্রমণ। এবং দেশের

OPERATION SINDOOR

সেনাদের অবিশ্বাস্য সাফল্য। হিন্দু বিবাহিত মহিলারা মনে করেন, স্বামীর সৌভাগ্যলাভ থেকে পরিবারের সুরক্ষা ও সন্তানের দীর্ঘায়ু— সিঁদুরের 'ম্যাজিক্যাল পাওয়ার' অপরিসীম।

লাল। সে শুধু রক্তে নয়, সিঁথিতেও। কিশোরী, যুবতী থেকে নারী। এই হয়ে ওঠার মুহূর্তে হিন্দু নারীদের কাছে 'সিঁদুর' শব্দটি বড় প্রিয়। এই লাল রঙের ছোঁয়ায় বদলে যায় মুখশ্রী। কালো চুলের আলপথ মাঝে সিঁদুরের লম্বা সফর—আহ্লাদি, আমোদি মেয়েটিকে আনন্দিত করে। হিন্দু বিয়ের মুখ্য আকর্ষণীয় বিষয় সিঁদুর দান। উত্তর ভারতে সিঁদুর অবশ্য কুমকুম। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, লোককাহিনিতেও সিঁদুর রয়েছে বিশেষ মর্যাদা নিয়ে। আছে সিঁদুর দানের চিরকালীন প্রথাও।
বলা হয়, ব্রহ্মার নামে শপথ নিয়েই স্বামীরা স্ত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। আর এই সিঁদুর স্ত্রীরা বিয়ের পর থেকে প্রতিদিন সিঁথিতে দিতে থাকেন স্বামীর মঙ্গল কামনায়। পরিবারের শ্রী বৃদ্ধিতে। সন্তানের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে।

হরপ্পা সভ্যতাতেও সিঁদুর দান?

একুশ শতক থেকে টাইম মেশিনে হেঁটে আমরা পৌঁছে যেতে পারি হরপ্পা সভ্যতায়। সেই কোন অতীতকাল থেকেই বিয়েতে সিঁদুর দানের প্রথা বর্তমান। আরেকটি মজার বিষয়, এই সিঁদুর দানের বিষয়টি শুরু হওয়ার পর থেকেই বহু বিবাহ প্রথা তলানিতে ঠেকে। সিঁদুরের এ-ও এক আশ্চর্য ম্যাজিক। আসলে, একবার সিঁথিতে সিঁদুর উঠলে মহিলারা আর দ্বিতীয়বার বিয়েতে রাজি হতেন না। শ্রীরাধাকে নাকি সিঁদুর পরিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আগুন সাক্ষী রেখে ছাদনাতলায় সাতপাক ঘুরেছিলেন রাম-সীতা।

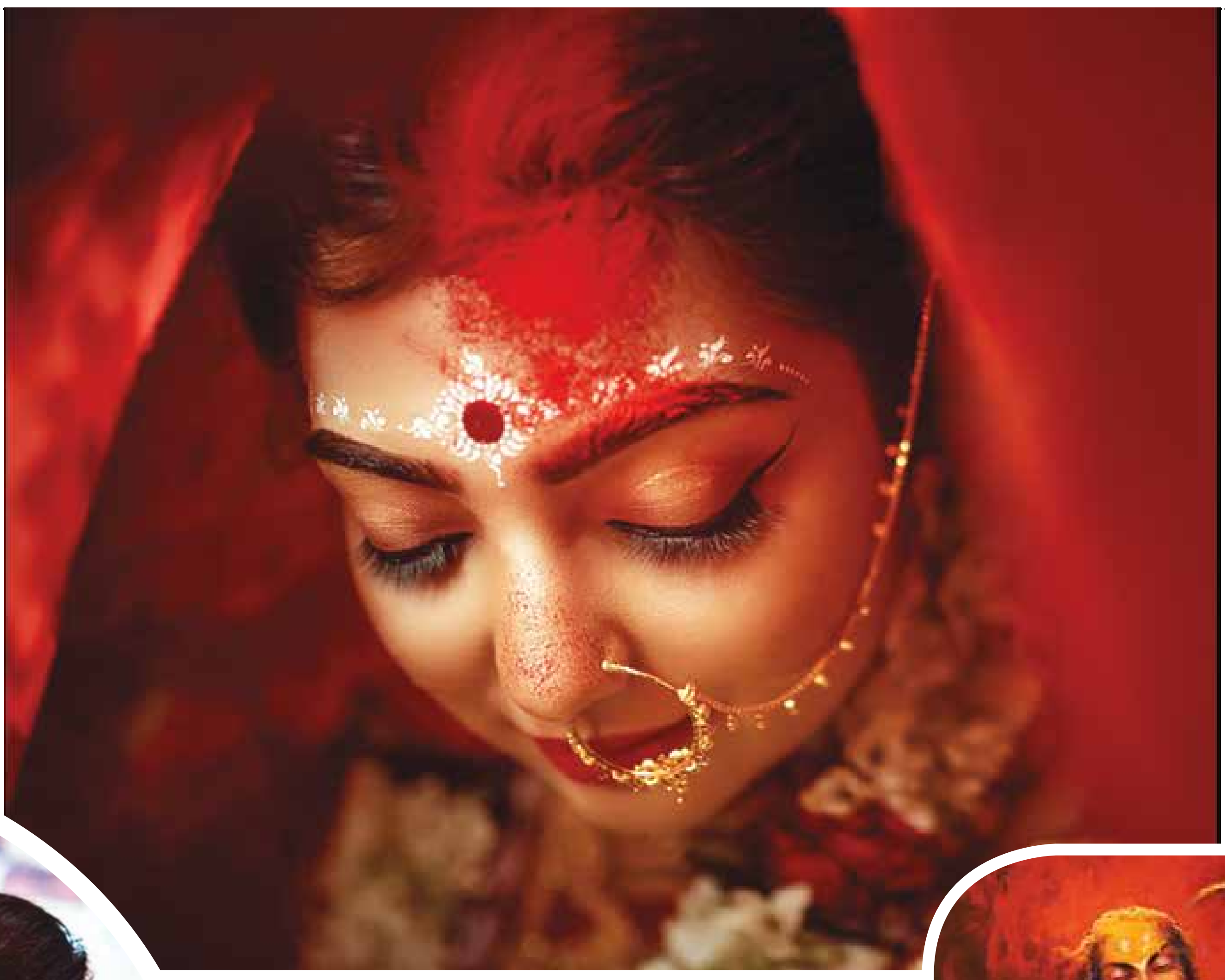

শাস্ত্রমতে সিঁদুর

কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু। তর্কের ঘুড়ি আকাশে না উড়িয়ে বলা যায়, হিন্দুধর্মে সিঁদুরের শক্তি অপরিসীম। স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুরের পুণ্যের জোরেই নাকি বিপদ থেকে মুক্তি পান স্বামী। সেইসঙ্গে মা লক্ষ্মীকে মাথায় করে রাখেন এদেশের নারীরা। দেবী লক্ষ্মীর প্রতি সম্মান জানাতেও বিবাহিতারা সিঁথিতে সিঁদুর পরেন। মনে করা হয়, লক্ষ্মীর কৃপায় স্বামী-স্ত্রী জীবন সুখের হয়। লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়লে সম্পর্ক তরতর করে এগোয়। যাবতীয় বাধাবিঘ্ন দূর হয়।

আধুনিকাদের চোখে

যুগ বদলেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রীতি-নীতি-বিশ্বাসে পরিবর্তন ঘটেছে। এযুগের বহু মহিলাই, বিশেষ করে কর্মরতা মহিলারা নিয়ম করে সিঁথি ভরে আর সিঁদুর পরেন না। পরলেও একচিলতে। দূরবিন দিয়ে খুঁজতে হয়। অবশ্য বিয়েতে মাথা রাঙিয়ে দেওয়ার রীতি আজও।

সিঁথিতে সিঁদুর, সত্যিই কি রয়েছে উপকারিতা?

সিঁথিতে সিঁদুর আর পরনে ঢাকাই শাড়ি। শুধু কবির দৃষ্টিতে নয়, সামাজিকতার ক্ষেত্রেও সিঁথিতে লাল সিঁদুর। বিয়ের সিঁদুরদান পর্ব। হিন্দুধর্মে অত্যন্ত পবিত্র।

১৬ শোভার অন্যতম

যে কোনও শুভ কাজে সিঁদুরের গুরুত্ব অপরিসীম। সনাতন ধর্মে প্রায় ১৬ শোভার মধ্যে সিঁদুর অন্যতম। বিবাহিত জীবনেও রয়েছে লাল রঙের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিয়ের সময় ও পুজোর কাজে সিঁদুর ব্যবহার করা হয়। হিন্দু মহিলারা বিয়ের পর মাথার সিঁথিতে গাঢ় ও মোটা করে সিঁদুর পরেন।

প্রকারভেদ

সিঁদুর সাধারণত দু-ধরনের। লাল সিঁদুর ও কমলা সিঁদুর। লাল সিঁদুর বিবাহিতারা ব্যবহার করে থাকেন। কমলা সিঁদুর ভগবান হনুমানকে নিবেদন করা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সিঁদুরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। চলুন একে একে জেনে নিই।

গুরুত্ব

সিঁদুর ব্যবহারের প্রথা বহু প্রাচীন। রামায়ণ থেকে মহাভারত, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রে সিঁদুরের উল্লেখ রয়েছে। বিয়ের সময় কনের চাহিদা বরপক্ষ পূরণ করে থাকে। মনে করা হয়, বিবাহিতারা যতবেশি সময় ধরে সিঁথিতে সিঁদুর পরে থাকেন, তাঁর স্বামীর আয়ু দীর্ঘ হয়ে থাকে। স্বামীর কল্যাণে ও পরিবারের মঙ্গলার্থে বিবাহিতারা প্রতিদিন স্নানের পর সিঁদুর দিয়ে নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন।

পৌরাণিক কাহিনী

পৌরাণিক কাহিনিতে যদি ডুব দেন তাহলে দেখা যাবে নানা মত। পুরাণকথা অনুসারে, একসময় দেবী সীতা যখন তার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে ভরাট করছিলেন, তখন হনুমান সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এই লাল রং তাঁর সিঁথিতে তিনি পরেন? তাতে সীতা উত্তর দিয়েছিলেন, শ্রীরাম সিঁথিতে লাল রঙের সিঁদুর দেখে খুব খুশি হন। আর এর মাধ্যমে তিনি স্বামীর মঙ্গল কামনা করেন। ঠিক এই কারণে প্রতিদিন সীতা এই কাজ করতে পছন্দ করেন।
সীতার এই উত্তরে হনুমান তখন সারা গায়ে সিঁদুর মেখে রামের সঙ্গে দেখা করতে যান। এই দৃশ্য দেখে রামের হাসি আর থামতেই চায় না। সেই সময় রাম হনুমানকে দীর্ঘ আয়ুলাভের আশীর্বাদ করেন। সেই পুরাকাল থেকেই হনুমানজির গায়ে সিঁদুর লাগানোর রীতি চলে আসছে। এখনও আমরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই রীতি মেনে চলতে দেখি। অত্যুৎসাহীরা আবার নিজেদের গায়েও হনুমানের মতো সিঁদুর মেখে থাকেন।

উপকারিতা

সনাতন হিন্দুধর্মে বেশিরভাগ প্রথা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে রয়েছে বৈজ্ঞানিক কারণ। সিঁদুর প্রধানত মহিলারা মাথার মাঝখানে সিঁথি করে সরলরেখা বরাবর ব্যবহার করে থাকেন। বিজ্ঞান জানাচ্ছে, সিঁদুরে রয়েছে বুধ ধাতু, যা ব্রহ্মরন্ধ্র গ্রন্থির জন্য খুবই ভালো। এর ফলে মহিলাদের মানসিক চাপ হ্রাস পায়। পাশাপাশি রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

হনুমান সিঁদুর মেখে রামের কাছে হাজির হয়েছিলেন কেন?

কুমকুম। সংস্কৃতির পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। স্থানভেদে ভিন্ন নাম-- কুংগুম, কুঙ্কু, হলদি কুমকুম। নারীত্বের প্রতীক। ভক্তির পবিত্র এবং শক্তিশালী প্রতীক। একুশ শতকের বহু নারীর মতে, কুমকুম বিশ্বাসের অন্য নাম। ভারতীয় নারীর সৌন্দর্য এবং স্টাইলের বিষয়ও।

১ হলদি কুমকুম অনুষ্ঠান:বিবাহিত মহিলারা হলদি বা হলুদ এবং কুমকুম বিনিময় করেন। তাঁদের স্বামী এবং পরিবারের দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

২ সুমঙ্গলিদের জন্য কুঙ্গুম : দক্ষিণ ভারতে বিবাহিত মহিলাদের সুমঙ্গলি বলা হয়। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী বিদায় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে পরিবারের সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

৩ মাদুরাইয়ের দেবী মীনাক্ষী আম্মান: থাজাম্পু এবং কুঙ্গুমাম দিয়ে দেবীকে সাজানো হয়। এবং ভক্তদের প্রসাদ হিসেবে এগুলিই দেওয়া হয় ।

৪ জাফরান এবং সিঁদুর জাফরান দিয়ে তৈরি কুমকুম: সবচেয়ে বিশুদ্ধ বলে মনে করা হয় জাফরান তৈরি কুমকুম। খরচও বেশ ভালো। জম্মুর বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে বৈষ্ণো দেবীর উদ্দেশ্যে জাফরানের পাপড়ি অর্চনা করা হয়।

৫ ধনসম্পদের বৃদ্ধি লক্ষ্যে: অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় গৃহকর্তা তাদের বাড়ির দরজা এবং ফ্রেমে কুনকুমা ও হলুদের পেস্ট দিয়ে নকশা আঁকেন। বিশ্বাস করা হয় যে, এটি ধন-সম্পদ এবং সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীকে ঘরে আমন্ত্রণ জানায়। প্রতি শুক্রবার শুভ কামনায় এবং দীপাবলির মতো গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু উৎসবে এটি পালন করা হয়।

৬ রামের জন্য হনুমানের প্রার্থনা: উত্তর ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে, ভগবান হনুমানকে কুমকুম পরানো হয়। পুরাণ মতে, একদিন হনুমান সীতাকে সিঁদুর বা কুমকুম পরতে দেখেন। সীতাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে সীতা জানান, তিনি ভগবান রামের দীর্ঘায়ু কামনা করছেন। এতে হনুমান তার সারা শরীরে সিঁদুর লাগিয়ে ভগবান রামের কাছে হাজির হন। এই ভক্তি এবং স্নেহ রামকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি নাকি তখন হনুমানকে অনন্ত জীবন দান করেন। এভাবেই হনুমানকে সিঁদুর দিয়ে সাজানোর প্রথা শুরু হয়।

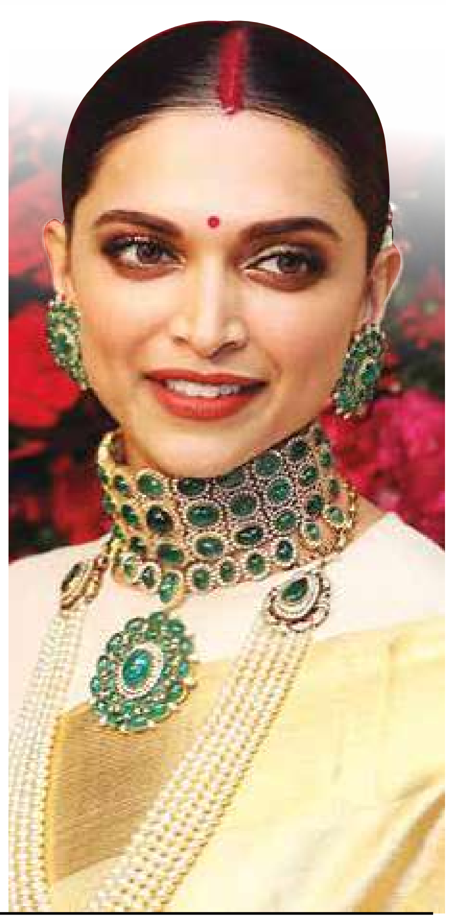

কেনা সিঁদুরে চুল উঠছে? উপায় রয়েছে বাড়িতেই

সিঁদুর। সৌভাগ্য আর বিশ্বাসের প্রতীক। কিন্তু সিঁদুরে থাকা মারকিউরিক সালফেট ত্বকের ক্যানসারের অন্যতম কারণও বটে। অন্তত এমনটাই বলে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। তাহলে উপায় কী? উপায় একটাই, বাড়িতে ভেষজ সিঁদুর তৈরি করে ফেলা। হিন্দু আচার পালনের পাশাপাশি স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিও কমবে অনেকখানি।
এবার বলি, কীভাবে ভেষজ সিঁদুর তৈরি করবেন সে বিষয়ে। এই সিঁদুর তৈরির জন্য খুব অল্প উপকরণ প্রয়োজন।
যা যা লাগবে: আধকাপ হলুদগুঁড়ো, ১ চা চামচ লেবুর রস, ১ চা চামচ কেওড়ার জল, আধ চা চামচ ঘি, আধ চা চামচ চুন, সুগন্ধের জন্য চন্দনের গুঁড়ো।
যেভাবে তৈরি করবেন: সব প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগাড় করে মিক্সিতে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

কাঁচা নাকি পাকা আম? কোনটি বেশি উপকারী

দিনকয়েক পর থেকেই গাছে গাছে পাকতে শুরু করবে আম। যদিও কাঁচা আমেরও রয়েছে অনন্য স্বাদ। আম বিভিন্ন উপায়ে খাওয়া যায়। কেউ কেউ পাকা, রসালো এবং মিষ্টি আম পছন্দ করেন, আবার কেউ কেউ কাঁচা আমের স্বাদ টক এবং সুস্বাদু বলে মনে করেন।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কাঁচা এবং পাকা উভয় আমেরই নিজস্ব উপকার রয়েছে।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোনটি বেশি উপকারী-
কাঁচা আমে ভিটামিন সি বেশি থাকে এবং পাকা আমের তুলনায় এটি বেশি অ্যাসিডিক। এটি তাদের হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কাঁচা আমে প্রচুর ডায়েটারি ফাইবার থাকে যা হজমের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নিয়মিত মলত্যাগের গতি বৃদ্ধি করে এবং অন্ত্রের সুস্থ মাইক্রোবায়োমকে সহায়তা করে।
কাঁচা আমে ভিটামিন সি-এর ঘনত্বও বেশি থাকে, যা একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান। যা এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্য, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রভাব এবং কোলাজেন সংশ্লেষণে ভূমিকা রাখার জন্য পরিচিত। কাঁচা আম কাঁচা প্রকৃতির কারণে বেশি অ্যাসিডিক। এই অ্যাসিডিটি

কাঁচা আমে ভিটামিন সি-র ঘনত্ব বেশি থাকে, যা একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান। যা এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্য, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রভাব এবং কোলাজেন সংশ্লেষণে ভূমিকা রাখার জন্য পরিচিত।

হজমের সুবিধা দেয়, পাচক এনজাইম উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে এবং খাদ্য ভাঙনে সহায়তা করে। কাঁচা আম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের একটি সমৃদ্ধ উৎস যা ক্যান্সার এবং হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

পাকা আমের উপকারিতা

পাকা আমে বিটা-ক্যারোটিনের মতো কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি

পাকা আমে ভিটামিন এ বেশি থাকে, যা সুস্থ দৃষ্টিশক্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।

থাকে, যা এই ফলকে কমলা-হলুদ রঙ দেয়। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষকে অক্সিডেটিভ ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। এছাড়াও বিটা-ক্যারোটিনসহ এর ক্যারোটিনয়েডের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পায়। এই ক্যারোটিনয়েড শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা বয়স-সম্পর্কিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এবং নির্দিষ্ট ধরনের

ক্যান্সার থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।
পাকা আমে ভিটামিন এ বেশি থাকে, যা সুস্থ দৃষ্টিশক্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পাকা আমে প্রাকৃতিক চিনির পরিমাণ বেশি থাকে, যা এই ফলকে মিষ্টি এবং আরও সুস্বাদু করে তোলে।

পাম শেলস পুডিং

গ্রীষ্মদিন। ভরপুর রসালো ফল। তার মধ্যে তৃপ্তিকর তালশাঁস। সেই তালশাঁস খাওয়ার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। চলুন, আজ জেনে নিই একটি বিশেষ রেসিপি। মন তৃপ্তিতে ভরে যাবে।

যা যা লাগবে:
তালের শাঁস ৪টি, তরল দুধ ১/২ কেজি, চিনি ১/৪ কাপ, আগার আগার পাউডার ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, স্ট্রবেরি জেলি পাউডার ১ প্যাকেট (৮০ গ্রাম)।
যেভাবে তৈরি করবেন:
প্রথমে ব্লেন্ডারে তালের শাঁস ও ১/৪ কাপ তরল দুধ দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন মসৃণ করে। এবার বাকি তরল দুধের সঙ্গে আগার আগার পাউডার, কর্নফ্লাওয়ার, চিনি, ব্লেন্ড করা তালের শাঁস ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যেন সব উপকরণ বেশ ভালোভাবে মিশে যায়, কোনোরকম গুটি পাকিয়ে না থাকে। এবার মিশ্রণটি প্যানে নিয়ে মাঝারি থেকে কম আঁচে অনবরত নেড়ে ৫-৬ মিনিট রান্না করে নিতে হবে। ঘন হয়ে এলে ওভেন থেকে নামিয়ে সার্ভিং ডিশে ঢেলে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে এক ঘণ্টার জন্যে। নির্দিষ্ট সময় পর ফ্রিজ থেকে বের করে নিতে হবে। এবার জেলি পাউডার জলে মিশিয়ে ওভেনে ফুটিয়ে নিয়ে এর ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে। ঠান্ডা করে আবার ফ্রিজে সেট হওয়া পর্যন্ত রেখে পরিবেশন করুন মজাদার পাম শেলস পুডিং।

নিঃস্ব যাঁরা...

পাকিস্তানি সেনার গোলাবর্ষণে চুরমার ঘরবাড়ি। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সামগ্রী খোঁজার চেষ্টা। উরিতে। মাঝে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। বারামুল্লা জেলার লগমায়। (নীচে) একটি কলেজে অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন জম্মুর প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ। খাবার সংগ্রহে লাইনে তাঁরা। -পিটিআই

আতঙ্কে পঞ্জাব সীমান্তের গ্রাম

‘রাত হলে না জানি আবার কী হবে’

চণ্ডীগড়, ৯ মে : মাথার ওপর চক্কর কাটছে ড্রোন। বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে আচমকাই বেজে উঠছে তীক্ষ্ণ সাইরেন। সন্ধ্যা নামলে চরাচরে ঝুপ করে নেমে আসছে ঘুটেঘুটে অন্ধকার। মঙ্গলবার মাঝ রাতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই এক গা ছমছমে ভূতুড়ে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পঞ্জাব ও জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গ্রামগুলিতে।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের যুদ্ধং দেহি মেজাজ চড়তে থাকায় বৃহস্পতিবার ৯টা নাগাদ পঞ্জাবের নানা জায়গায় প্রশাসনের নির্দেশে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। অমৃতসর, পাঠানকোট, ফিরোজপুর সহ বহু এলাকায় সম্পূর্ণ ব্ল্যাকআউট ঘোষণা করে প্রশাসন। চণ্ডীগড় সহ জলন্ধর, গুরুদাসপুর এবং হোশিয়ারপুরেও রাতের অন্ধকারে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয় নিরাপত্তার স্বার্থে। চণ্ডীগড়ে রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছিল না। এই আবহে রাতভর আতঙ্ক আর উদ্বেগে দিন কেটেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের।

গতকাল রাতেই পাকিস্তান থেকে নতুন করে হামলার চেষ্টা হয় বলে জানানো হয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে। পাক বাহিনী একসঙ্গে একাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ভারতের সামরিক ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। লক্ষ্য ছিল জম্মু, পাঠানকোট, উধমপুর সহ মোট ১৫টি শহরের সামরিক এলাকা। এর মধ্যে রয়েছে শ্রীনগর, অমৃতসর, কাপুরথালা, জলন্ধর, লুধিয়ানা, আদমপুর, ভাতিন্ডা, চণ্ডীগড়, নাল, ফালোদি, উত্তরলাই ও ভুজ। তবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৎপরতায় হামলার চেষ্টা ব্যর্থ হয় পাক বাহিনীর।

ভাতিন্ডার আকাশে ড্রোন, যা নিষ্ক্রিয় করে দেয় ভারতীয় সেনা।

পাঠানকোটের স্থানীয় বাসিন্দারা রাতে বিস্ফোরণের মতো শব্দ শুনেছেন বলে দাবি করলেও প্রশাসনের তরফে তার সমর্থন মেলেনি। তবে এটা ঠিক যে, রাত সাড়ে আটটা নাগাদ এয়ার রেইড সাইরেন বাজানো হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরো এলাকা অন্ধকারে ডুবে যায়।

পাঠানকোটের এক সরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, ‘আকাশে প্রথমে আলো দেখা গেল। তারপরেই বিস্ফোরণের শব্দ হল।’ তাঁর দাবি, রাত ১২টা পর্যন্ত এমন ৪০-৫০টি বিস্ফোরণের শব্দ কানে এসেছে তাঁর। কিছু সময়ের বিরতির পর আবার ভোরের দিকে শব্দ শুরু হয়। তবে হতাহতের কোনও খবর তাঁর কাছে নেই। তিনি বলেন, ‘আমরা এসবে একেবারেই অভ্যস্ত নই। এখানে বরাবর পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল।’

পাঠানকোটের আরেক বাসিন্দা ৪২ বছর বয়সি প্রপার্টি ডিলার লক্ষ্মীকান্ত জানান, তাঁর ৮ ও ১৩ বছর বয়সি দুই মেয়ে আচমকা সাইরেনের শব্দের পর আলো নিভে যাওয়ায় ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শুক্রবার পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও তিনি বলেন, ‘রাত হলে না জানি আবার কী হবে!’

একই ছবি দেখা গিয়েছে অমৃতসর ও ফিরোজপুরেও। তবে সেখানে আতঙ্কের মধ্যেই স্থানীয় বাসিন্দারা সেনাবাহিনীর দ্রুত পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ভারত-পাক সংঘাত ইস্যুতে দূরত্ব রাখছে চিনও

মাথা ঘামাবে না আমেরিকা : ভান্স

ওয়াশিংটন ও বেজিং, ৯ মে : পহলগাম হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। হামলা-পালটা হামলা চলছে। পরিস্থিতি জটিল হলেও দু’দেশের সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করবে না আমেরিকা। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন সেদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। ঘটনাচক্রে তাঁর ভারত সফরের মধ্যেই কাশ্মীরের পহলগামে ২৮ জন পর্যটক ও ঘোড়াচালককে খুন করেছিল পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার আততায়ীরা। ভান্সের বয়ানের কিছুক্ষণের মধ্যে ভারত-পাক সংঘাত থেকে দূরে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছে চিনও।

এতদিন পাকিস্তানের সুরে সুর মিলিয়ে পহলগাম হামলায় আন্তর্জাতিক তদন্তের কথা বলছিল চিনা বিদেশমন্ত্রক। এদিন সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া ছাড়াও ভারতের বিরুদ্ধে পাক বায়ুসেনার চিনের সহায়তায় তৈরি জেএফ-১৭ ব্যবহারের কথা অস্বীকার করেছেন শি জিনপিং সরকারের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান। তাঁর কাছে ভারতের ওপর জেএফ-১৭-র সাহায্যে হামলার কোনও তথ্য নেই বলে ওই মুখপাত্র দাবি করেছেন। চিনের অবস্থান নিয়ে স্বাভাবিকভাবে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

আমেরিকার এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভান্স বলেছেন, ‘এটা আমাদের বিষয় নয়। আমেরিকা কখনই এই সংঘাতে জড়াবে না। আমরা যেটা করতে পারি তা হল দু’পক্ষকে শান্তভাবে আলোচনায় বসার আহ্বান জানানো।’ ট্রাম্প সরকারের অবস্থানের পক্ষে তাঁর যুক্তি, ‘যে ঘটনার সঙ্গে আমেরিকার সরাসরি সম্পর্ক নেই এবং যে ঘটনাপ্রবাহকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না, সেখানে জড়ানোর প্রশ্ন ওঠে না।’ ভান্স আরও বলেন, ‘আমেরিকা ভারতকে অস্ত্র সংবরণের কথা বলতে পারে না। আবার পাকিস্তানকেও সেটা বলা সম্ভব নয়। আমরা আলোচনার মাধ্যমে ঝামেলা মিটিয়ে নেওয়ার পক্ষে। আমাদের আশা, এই দ্বন্দ্ব আঞ্চলিক সংঘাতের রূপ নেবে না। পরমাণু যুদ্ধ হবে না। অন্তত বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমার সেটাই মনে হচ্ছে।’

এদিকে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া বন্ধ না করলে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও ধরনের সমঝোতা অসম্ভব, ভারত সরকারের বিভিন্ন স্তর থেকে সেই বার্তা দেওয়া হচ্ছে। আমেরিকায় নিযুক্ত এদেশের রাষ্ট্রদূত বিনয় কোয়াত্রা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘ভারত সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। দিল্লি শুধু ইসলামাবাদের পদক্ষেপের জবাব দিচ্ছে।’ ভারত-পাক সংঘাত কি পরমাণু যুদ্ধের রূপ নেবে? কোয়াত্রার সাফ জবাব, ‘সেটা পাকিস্তানকে জিজ্ঞাসা করুন।’

পহলগাম হামলার পর পিওকে ও পাকিস্তানে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করতে ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’-কে সমর্থন জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন আধিকারিক তথা আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সিনিয়ার ফেলো মাইকেল রুবিন। পাকিস্তানকে ‘ব্যর্থ রাষ্ট্র’ হিসাবে অভিহিত করেছেন তিনি। ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিক্রম দৌরাস্বামী একটি ছবি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে পাক সেনাকর্তাদের সঙ্গে একফ্রেমে দেখা গিয়েছে আমেরিকার জঙ্গি তালিকায় থাকা সন্ত্রাসবাদী হাফিজ আবদুল রৌফকে।

সেই ছবি দেখিয়ে দৌরাস্বামীর প্রশ্ন, ‘রাষ্ট্রীয় মদতে এক জঙ্গির অন্ত্যেষ্টিতে আরেক জঙ্গির উপস্থিতি কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে?’ সীমান্ত সংঘাতের সমান্তরালে এখন পাকিস্তানের জঙ্গিযোগের বিষয়টি গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চাইছে ভারত। সাউথ ব্লক সূত্রে খবর, বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ২০০-র বেশি ভারতীয় দূতাবাস ও উপদূতাবাস এখন সেই লক্ষ্যে অতিসক্রিয়।

মুনিরকে বাড়তি ক্ষমতা পাক সুপ্রিম কোর্টের

ইসলামাবাদ, ৯ মে : ভারতের সঙ্গে সংঘাত ক্রমশ চরমে উঠছে পাকিস্তানের। মঙ্গলবার গভীর রাতে এবং তারপর বৃহস্পতিবার ভোর ও রাতে ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানি সরকার ও সেনাবাহিনীর মনোবলে জোর ধাক্কা লেগেছে। এই অবস্থায় পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের হাত শক্ত করল পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট।

অপারেশন সিঁদুরের ঠিক পরের দিনই অর্থাৎ বুধবার সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে বলেছে, এবার থেকে বিভিন্ন প্রতিবাদ-বিক্ষোভে যুক্ত নাগরিকদের বিচার করতে পারবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। এর আগে সুপ্রিম কোর্টই বলেছিল, সামরিক আদালতে নাগরিকদের বিচার করা অসাংবিধানিক। কিন্তু সেই রায় উলটে দিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত সেনাবাহিনীর হাতে বিচার করার ক্ষমতা তুলে দেওয়ায় খানিকটা হলেও পায়ের তলার মাটি শক্ত হল জেনারেল মুনিরের। দ্বিজাতি তত্ত্বের উসকানি ও পহলগাম হামলার জেরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমশ ঘনাচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে লাগাতার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা, প্রতি-হামলা চলছে।

এমন একটা সময় এই রায় এসেছে যখন মুনিরের ভবিষ্যৎ নিয়েও চর্চা চলছে। বৃহস্পতিবার রাতে ভারত-পাকিস্তান ঘাত-প্রতিঘাতের সময় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দাবি করা হয়েছিল, মুনিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে পাকিস্তানি সেনায়। তাঁকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। এমনকি তাঁর উত্তরসূরীর নামও কেউ কেউ ঘোষণা করে দেন। অথচ তাঁর হাতে পাক নাগরিকদের বিচারের ক্ষমতা তুলে দিয়ে জল্পনায় আপাতত জল ঢেলে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি আমিনুদ্দিনের নেতৃত্বে সাত সদস্যের বেঞ্চ ৫-২ রায়ে সাফ জানিয়ে দেয়, ২০২৩ সালের ৯ মে হামলার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের বিচার হবে সেনা আদালতে। দু-বছর আগে ইমরান খানের গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে পিটিআই নেতা-কর্মীরা সেনাবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল। সেইসময় একাধিক সামরিক কাঠামোকে নিশানা করেছিলেন আন্দোলনকারীরা। ওই ঘটনায় শতাধিক পিটিআই কর্মী, সমর্থককে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছিল সেনাবাহিনী। স্বাভাবিকভাবেই পিটিআই সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরোধিতা করেছে। সিন্ধ প্রদেশের পিটিআই প্রধান হালিম আদিল শেখ বলেন, ‘যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সামরিক আদালতের এই রায় অবিচারকে আড়াল করতেই দেওয়া হয়েছে।’ ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্টের সাউথ এশিয়ান লিগ্যাল অ্যাডভাইজার রীনা ওমার বলেন, ‘দেশের বিচারব্যবস্থার সামরিকীকরণ করতে সর্বোচ্চ আদালত যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে, তা দুঃখজনক।’

আপৎকালীন ক্ষমতা

প্রয়োগের নির্দেশ সব রাজ্যকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত-পাকিস্তান ক্রমবর্ধমান সংঘাতের আবহে রাজ্যগুলিকে আপৎকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বলল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে শুক্রবার সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসকদের একটি চিঠি লেখা হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে, সিভিল ডিফেন্স রুলস, ১৯৬৮-এর আওতায় যে সমস্ত আপৎকালীন ক্ষমতা রয়েছে সেগুলি যেন প্রয়োগ করা হয়। এর অর্থ, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি যেন দ্রুত কাজ করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র দপ্তর একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, যে কোনও হামলা বা বিপর্যয়ের মুহূর্তে রাজ্য প্রশাসন যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। অনুমোদনের অপেক্ষায় বসে থাকার আর সময় নেই।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে চিঠি

ওই রুলসের ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এখন থেকে কোনও অনুমোদন ছাড়াই এই বিশেষ পদক্ষেপগুলি নিতে পারবে। জনগণের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষায় জরুরি পদক্ষেপ নিতে পারবে অনুমোদন ছাড়াই। যুদ্ধ, সন্ত্রাস বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে বিদ্যুৎ, জল, হাসপাতাল পরিষেবা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এদিন সকালে নিজের বাসভবনে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন অমিত শা।

সীমান্তের পাশাপাশি দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরগুলির নিরাপত্তা পর্যালোচনার জন্য উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ ও সিআইএসএফ-এর প্রধানরা, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ আধিকারিক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় উঠে আসে সীমান্তের বর্তমান অবস্থা, অনুপ্রবেশের আশঙ্কা, বিমানবন্দরের ঝুঁকি এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা। সূত্রের খবর, সীমান্তে গোলাবর্ষণের পাশাপাশি আকাশপথে পালটা হামলার ঘটনাও বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের একাধিক বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে, কিছু বিমানঘাঁটি সাময়িকভাবে বন্ধও করে দেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পাঠানো চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রাজ্যগুলিকে এখন থেকে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির মনোভাব নিয়ে চলতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি, পরিবহণ কেন্দ্র, হাসপাতাল, জল ও বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে ঝুঁকির মূল্যায়ন শুরু করতে বলা হয়েছে। সঙ্গে সক্রিয় করতে হবে নাগরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে, যারা উদ্ধারকাজ, প্রাথমিক চিকিৎসা, যোগাযোগ এবং প্রয়োজনে মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার দায়িত্বে থাকবেন। প্রত্যেক রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিভিল ডিফেন্স ডিরেক্টর ক্ষমতার বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা নেবেন। জরুরি পরিস্থিতিতে রাজ্যের তৎপরতা নির্ভর করে সময়োচিত সিদ্ধান্ত ও সমন্বয়ের ওপর।

তাই পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর, দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে আগেভাগেই সমন্বয় করার নির্দেশ এসেছে। যেখানে দরকার, সেখানে অস্থায়ী কন্ট্রোল রুম ও আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে বলা হয়েছে।

গুজবের বন্যা

ভাইরাল পুরোনো ভিডিও

ভারত-পাক সংঘর্ষের আবহে বেশ কিছু পুরোনো ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনকি সেসব দেখানো হয়েছে একাংশ সংবাদমাধ্যমেও। বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে জনমানসে। তারই কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল।

এই ভাইরাল ক্লিপ-এ দেখা যাচ্ছে, সেনা ইউনিফর্ম পরিহিত এক ব্যক্তি আহত অবস্থায় শুয়ে রয়েছেন। ক্লিপের অপর অংশে দেখানো হয়, একটি এয়ারক্র্যাফট জ্বলছে। দাবি করা হচ্ছিল, ব্যক্তিটি পাকিস্তানি বায়ুসেনার পাইলট। ফাইটার জেটটি গুলি করে নামানো হয়েছে। অনেকে এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ারও করেন।

আসলে এটা পুরোনো ভিডিও। ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সঙ্গে ক্লিপিংটির কোনও যোগ নেই।

ভিডিওটি একটি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে দাবি করা হয়, রাফাল ধ্বংস করেছে পাক সেনা। যদিও পরবর্তীতে সামনে এসেছে, সেটা চলতি বছরের এপ্রিলের। আদতে সেদিন ভেঙে পড়েছিল একটি পাক যুদ্ধবিমান।

‘অপারেশন সিঁদুর’ শুরুর পর একটি ভিডিও পোস্ট করে দাবি করা হয়, ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছে।

আশ্চর্যজনকভাবে সেটাও ভুয়ো। আদতে একটি গেমিং ভিডিও-র অংশ সেটা।

ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে একটি ৩৭ সেকেন্ডের ভিডিও ভাইরাল হয়, যেখানে দাবি করা হয়, ভারতীয় নৌসেনা করাচিতে হামলা চালিয়েছে। চারদিকে গাড়ি জ্বলছে, লোকজন ছোটাছুটি করছে।

আদতে ভিডিওটি ফিলাডেলফিয়ার। যা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয় বেশ কয়েকমাস আগে। সেখানে একটি জেট এয়ারক্র্যাফট ভেঙে পড়েছিল।

প্রত্যাঘাতের পর ভারতের সামরিক ঘাঁটিতে পাকিস্তান হামলা চালিয়েছে বলে একটি ভিডিও-তে দাবি করা হয়। ১০ সেকেন্ডের ভিডিও-তে দেখা যায়, কালো ধোঁয়া বেরোতে। যদিও পরবর্তীতে যাচাই করে দেখা গিয়েছে, ক্লিপটি ইন্দোনেশিয়ার একটি কারখানা এলাকার অগ্নিকাণ্ডের।

প্রাণ বাঁচাতে ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে... উড়ির রাস্তায় সন্তান ও আত্মীয়দের নিয়ে মহিলা। মাঝে, পরিবার নিয়ে অন্যত্র পাড়ি। শুক্রবার উরিতে। ঘরছাড়াদের শিবিরে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ওমর আবদুল্লা।

ভারতের প্রবল আপত্তি গুরুত্ব পেল না আইএমএফে

১০০ কোটি ডলার পেল পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ৯ মে : তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ। তা গুরুত্ব পেল না আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (আইএমএফ) কাছে। পাকিস্তানকে ১০০ কোটি ডলার লোন হিসেবে দিল তারা।

প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল ভারত। তারা চেয়েছিল যুদ্ধের মাঝে যাতে কোনওমতেই এত অর্থ না পায়। সেই আপত্তি অবশ্য গুরুত্ব পেল না। ভারতের প্রতিনিধির কাছে বোর্ডের সভা থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

চিন, তুরস্কের দেওয়া অস্ত্রের ভরসায় ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে পাকিস্তান। তবে পাক অর্থনীতিতে যেভাবে ভাঙন ধরেছে, তাতে শাহবাজ শরিফ সরকারের পক্ষে কতদিন সংঘাত জারি রাখা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের চোখ ছিল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)-এর বেল আউট বৈঠকের দিকে। শুক্রবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে এই বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে পাকিস্তানকে বাড়তি ঋণদান এবং পুরোনো ঋণ শোধে কিছু ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়। পাকিস্তানের সেই ঋণ পাওয়ার পথে কাঁটা বিছানোর জন্য তৈরি হয়েছিল ভারত। এদিন দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছিলেন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি নিজে।

তিনি বলেছিলেন, 'ভারতের অসামরিক এলাকা ও বাসিন্দাদের নিশানা করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে তাদের আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদানের বিরোধিতা করবে ভারত।' পাকিস্তানের বেল আউটের বিরুদ্ধে আইএমএফের সদস্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের আলোচনা চলছে বলে মিস্রি জানিয়েছিলেন।

ভারতের অসামরিক এলাকা ও বাসিন্দাদের নিশানা করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে তাদের আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদানের বিরোধিতা করবে ভারত।

বিক্রম মিস্রি

সিন্ধু জল চুক্তি নিয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করবে না বিশ্ব ব্যাংক। চুক্তিতে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা শুধু মধ্যস্থতাকারীর।

অজয় বাঙ্গা

শেষপর্যন্ত কোনও লাভ হয়নি। পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে রাতের দিকে বেশ উল্লাসের সঙ্গে জানানো হয়, তারা প্রত্যাশিত অর্থ পেয়ে গিয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি, বিদেশি মুদ্রার ভাঁড়ারে টান, জ্বালানি সংকট, নিজস্ব মুদ্রার দাম পড়ে যাওয়া ঠেকাতে ২০২৩-এ পাকিস্তানকে প্রায় ৭০০ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছিল আইএমএফ। কিন্তু তাতেও অবস্থা নিয়ন্ত্রণে না আসায় তাদের আরও ১০০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছিল আইএমএফ।

সন্ত্রাসবাদীদের মদত এবং অর্থসাহায্যের কারণে ফের পাকিস্তানকে এফএটিএফের ধূসর তালিকায় আনার চেষ্টা শুরু করেছিল সাউথ ব্লক। বিতর্ক দানা বেঁধেছিল পাকিস্তানের অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রকের একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে। এদিন সকালে মন্ত্রকের এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে বলা হয়, 'শত্রুদের হামলায় পাকিস্তানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘুরে দাঁড়াতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।' ভারতের সঙ্গে সংঘাত বন্ধ করতে বিশ্বের সব দেশকে এগিয়ে আসার আবেদন জানানো হয়েছিল ওই পোস্টে। কিন্তু ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে সেই অবস্থান থেকে সরে আসে পাক সরকার।

এদিকে সিন্ধু জল চুক্তি ইস্যুতেও পাকিস্তানের ওপর চাপ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান অজয় বাঙ্গা। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'সিন্ধু জল চুক্তি নিয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করবে না বিশ্ব ব্যাংক। চুক্তিতে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা শুধু মধ্যস্থতাকারীর ছিল।' একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, চুক্তি স্থগিত রাখা সংক্রান্ত কোনও শর্তের উল্লেখ চুক্তিপত্রে নেই। কোনও পক্ষ চাইলে চুক্তি বাতিল করতে পারে।

আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবি

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ৯ মে : শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর চাপ তৈরির চেষ্টা করছে কোটা বিরোধী ছাত্রদের নতুন দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সরকার আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধের নির্দেশ জারি না করা পর্যন্ত শাহবাগ মোড় অবরোধের ডাক দিয়েছে এনসিপি। জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের চাপে প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন হাসিনা। এবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দলকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে পথে নেমেছেন আন্দোলনকারীরা।

প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের কাছাকাছি অবস্থান নিয়েছেন এনসিপির নেতা-কর্মীরা। অবস্থান মঞ্চ থেকে এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'বাংলাদেশের অগ্রগতি সেদিন শুরু হবে, যেদিন দেশ হবে আওয়ামি লিগহীন। তাই এখন আমরা শাহবাগ অবরোধ করব।' গত দু'দিনের বিক্ষোভের পর শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সম্প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে স্বৈরশাসন ও সন্ত্রাসী কাজকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগে আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার যে দাবি উঠেছে, তা সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে। এই ব্যাপারে সরকার রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মাঝরাতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের দেশত্যাগ প্রসঙ্গে সরকার জানিয়েছে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা খুনের মামলায় অভিযুক্ত আবদুল হামিদের বিদেশযাত্রা সম্পর্কে জনমনে ক্ষোভের বিষয়ে সরকার অবগত। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইউনূস প্রশাসন বদ্ধপরিকর।

সরাসরি সম্প্রচারে মানা

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্তে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় শুক্রবার দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে। সব ধরনের সংবাদমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে—কোনও প্রতিরক্ষা অভিযান বা সেনা চলাচলের লাইভ সম্প্রচার বা তাৎক্ষণিক খবর দেওয়া থেকে বিরত থাকতে। এই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সেনা অভিযানের তাৎক্ষণিক তথ্য প্রকাশে দেশের কৌশলগত পরিকল্পনা বিপন্ন হতে পারে এবং সেনা সদস্যদের প্রাণনাশের ঝুঁকি বাড়তে পারে। অতীতের কার্গিল যুদ্ধ বা মুম্বই হামলার মতো ঘটনার উল্লেখ করে রাজনাথ সিংয়ের মন্ত্রক বলেছে, 'দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা এখন সময়ের দাবি।' 'এক্স'-এ প্রকাশিত বার্তায় লেখা হয়, 'সংবেদনশীল তথ্য আগেভাগে প্রকাশ হলে তা দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কার্যকারিতার ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।'

ইমরানের মুক্তি চেয়ে আর্জি

ইসলামাবাদ, ৯ মে : অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে জেলবন্দি ইমরান খানের মুক্তি চাইল পাক তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে রয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সেখানে ড্রোন হামলা হতে পারে, এই আশঙ্কায় ইমরানের মুক্তির জন্য শুক্রবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টে আবেদন দাখিল করেছেন খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী আলি আমিন গন্দাপুর। ভারত-পাক যুদ্ধের পরিস্থিতিতে দেশে সম্প্রীতি ও সংহতির জন্য, কারাগারে ড্রোন হামলার আশঙ্কার কারণে ইমরানকে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানানো হয়েছে।

নবজাতকের নাম 'সিন্দুর'

পাটনা, ৯ মে : অপারেশন সিঁদুরের দিনই জন্মগ্রহণ করেছিল কন্যাসন্তান। সেই স্মৃতি জিইয়ে রাখতে ও ভারতীয় সেনাদের সম্মানে নবজাতকের নাম 'সিন্দুর' রাখলেন এক দম্পতি। বিহারের কাটিহার জেলার কুন্দনকুমার মণ্ডলের স্ত্রী ৫ মে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। ঘটনাচক্রে সেই রাতেই পাক জঙ্গি ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে ভারতীয় সেনা। সংবাদমাধ্যমকে কুন্দন নামকরণের কারণ সম্পর্কে জানিয়েছেন। মেয়ে বড় হয়ে নামের তাৎপর্য বুঝতে পারবে বলেই আশা বাবার।

ট্রেনে ঝুলন্ত দেহ

ভোপাল, ৯ মে : আহমেদাবাদ-কলকাতা এক্সপ্রেসের শৌচাগার থেকে উদ্ধার এক যাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো নাগাদ মধ্যপ্রদেশের সাগর স্টেশনে ট্রেন থামলে এক যাত্রী শৌচাগারে গিয়ে দেহটি দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় টিকিট পরীক্ষককে। রেল পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের বয়স আনুমানিক ৩০-৩৫ বছর। পকেট থেকে ট্রেনের টিকিট পাওয়া গিয়েছে।

বিশাল তেরঙ্গা নিয়ে অপারেশন সিন্দুরের সমর্থনে কংগ্রেস সমর্থকদের মিছিল। বেঙ্গালুরুতে শুক্রবার।

নয়া শিক্ষানীতি বাধ্য করা যাবে না রাজ্যকে

নয়াদিল্লি, ৯ মে : কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) কোনও রাজ্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। শুক্রবার তামিলনাড়ুর আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা জিএস মানির দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করতে গিয়ে এমনই পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, এনইপি বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেবে না শীর্ষ আদালত।

বেশিরভাগ রাজ্য নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর করলেও পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও তামিলনাড়ু তা গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। আবেদনকারীর বক্তব্য, ৩টি রাজ্য বাদে সবকটি রাজ্য সরকার কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় থাকা ত্রি-ভাষা পাঠ্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে। এনইপি বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও তামিলনাড়ুকে নির্দেশ দিক সুপ্রিম কোর্ট। তাঁর যুক্তি, 'এনইপি হল কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রধান শিক্ষানীতি, যার লক্ষ্য সমাজের সব স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল শিক্ষার মান উন্নত করা। দরিদ্র,

সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

তপশিলি জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর এবং সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির শিশুদের জন্য স্কুলগুলিতে বিনামূল্যে সমস্ত ভারতীয় ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত।'

সেই আবেদন খারিজ করে দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, 'দুঃখিত, আমরা কোনও আদেশ দিতে পারি না। আমরা সরাসরি কোনও রাজ্যকে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-এর মতো নীতি গ্রহণে বাধ্য করতে পারি না।'

লালুর বিরুদ্ধে মামলায় অনুমতি মুর্মুর

পাটনা ও নয়াদিল্লি, ৯ মে : জমির বদলে রেলে চাকরির মামলায় তহবিল তছরুপের অভিযোগ নিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি বৃহস্পতিবার অনুমোদন দিয়েছেন। এর ফলে আরজেডি প্রধানের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়ায় আর কোনও বাধা রইল না। ইডি-র চার্জশিটে বলা হয়েছে, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন চাকরি দেওয়ার বদলে ঘুষ নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী। ইডি দুটি চার্জশিট পেশ করেছে। একটি লালুকে কেন্দ্র করে। অপরটিতে নাম রয়েছে তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী, দুই কন্যা মিসা ভারতী, হেমা যাদব ও পুত্র তেজপ্রতাপের। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত লালুপ্রসাদ কেন্দ্রে রেলমন্ত্রী ছিলেন।

অপারেশনে উচ্ছ্বসিত

দেশপ্রেম, ঐক্যের ডাক ভাগবতের

নয়াদিল্লি, ৯ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ভারতের ধর্মীয় স্থান ও বসতি এলাকায় পাকিস্তান যেভাবে আক্রমণ হেনেছে, তার কড়া নিন্দা করে দেশপ্রেমের ডাক দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত।

আরএসএস প্রধান ভাগবত বলেছেন, 'এখন সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জাতীয় ঐক্য, সংহতি বিনষ্ট না হয়। সরকারি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। যে যেখানে যেভাবে থাকুন না কেন, সেনাবাহিনী ও নাগরিক প্রশাসনকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত থাকুন।'

অপারেশন সিঁদুরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসা করে ভাগবত বলেছেন, 'মঙ্গলবারের অভিযান জাতির আত্মসম্মান ও মনোবল বাড়িয়েছে। দেশের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতের আক্রমণ অনিবার্য ছিল। সমগ্র দেশের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল অপারেশন সিঁদুরের।'

নাগরিকদের সতর্ক করল চিন

বেজিং, ৯ মে : চিনা নাগরিকদের ভারত ও পাকিস্তান ভ্রমণে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ জারি করল শি জিনপিং সরকার। শুক্রবার চিনের সরকারি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এই মর্মে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, চিনের যেসব নাগরিক ভারত ও পাকিস্তানে ইতিমধ্যে রয়েছেন, তাঁরা যেন চলাফেরার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করেন, পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল রাখেন। চিন ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুরও ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। 'ভ্রমণ করবেন না' বলে নির্দেশিকাটি মার্কিন নাগরিকদের মেনে চলতে বলেছে ওয়াশিংটন।

কেরলে নিপা ভাইরাসের থাবা

তিরুবনন্তপুরম, ৯ মে : কেরলের মাল্লাপুরমে থাবা বসিয়েছে নিপা ভাইরাস। বছর ৪২-এর এক মহিলা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ভালানচেরি পুর এলাকার বাসিন্দা। স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মহিলা প্রথমে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিলেন। জ্বর বাড়তে থাকায় মে মাসের এক তারিখে তাঁকে পেরিনথালমান্না হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় মহিলা নিপায় আক্রান্ত হয়েছেন বলা হয়েছিল। পরে পুনের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলজি থেকে পরীক্ষা করানো হয়। তাতে নিশ্চিত করা হয়েছে, তিনি নিপায় আক্রান্ত। এই খবর ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মহিলার বাড়ি সংলগ্ন তিন কিমি পর্যন্ত কনটেনমেন্ট এলাকা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

এলাকা পরিদর্শন করেছেন কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। মহিলার পরিবারের সাত-আটজনের সঙ্গে এলাকার ২১ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানা গিয়েছে।

খাদ্য-স্বাস্থ্য নিয়ে আশ্বাসবাণী কেন্দ্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে দেশের খাদ্য এবং স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে তৎপরতা দেখাল কেন্দ্র। শুক্রবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানান, দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। তিনি বলেন, 'দেশের কৃষিভাণ্ডার পরিপূর্ণ রয়েছে। চাল, গম সহ সব ধরনের খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে। সীমান্তে আমাদের জওয়ানরা মোতায়েন রয়েছেন, আর কৃষকরা মাঠে রয়েছেন। তাঁদের পাশে রয়েছেন বিজ্ঞানীরাও। কৃষি বিভাগ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আমরা সেই দায়িত্ব পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

অপরদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবায় যাতে কোনও প্রকার বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য এদিন একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। দেশজুড়ে জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রস্তুতি ও পরিকাঠামোর অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়।

বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়, দেশজুড়ে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে জরুরি ওষুধ, রক্ত, অক্সিজেন এবং ট্রমা কেয়ার কিটের যথেষ্ট মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইমস সহ কেন্দ্রীয় হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র এবং অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুদর্শন চক্র এস-৪০০'র ভেলকি

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারতের জঙ্গিদমন অভিযান ক্রমশ যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে।

বুধবার মাঝরাতে পাকিস্তান ভারতের ওপর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভারতীয় বায়ুসেনা সময়মতো রাশিয়া থেকে কেনা এস-৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করে সেই আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই হামলা ছিল 'অপারেশন সিঁদুর'-

এর জবাবে বদলা নেওয়ার চেষ্টা।

পাকিস্তান একযোগে অন্তত ১৫টি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালাতে চেয়েছিল—যার মধ্যে ছিল অবন্তীপোরা, শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসর, লুধিয়ানা এবং ভুজ। কিন্তু এস-৪০০ ব্যবস্থা, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সুদর্শন চক্র', সেই সমস্ত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র মাঝপথেই ধ্বংস করে দেয়। বিশ্বের অন্যতম অত্যাধুনিক এই এস-৪০০ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ৬০০ কিমি দূরের লক্ষ্য নজরে রাখতে পারে এবং ৪০০ কিমি দূর পর্যন্ত হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম। ভারতের চারটি স্কোয়াড্রন-পাঠানকোটে- জম্মু ও পাঞ্জাব রক্ষার জন্য এবং আরেকটি রয়েছে রাজস্থান ও গুজরাটে কৌশলগত নিরাপত্তায়।

টেরিটোরিয়াল আর্মিকে তলব

নয়াদিল্লি, ৯ মে : পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতের পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধানের ক্ষমতা বাড়াল কেন্দ্র। দেশের টেরিটোরিয়াল আর্মিকে সরাসরি নির্দেশ দিতে পারবেন সেনাপ্রধান জেনারেল অনিল চৌহান। কেন্দ্রের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, টেরিটোরিয়াল আর্মি রুল, ১৯৪৮-এর ৩৩ নম্বর ধারা অনুসারে টেরিটোরিয়াল আর্মির আধিকারিকদের তলব এবং বাহিনীকে কাজে লাগাতে পারবেন সেনাপ্রধান। প্রয়োজনে সেনাকে রসদ পাঠানো সহ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার করা যাবে। প্রাথমিকভাবে টেরিটোরিয়াল আর্মির ৩১টি ব্যাটালিয়নের মধ্যে ১৪টিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাদের দেশের দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং আন্দামান-নিকোবর কমান্ডে নিয়োগ করা হতে পারে।

বহু প্রাক্তন সেনা সদস্যের পাশাপাশি কপিল দেব, শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, নীরজ চোপড়া, অভিনব বিন্দ্রা, রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরের মতো তারকা ক্রীড়াবিদরা টেরিটোরিয়াল আর্মির সদস্য। এই তালিকায় আছেন কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট এবং বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরও। বাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন তাঁরা। তাঁদেরও তলব করা হতে পারে।

সংস্কৃতি

গানে প্রাণে

‘উত্তরের গর্ব’ শিরোনামে শাস্ত্রীয় সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, পুরোনো দিনের বাংলা গান এবং লোকসংগীতের সঙ্গে নৃত্য ও আবৃত্তির কোলাজে দু’দিন ধরে অনুষ্ঠান হয়ে গেল সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। যৌথভাবে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল শিলিগুড়ির কণ্ঠস্বর, কলকাতার ওপেন উইন্ডো সোসাইটি এবং মিউজিক-২০০০। এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের এবং দক্ষিণবঙ্গের শতাধিক শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সাংস্কৃতিক সেতু তৈরি করতেই এই অনুষ্ঠানের ভাবনা। সূচনা দিনে মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মহানাগরিক গৌতম দেব। তিনি নিজেও এই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষিকা নবনীতা গুপ্ত, বিশিষ্ট ভাস্কর অসিত খাসনবিশ, কাউন্সিলার অভয়া বসু, নাট্যকর্মী দেবপ্রসাদ ঘোষ। বিশিষ্ট অতিথি এবং গুণীজনদের সংবর্ধিত করেন ‘উত্তরের গর্ব’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের ভাবনার মূল কান্ডারি অরিন্দম রায়, উদয় চক্রবর্তী এবং কণ্ঠস্বরের কর্ণধার শান্তনু আচার্য। সঙ্গে ছিলেন মিউজিক ২০০০-এর কর্ণধার সংগীতশিল্পী স্বরূপ পালও।

জন্মশতবর্ষে এই অনুষ্ঠানে যাঁদের স্মরণ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন গীতিকার সলিল চৌধুরী, সংগীতশিল্পী উৎপলা সেন, সুরকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার নচিকেতা ঘোষ এবং কবি রাম বসু। কাকলি চাকি মজুমদারের নেতৃত্বে গণেশবন্দনা দিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরবর্তীতে কাকলি অংশ নেন সৃজন বৈচিত্র্যে নজরুল ভাবনার গানে। রবীন্দ্র ভাবনায় আলো শীর্ষক অনুষ্ঠানে নজর কাড়েন গায়ত্রী চক্রবর্তী, শুক্লা সরকার ও পপিতা রায়। নৃত্যে ছিলেন ঋতুপর্ণা দত্ত দে ও কস্তুরী পুরকাইত। এই পর্বে বাচিকশিল্পী সংস্থা কণ্ঠস্বরের নিবেদন ছিল শুভ দাশগুপ্তের কবিতা ‘প্রেম’। অংশগ্রহণ করেন অসীম ঘোষ, বিশাল নাথ, স্নেহাশিস পাত্র, অমৃতা রায়, এণাক্ষী বিশ্বাস রায় ও অগ্নিমিত্রা ভট্টাচার্য। এই পর্বে শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠানে যোগ রাগে সুরের মায়া ছড়িয়ে সকলের মন জয় করেন শিল্পী সৌরভ বসু ও দেবরূপা বসু। আরেকটি নজরকাড়া অনুষ্ঠান ছিল মাটির গান। শিল্পীরা ছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন, শীর্ষেন্দু রায়, আস্থা লাহিড়ি, পাপিয়া সরকার এবং সত্তারউদ্দিন আহমেদ। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিবেদন ছিল স্বর্ণযুগের গান নিয়ে ‘নৈবেদ্য’। শিল্পীরা ছিলেন শৈবাল শংকর দাস, চন্দনা চক্রবর্তী ও রিয়া গোস্বামী।

দ্বিতীয় দিন অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সারেগামাপা খ্যাত কলকাতার সংগীতশিল্পী দিশা রায়। স্বর্ণযুগের গানের দ্বিতীয় দিনের শিল্পীরা ছিলেন অরিন্দম রায়, স্বরূপ পাল, শুভজিৎ আদক, বিদিশা রায়, সুকুমার ঘোষাল, আশিস কংসবণিক, সৌমেন সরকার, মৈত্রেয়ী বিশ্বাস, সুরভী সরকার ও সরোজ সিনহা। নৃত্যে নজর কাড়েন তৃষা পাল দাস, স্নেহা সূত্রধর। বাদ্য ও যন্ত্র সহযোগিতায় ছিলেন রানা সরকার, জয়ন্ত দে, স্বরূপ মজুমদার, রানা দত্ত, শংকর দেবনাথ, আশিস কংস বণিক ও গৌতম রায়। আর দু’দিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সম্প্রীতা আচার্য।- *ছন্দা দে মাহাতো*

একরাশ মুগ্ধতা।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে ‘উত্তরের গর্ব’ শিরোনামে সংগীতানুষ্ঠানে।*

ছন্দোবদ্ধ।। *কলকাতায় শতাব্দী নৃত্যায়নের অনুষ্ঠান।*

গৌরবময় ২৫

শতাব্দী নৃত্যায়নের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠিত হল উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ার মোহিত মৈত্র মঞ্চে। সরস্বতীবন্দনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর হয় প্রদীপ প্রজ্বলন। উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত ওডিশি নৃত্যগুরু দুর্গাচরণ রণবীর, পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত গীতা মাহালিক, লোকসংস্কৃতি গবেষক ও নাট্যব্যক্তিত্ব সমীর মিত্র, ওডিশি নৃত্যশিল্পী শতাব্দী মল্লিক, যোগ প্রশিক্ষক মমতা মল্লিক ও অন্য বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানে গুরু দুর্গাচরণকে শতাব্দী নৃত্যায়নের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়। গীতা মাহালিককে ‘শতাব্দীর সৃষ্টি’ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া অন্যান্য গুণী মানুষ ও শিল্পীদেরও সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ওডিশি নৃত্যের পাশাপাশি ভরতনাট্যম, কুচিপুড়ি, সত্রীয়া নৃত্য পরিবেশিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ও দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। –*অরিন্দম ভট্টাচার্য*

‘কৃষ্টিকল্প’-এর সূচনা অনুষ্ঠানে ‘মিষ্টিমুখ’ নাটকের একটি দৃশ্য।

নতুন স্বপ্নে নতুন পথ চলা

‘নৃত্য মঞ্জিল’ এবং ‘আমরা অপরাজিতা’র আয়োজনে ‘কৃষ্টিকল্প’ শিরোনামে একটি মাসিক সাংস্কৃতিক উদ্যোগের সূচনা হল কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে নৃত্য মঞ্জিলের মহলা কক্ষে। উদ্যোগের নামটি দিয়েছেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দেবেশ ঠাকুর এবং সমগ্র পরিকল্পনাটির নেপথ্য কান্ডারি দীপজ্যোতি চক্রবর্তী ও শ্রাবণী চক্রবর্তী। পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রধান সহযোগী বিমান দাশগুপ্ত (বলাকা) সহ আয়োজক সংস্থা দুটির সদস্যরা। প্রতি মাসের নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় নাচ-গান-আবৃত্তি-নাটক সমন্বয়ে ‘কৃষ্টিকল্প’ অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ‘আমরা অপরাজিতা’-র সদস্যাদের সমবেত সংগীতের মাধ্যমে। খুদেরা বেশ কয়েকটি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্য মঞ্জিল ও সঞ্চিতা চক্রবর্তীর পরিচালনায় নৃত্য মন্দিরমের হয়ে। সম্পর্কে মা-মেয়ে অর্পিতা দে সরকার ও আরাধ্যার সুন্দর দুটি নাচও ছিল সেই সন্ধ্যায়। খুদে আয়ান সোম কিবোর্ডে বেশ কয়েকটি গান বাজিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে। ‘শিল্পীতীর্থ’ পরিবেশন করে সমবেত সংগীত। ‘দেবতার গ্রাস’ আবৃত্তি করে মাতিয়ে দিলেন সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ভালো আবৃত্তি করলেন কাকলি সোমও। নাট্যপরিচালক পার্থ চৌধুরী প্রারম্ভিক বক্তব্যে এই গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা সবার সামনে তুলে ধরেন। কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তী পাড়ার সংস্কৃতিচর্চায় এই নবতম সংযোজনের জন্য আয়োজকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ‘বলাকা’-র নাটক ‘মিষ্টিমুখ’ সবার মনে ভরিয়েছে। অভিনয়ে ছিলেন বিমান দাশগুপ্ত, অনুজ নন্দী এবং উজ্জ্বল। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মমি জোয়ারদার। -*নিজস্ব প্রতিবেদন*

সফদার স্মরণ

নববর্ষ বরণের পাশাপাশি প্রতিবছর কোচবিহার ইন্দ্রায়ুধ নাট্য অঙ্গনের অমর চরিত্র সফদার হাসমিকেও স্মরণ করে। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। কিছুদিন আগে এক সন্ধ্যায় তারা স্থানীয় তেরঙ্গি মোড়ে নিজস্ব মহড়া কক্ষের সামনে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে দর্শকদের উপহার দেয় একটি রুচিসম্মত অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সূচনায় সংস্থার সদস্যরা সম্মিলিতভাবে পরিবেশন করেন নিজস্ব ‘ইন্দ্রায়ুধ সংগীত’। সফদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে সংস্থার সভাপতি অনুপকুমার মজুমদার প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত কথা উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সোমা দাস, সপ্রতিভ চক্রবর্তী, প্রজ্ঞাময় মজুমদার, অর্জয়িতা ঘোষ, অমিত ঘোষ, সম্পা চক্রবর্তী। বিভিন্ন কবির ভাবনা আবৃত্তি আকারে উপস্থাপন হয় সংকলিতা সান্যাল, অজিত দত্ত, অরুন্ধতী ভৌমিক, শালিনী সরকার, গীতা দাসের কণ্ঠে। গিটারে সংগীতের সুর তোলেন সন্দীপ ঈশোর। সংগতে ছিলেন দেবাশিস চক্রবর্তী এবং শুভম রায় যথাযথ ছিলেন। অনুষ্কা সরকারের নৃত্য পরিবেশন অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আনে। সবশেষে আয়োজক সংস্থা প্রযোজিত, সমীর দাশগুপ্ত রচিত এবং অমিত ঘোষ নির্দেশিত ‘একটি কুকুরের শ্রেণি চরিত্র’ নাট্যটি অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গীণভাবে সফল করেছে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় অরুন্ধতী ভৌমিক ছিলেন যথাযথ ও সাবলীল। –*নীলাদ্রি বিশ্বাস*

বাঁশির বাঁধন

সম্প্রতি কোচবিহারের বাঁশি সংগীত অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সাহিত্যসভা অনুষ্ঠান কক্ষে আয়োজিত হয়েছিল ভিন্ন স্বাদের এক ‘বাঁশি-সংগীত সন্ধ্যা’। অনুষ্ঠানে বাংলা কিংবা হিন্দি গানের সুরে বাঁশিকে কথা বলান পিংকি ধর রায়, জলি পাল, অভিজিৎ পাল, সুস্মিতা সাহা, অনিন্দিতা দেবশর্মা, অমৃতা সরকার, আন্তরিক দেবনাথ, অভিলাষা রায় বসুনিয়া, তমোদীপ সরকার, অলোকানন্দা বর্মন প্রমুখ। তাঁদের মাঝে পায়োজা দেবনাথের মাউথ অর্গানে লঘুসংগীতের সুর ছিল সত্যিই মনোমুগ্ধকর। অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আনে পম্পা চাকির গিটার বাদন, জয়দৃপ্তা মিত্র, মধুমিতা নন্দী প্রমুখের সংগীত পরিবেশন কিংবা অর্ণব বর্মনের তবলা লহরা পরিবেশন। অনুষ্ঠানে সম্মানজ্ঞাপন করা হয় বিশিষ্ট তবলিয়া কালীপদ সূত্রধর, সংগীতশিল্পী সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল পাল এবং হাওয়াইয়ান গিটারের অন্যতম নিরলস সাধক দেবকুমার চক্রবর্তীকে।

–*নীলাদ্রি বিশ্বাস*

মনে দাগ থেকে গেল

সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সোনার তরী নৃত্য সংস্থার একাদশ বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সমাবর্তনের দীপশিখা প্রজ্বলন অনুষ্ঠানে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, নৃত্যগুরু সংগীতা চাকি, শ্রাবণী চক্রবর্তী, সহেলী বসু ঠাকুর, নন্দিনী রাহা, বিদ্যাবতী আগরওয়াল ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সূচনা পর্ব ছাড়া সোনার তরীর কর্ণধার জাতীয় বৃত্তিপ্রাপক ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী শুভম ঘোষ তাঁর মূল অনুষ্ঠানকে সাজিয়েছিলেন তিনটি পর্বে। প্রথম পর্বে শিক্ষার্থী শিল্পীদের নিবেদনে ছিল ভরতনাট্যম নৃত্যশৈলীর কৌথুভম, আল্লারিপু, জাতিস্মরম, বর্ণম, কীর্তনম, তিল্লানা সহ বিভিন্ন অংশ এবং খুদে শিল্পীদের রামায়ণের কাহিনীর ওপরে ভিত্তি করে নৃত্য। দ্বিতীয় পর্বে ছিল অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ধনদেবী লক্ষ্মীর অপমানিত হয়ে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ এবং নারায়ণের তিরুপতি বালাজি হয়ে ওঠার গল্প নিয়ে নৃত্য আলেখ্য ‘পদ্মালয়া’। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সোনার তরীর শিল্পীরা ছাড়াও কলকাতা, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের নৃত্যশিল্পীরাও অংশ নিয়েছিলেন। অত্যন্ত মনোগ্রাহী এই অনুষ্ঠানটি পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকরা খুবই উপভোগ করেন। অনুষ্ঠান পরিকল্পনার মুনশিয়ানায় শেষপাতে ছিল অত্যন্ত জমজমাট প্রাদেশিক লোকনৃত্যের কোলাজ। আর এই কোলাজ ছাপ রেখে যায় সকলের মনে। তারই রেশ ধরে শেষ হয় সোনার তরীর সমাবর্তন।

- *ছন্দা দে মাহাতো*

আবেগঘন।। *শিলিগুড়িতে সোনার তরী নৃত্য সংস্থার অনুষ্ঠান।*

সমবেত।। *আলিপুরদুয়ারে ‘তারারা’ পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠানে।*

সাহিত্যসন্ধ্যায় পত্রিকা প্রকাশ

আশুতোষ বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী স্বাগতা বিশ্বাস দুজনেই সাহিত্যসেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন দীর্ঘ সময়।

তাঁদের সম্পাদনায় ‘তারারা’ সাহিত্যের আলোকপত্র মার্চ ২০২৫ সংখ্যা নববর্ষের এক মনোরম সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়ে গেল সম্প্রতি।

পত্রিকার কার্যনির্বাহী দপ্তর আলিপুরদুয়ার জেলা শহরে। প্রকাশ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, সংস্কৃতিপ্রাণা সাহিত্যসেবক এবং স্থানীয় লিটল ম্যাগাজিন পত্রিকার সম্পাদকরা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সদ্য সাহিত্যে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি সুবোধ সরকারের উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্স প্রীতির কথা, তাঁদের সাহচর্য লাভের অমলিন স্মৃতিকথা শোনালেন কবি বেণু সরকার। উত্তরবঙ্গের বইগ্রাম স্রষ্টা পার্থ সাহা—‘তারারা’ পত্রিকা আলিপুরদুয়ার জেলার সাহিত্য আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বলেই উল্লেখ করেন। কবি উত্তম চৌধুরী, সুব্রত সাহা, অম্বরীশ ঘোষ, অভ্রনীল দাস, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী (শেলি), অভিজিৎ ভৌমিক, মিহির দে, দেবাশিস ভট্টাচার্য, সৌভিক বণিক, রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক, অমৃতা দাস প্রমুখের স্বরচিত কবিতার উচ্চারণে তারারা-প্রকাশ সন্ধ্যায় নেমে এসেছিল হিরণ্ময় দীপ্তি। সম্পাদকদ্বয় তাঁদের বক্তব্যে জানান, পত্রিকাটির এই সংখ্যাটি প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, বই-পত্রিকা আলোচনা এবং ডাকবাক্স দিয়ে সাজানো হয়েছে। শিক্ষিকা এবং বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীর দুটি রবীন্দ্রসংগীত এই সন্ধ্যাকে অনবদ্য করে তুলেছিল।

–*রাজু সাহা*

সচেতনতার জন্য : *৮ মে ছিল বিশ্ব থ্যালাসিমিয়া দিবস। এই উপলক্ষ্যে ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম ও গ্রিন এনভায়রনমেন্ট প্রিজারভেশন সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে থ্যালাসিমিয়াকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িতে একটি পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। দেখে অনেকেই প্রশংসা করলেন।* –*নিজস্ব প্রতিবেদন*

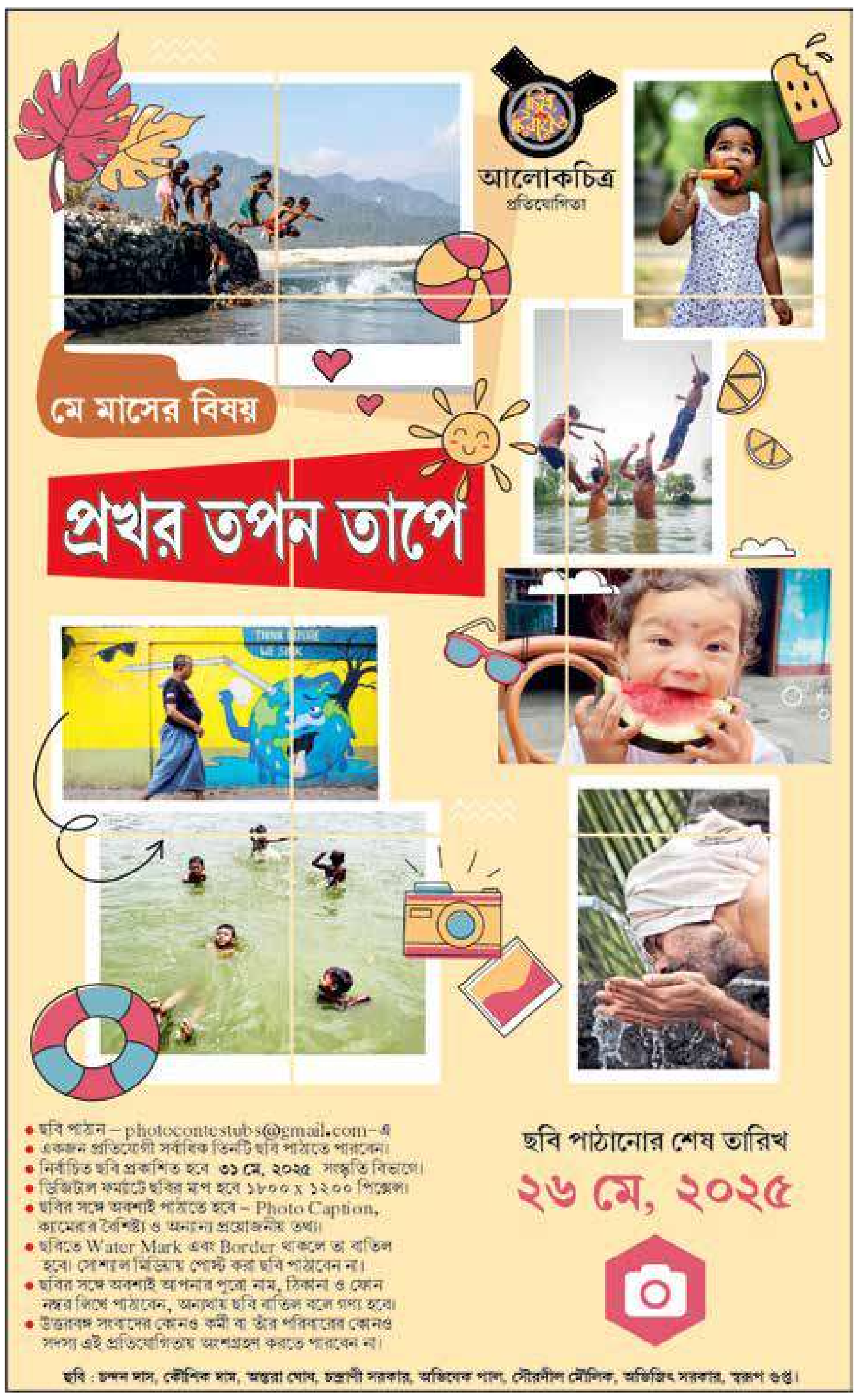

বইটই

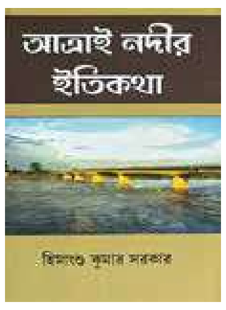

নদীকে নিয়ে

আত্রেয়ী। দক্ষিণ দিনাজপুরের অনেক কিছু এই নদীকে কেন্দ্র করেই। একে নিয়ে জানতে উৎসাহী পাঠকের মনে বহু প্রশ্ন। হিমাংশুকুমার সরকারের লেখা **আত্রাই নদীর ইতিকথা** সহজেই পাঠকের সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবে। বইটি মোট বারোটি পর্বে বিভক্ত। নদীর কথা, একে কেন্দ্র করে গুপ্ত যুগের সংস্কৃতি, এর তীরে প্রাচীন শৌখিন দ্রব্যের খোঁজ বা নিমদিঘির যুদ্ধ, সশস্ত্র বিপ্লব; একটা নদীকে কেন্দ্র করে এত কিছু যে হতে পারে তা হয়তো অনেকে সাধারণ ভাবনায় ভাবতে পারবেন না। প্রচ্ছদে নদীর একটি ছবি, ভিতরে আত্রেয়ীর গতিপথের একটি ম্যাপ আছে। চিরকালের মতো সংকলনে রেখে দেওয়ার মতো বই।

অব্যাহত প্রচেষ্টা

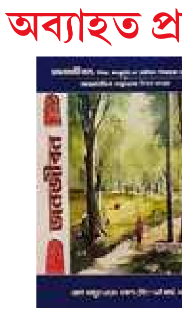

১৯৮৯ সালে আত্মপ্রকাশ। পাঠকস্বার্থে তারপর থেকে সদর্থক প্রচেষ্টা অব্যাহত। আলিপুরদুয়ারের চাপরেরপার থেকে প্রকাশিত **জনজীবন** পত্রিকার **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংখ্যা** কিছুদিন আগে পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। রামেশ্বর রায় সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যা প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, বই সমালোচনার পাশাপাশি টুকরো খবর দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাজানো। রণজিৎ মালাকারের ‘অমর একুশে : আজ কাল পরশুর গল্প’ পাঠককে ইতিবাচক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। ভগীরথ দাসের লেখা ‘কামরূপ কামতা কথা’ নানা অজানা তথ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরে। রাজবংশী ভাষায় যোগীন্দ্রনাথ দাসের লেখা ‘জোলার বাপের শ্রাদ্ধ’ নাটকটি এই সংখ্যার উপরিপাওনা।

গৌরবময় ১৮

১৮ বছর সময়টা কম সময় নয়। সময় ভালো হয় আবার খারাপও। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাল না ছাড়ার নামই হল সংগ্রাম। সেই লড়াই লড়েই ১৮ পেরিয়ে ১৯-এ পা রাখল কোচবিহার থেকে প্রকাশিত পত্রিকা **উত্তরপ্রসঙ্গ**। এই সময়কালে বহু অনন্য বিষয়কে মলাটবন্দি করে পত্রিকা পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছে। **১৯তম বর্ষের ১-২ সংখ্যায়** তাদের নিবেদন ‘ফোকাস স্থানিক চর্চা’।’’ দেবব্রত চাকির লেখা ‘দেশীয়রাজ্য কোচবিহারে প্রজামণ্ডল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’, উম্মে হাবিবার ‘মুজিব-ইন্দিরার রাজনৈতিক সম্পর্ক : একটি বিশ্লেষণ’, অপরেশ লাহিড়ির ‘কোচবিহারে নাটক এবং যাত্রাপালা’র মতো লেখাগুলি পড়তে বেশ।

সপ্তম বর্ষে

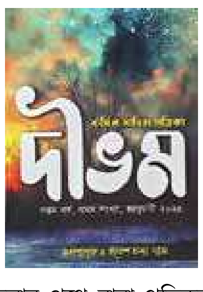

চলার পথে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলেও উত্তর দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত **দীভম** সাহিত্য পত্রিকা তার পথ চলাকে অম্লান রেখেছে। ভবেশচন্দ্র দাস সম্পাদিত এই পত্রিকার **সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা** সম্প্রতি পাঠকদের হাতে এসেছে। সম্পাদকের লেখা ‘কামারপুকুর, জয়রামবাটী ও বিষ্ণুপুরে ভ্রমণ’ লেখাটি যাঁরা ঘুরতে ভালোবাসেন তাঁদের বেশ ভালো লাগবে। সুনীল চন্দের লেখা ‘পান নিয়ে লোককথা লোকগান’ লেখাটি বেশ অন্যরকম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রশিল্পী হিসেবে কতটা উঁচুদরের ছিলেন তা রঘুনাথ ভট্টাচার্যের লেখাটিতে পরিষ্কার। কবিতা এই পত্রিকার প্রাণভোমরা। তাই এই সংখ্যাতেও প্রচুর কবিতার ঠাঁই।

অন্য স্বপ্ন

‘আমার শহরে রোজ বৃষ্টি হচ্ছে/ কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়েছে সকাল।’ লিখেছেন কোচবিহারের বিক্রম শীল। এটি তাঁর লেখা ‘অলিখিত স্বপ্ন’ কবিতার শুরুর দুটি লাইন। যা আরও ১১টি কবিতাকে সঙ্গী করে প্রকাশিত হয়েছে বিক্রমের লেখা **প্রজাপতি স্বপ্নের এপিটাফ** কবিতা-সংকলনে। বিক্রম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। পাশাপাশি, ইংরেজি সাহিত্য নিয়েও পড়াশোনা করেছেন। কবিতা লেখার পাশাপাশি গান লেখা বা গান গাওয়াটাও খুবই পছন্দের। ‘নেট ফড়িং’ অনলাইন ম্যাগাজিন সম্পাদনার পাশাপাশি অভিনয় জগতের সঙ্গেও যুক্ত। বইটির প্রতিটি কবিতাই পড়তে বেশ। সমস্ত কবিতায় অনায়াসে জীবনকে স্পর্শ করে। শুভজিৎ মল্লিকের আঁকা প্রচ্ছদটি অন্যরকমের।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

যুদ্ধ নিয়েই যত আলোচনা

জেলা প্রশাসনের সমন্বয় বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ৯ মে : শুক্রবার বিকেলে সেনাবাহিনী ও বিএসএফকে নিয়ে সমন্বয় বৈঠক করল জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। জেলা প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ থেকে স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পূর্ত, সেচ সহ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে সমন্বয় বৈঠক করা হয় জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তের রাজ্য থেকে যাতে সন্দেহভাজন কেউ সড়ক বা রেলপথে এখান দিয়ে যাতায়াত করতে না পারে, সেদিকে নজরদারি কেমন রয়েছে, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে জলপাইগুড়ি সদর ও রাজগঞ্জ ব্লকে। সদর ব্লকে কিছু এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। সেখানে বিএসএফ পাহারায় রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত বাহিনীও আনা হয়েছে। জেলার বিন্নাগুড়ি, ডামডিম, বাগ্রাকোট সেনাছাউনির সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে ডামডিমের সেনা আধিকারিকরা ও বিএসএফের রানিনগর ক্যাম্পের আধিকারিকরা হাজির ছিলেন।

বৈঠকে এনডিআরএফ-এর আধিকারিকরা জানান, যে কোনও বিপর্যয় মোকাবিলায় তাঁদের টিম সর্বদা প্রস্তুত। সিভিল ডিফেন্সকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের স্ট্র্যাটেজিক এলাকা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, এদিন বৈঠকে সকলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলার জন্য বলা হয়েছে। জেলা শাসক শামা পারভিন জানান, বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করা হয়েছে। বৈঠকে এসডিও-দের ডাকা হয়।

নিরাপত্তার মোড়কে দিল্লি, ফাঁকা স্বর্ণমন্দির

তিনের পাতার পর

যুদ্ধপ্রস্তুতির ইঙ্গিত দিল রাজধানীর বুকে। দিল্লি পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও আধাসামরিক বাহিনী ব্যস্ত মক ড্রিলে।

বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এবং নাশকতা-বিরোধী স্কোয়াড চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে শহরের প্রতিটি মল, হোটেল, মেট্রো স্টেশন, বাজার ও জনবহুল এলাকায়। সীমান্ত চৌকি ও মেট্রো স্টেশনগুলোতেও চলছে সর্বোচ্চ নজরদারি। দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার অভিষেক ধানিয়া জানিয়েছেন, শুধু ময়ূর বিহার ফেজ-১ মেট্রো স্টেশনে ৪১টি ক্যামেরা ও প্রতিটি শিফটে ৯ জন করে সিআইএসএফ কর্মী সদা প্রস্তুত।

যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগে কালোবাজারি এবং মজুতদারির আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় চণ্ডীগড়ের বাসিন্দারা ইতিমধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, জ্বালানি তেল মজুত করা শুরু করেছেন। চণ্ডীগড় প্রশাসন অবশ্য স্থানীয় বাসিন্দাদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কেউ কৃত্রিম অভাব তৈরি করলে, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি করলে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিঘ্ন ঘটালে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের আশ্বাস, সবকিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে।

তরুণ ধৃত

নকশালবাড়ি, ৯ মে : মাদক সহ এক তরুণকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল এসএসবি। বৃহস্পতিবার দয়ারামজোত এলাকায় ওই তরুণকে দেখে সন্দেহ হয় এসএসবির মণিরামজোত ৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের। জেরায় সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা মণিরুল হকের তল্লাশি চালানো হয়। ক্যারিব্যাগে থাকা ২১৫ গ্রাম কোকেন উদ্ধার হয়।

উত্তরের পর্যটনে কালো মেঘ

সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল। অপরদিকে বিমান বাতিল হচ্ছে একের পর এক। যার প্রভাব পড়ছে পর্যটন ব্যবসায়। ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের আকাশসীমা পেরিয়ে আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০ শতাংশ বুকিং বাতিল হয়েছে। পরিস্থিতি এমন থাকলে বড় ক্ষতির আশঙ্কায় ডুয়ার্সের কয়েক হাজার পর্যটন ব্যবসায়ী। খোঁজ নিলেন **শুভদীপ শর্মা**।

শুনসান গরুমারা গেট।

দিন বদল

নতুন বছরের পর, গ্রীষ্মের ছুটি। এক মাস ধরে বন্ধ রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল। প্রতিবছর এই সময়টায় উত্তরবঙ্গের আনাচে-কানাচে উপচে পড়ে পর্যটকের ভিড়। চলতি বছর দিনকয়েক আগে পর্যন্ত বুকিং বাড়ছিল। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছে হোটেল-রিসর্টের খোঁজ নেওয়ার জন্য ফোন আসছিল। তবে মঙ্গলবার রাত থেকে ভারত-পাক সম্পর্কের উত্তেজনা ও তার জেরে সরকারি ছুটি বাতিল হওয়ায় পরিস্থিতি আমূল বদলে গিয়েছে। বুকিং বাতিল হচ্ছে।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের কথা

গত সপ্তাহখানেক ধরে ডুয়ার্সে বেড়াতে আসার জন্য পর্যটকদের লাগাতার ফোন আসছিল একের পর এক। তবে ভারত-পাক উত্তেজনা দেখা দেওয়ায় ফোন আসা যেমন বন্ধ হয়েছে, তেমনই কিছু বুকিংও বাতিল হয়েছে। কলকাতার একটি পর্যটক দলের এদিন অগ্রিম টাকা পাঠানোর কথা ছিল। টাকা পাঠানো তো দূরের কথা তাঁদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁরা ফোন পর্যন্ত ধরেননি।

দিব্যেন্দু দেব, সম্পাদক, লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

ইতিমধ্যেই প্রায় ১০ শতাংশ বুকিং বাতিল হয়েছে। যা পরিস্থিতি তাতে আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় সেটি এখন দেখার।

সম্রাট সান্যাল, সাধারণ সম্পাদক, ইস্টার্ন হিমালয়া ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন

পর্যটকদের কথা

আমার মেয়ে সায়নী অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। মেয়ের স্কুলের ছুটি থাকায় ভেবেছিলাম নিজেও ছুটি নিয়ে আগামী ১০ মে চারদিনের জন্য ডুয়ার্স সফরে আসব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ছুটি বাতিল হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে আর ঘুরতে আসব কি না, তাও ঠিক নেই।

সন্দীপন পাল, কলকাতা

আমি এবং আমার এক বন্ধু ও তার পরিবারের দার্জিলিং ঘুরতে আসার কথা ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরো পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছি। আগামীতে পরিস্থিতি দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেব।

ঋতব্রত সরকার, কলকাতা

অবসরের পরেও রক্তে প্রতিশোধ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৯ মে : সালটা ১৯৬৫। শত্রুপক্ষের আক্রমণে বাঁ পায়ে গুলি লাগে তাঁর। এরপর তিন মাস হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ১৯৭১ সালে ফের পাকিস্তানের মুখোমুখি হন অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসেনার জওয়ান কোচবিহারের যোগেশচন্দ্র সরকার। বর্তমানে ওই জওয়ান ৮৩-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তবে মনের জোর এতটুকুও কমেনি। শহরের নিউটাউন এলাকার বাড়িতে বসে টিভিতে নজর রাখছেন। ভারত-পাকিস্তানের আক্রমণ, পালটা আক্রমণ দেখে পাকিস্তানের ওপর তিনি কার্যত ফুঁসছেন।

পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে ঠিক সেই ভাষাতেই তাদের জবাব দেওয়া হোক, চাইছেন তিনি।

যোগেশের কথায়, '১৯৬৫ ও ১৯৭১ সাল, দু'বার আমি যুদ্ধে লড়াই করেছি। সেই সময়ের তুলনায় এখন ভারত অনেক বেশি শক্তিশালী। অনেক উন্নত সামগ্রী আমাদের কাছে আছে। আমরা আগেও বারবার পাকিস্তানকে হারিয়েছি। যদি পাকিস্তান না শুধরোয় তাহলে এখন আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে হবে।'

১৯৬৩ সালে এয়ার ফোর্সে কাজে যোগ দেন অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান যোগেশ। ১৯৬৫ সালে যখন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ হয় তখন তিনি ব্যারাকপুর এয়ার ফোর্সে কর্মরত। সেখানকার ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার ও টেলি কমিউনিকেশন ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। যুদ্ধে প্রেক্ষাপটের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, '১৯৬৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। আমি মেসে খাচ্ছিলাম। হঠাৎই শত্রুপক্ষ আক্রমণ চালায়। আমার বাঁ পায়ে গুলি লাগে। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনী শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাবও দিয়েছিল।' এরপর বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত ছিলেন যোগেশ। ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তানের সঙ্গে ফের যুদ্ধ শুরু হয় তার এক বছর আগে থেকেই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল যোগেশদের। যুদ্ধের সময় পঞ্জাবের বার্নালা এয়ার ফোর্সে কর্মরত ছিলেন। সেখানকার যুদ্ধবিমান চলাচলের 'রাডার'-র দায়িত্বে ছিলেন তিনি। একাত্তরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যোগেশ বলেন, 'যুদ্ধে দুই পক্ষই আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ করছিল। আমি যে

অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান যোগেশচন্দ্র সরকার।

রাডারের দায়িত্বে ছিলাম ৩ ডিসেম্বর মধ্যরাতে সেই রাডারে আক্রমণ করা হয়। দ্রুত দিল্লি থেকে হেলিকপ্টারে করে যন্ত্রাংশ এনে রাডার সিস্টেম চালু করা হয়েছিল।'

১৯৭৮ সালে অবসরের পর এলআইসি-তে দীর্ঘবছর কাজ করেছেন যোগেশ। বর্তমানে বাড়িতে তিনি একাই। ছেলে অভিজিৎ সরকার কানাডায় বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে তিনি প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে ভারত যাতে পাকিস্তানকে উপযুক্ত শাস্তি দেয় সেই আবেদন করছেন।

যোগেশ বলেন, 'পাকিস্তান বারবার যেভাবে সন্ত্রাস তৈরি করছে ভারত প্রত্যুত্তর দিয়ে একদম ঠিক কাজ করেছে। যদি এরপর পাকিস্তান আর একটুও বাড়াবাড়ি করে তাহলে ভারতের উচিত হবে যুদ্ধের মাধ্যমে জবাব দেওয়া।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ৯ মে : বাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত বিশ্বজিৎ দাস (৫২) নকশালবাড়ির রথখোলার বাসিন্দা। ভারত-নেপাল সীমান্তের কোয়ার্টার মোড়ে শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। এশিয়ান হাইওয়ে-২ দিয়ে পানিট্যাঙ্কি থেকে নকশালবাড়ির দিকে মোটর সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন বিশ্বজিৎ। দ্রুতগতির একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর বাইকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় বিশ্বজিতের। তবে ট্রাকটি দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনার জেরে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ফাঁড়ির ওসি প্রতাপ লেপচা জানিয়েছেন, শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে।

লাল সতর্কতা

কিশনগঞ্জ, ৯ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর কিশনগঞ্জজুড়ে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে জাতীয় সড়ক, বাসস্ট্যান্ড, হাসপাতাল, বিদ্যুৎকেন্দ্র, রেলস্টেশন সহ বিভিন্ন জায়গায় সতর্কতা জারি করা হয়। জাতীয় সড়কে চলাচলকারী যানবাহনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে, অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ভারত-নেপাল সীমান্তে বিশেষ নজরদারি চালু করা হয়েছে। পুলিশ ও এসএসবি যৌথভাবে কিশনগঞ্জ, আরারিয়া, সুপল, মধুবনি, পূর্ব ও পশ্চিম চম্পারণ ইত্যাদি এলাকায় টহল দিচ্ছে। এই বিশেষ পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মীদের সব ধরনের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। পূর্ণিয়া পুলিশ রেঞ্জের ডিআইজি প্রমোদকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, কিশনগঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থানকে মাথায় রেখে সতর্কতা জারি হয়েছে।

কবি প্রণাম

কিশনগঞ্জ, ৯ মে : কিশনগঞ্জে শুক্রবার সাড়ম্বরে পালিত হল কবিগুরুর ১৬৫তম জন্মদিন। সন্ধ্যার পরে কিশনগঞ্জ ক্লাবের উদ্যোগে কবি প্রণামের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পী ও খুদেরা কবিগুরুর গান, কবিতা ও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।

পিলার সরানোর দাবি

ভারত-পাক যুদ্ধের আঁচ বক্সিপাড়াতেও

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ মে : ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশ গঠনের এক বছরের মধ্যে ভারত-পাকিস্তান (বিপি) লেখা সীমান্ত পিলার বসানো হয়েছিল। জলপাইগুড়ির দক্ষিণ বেরুবাড়ির বৈকুণ্ঠপুর তেলধার ছিটমহলের বক্সিপাড়ায় এখনও সেই পিলার রয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় সেই স্মৃতিচিহ্ন তুলে ফেলে ভারত-বাংলাদেশের নামের পিলার বসানোর দাবি তুললেন স্থানীয়রা। অনেকের মতে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মলগ্নেই বিপি লেখা সীমান্ত পিলারের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। এবিষয়ে দক্ষিণ বেরুবাড়ি প্রতিরক্ষা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সারদাপ্রসাদ দাস বলেন, 'বক্সিপাড়ায় আজও দুই দেশ ভাগের সময়কার পিলার অনেক স্মৃতি নিয়ে টিকে রয়েছে। তবে এখন মানুষ ভারত-বাংলাদেশের ত্রিভুজাকৃতি সীমান্ত পিলার বসানোর অপেক্ষায় রয়েছেন।'

এই মুহূর্তে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। দেশভাগের এক বছর পর দুই দেশের সীমান্তে প্রচুর বিপি লেখা সীমান্ত পিলার বসেছিল। আজও

পাকিস্তানের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সীমান্ত পিলার।

জলপাইগুড়ির দক্ষিণ বেরুবাড়ির বৈকুণ্ঠপুর তেলধার ছিটমহলের বক্সিপাড়ায় সেই পিলার দাঁড়িয়ে রয়েছে। বর্তমানে সেই পিলারই গ্রামের মানুষের আলোচনার শীর্ষে পৌঁছেছে। কবে ওই এলাকায় ভারত-বাংলাদেশের ত্রিভুজাকৃতি সীমান্ত পিলার বসবে সেই অপেক্ষায় রয়েছেন বাসিন্দারা।

পিলারের গায়ে কয়েক বছর আগেও বিপি লেখা বোঝা যেত। বর্তমানে কংক্রিটের চাদর উঠে গিয়েছে। দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন সময়ে পিলারের নীচে থাকা লোহার রডগুলিও চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। বক্সিপাড়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ সরকারের চাষের জমিতেই বিপি পিলার রয়েছে। ৭১ বছরের যতীন্দ্রনাথ বলেন, '১৯৪৭ সালের পরে দুই দেশ সীমান্ত জরিপ করে বিপি লেখা পিলারগুলি বসিয়েছিল। পরে ১৯৮৪-'৮৬ সালেও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণের সময় ভারত ও বাংলা লেখা ত্রিভুজাকৃতি পিলার বসানো হয়।' জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকাতেই বর্তমানে ওই পিলার রয়েছে। তাহলে তাঁদের গ্রামে কেন পাকিস্তানের পিলার থাকবে, প্রশ্ন বক্সিপাড়ার বাসিন্দাদের।

ড্রোন হামলা আটকাল

প্রথম পাতার পর

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অসামরিক বিমানকে বর্ম হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, যাত্রীবাহী বিমানের জন্য পাকিস্তান নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করেনি। উলটে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী শহরকে নিশানা করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র পাঠানোর জন্য পাকিস্তান অসামরিক বিমানগুলিকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

উইং কমান্ডার সিং বলেন, 'পাকিস্তান জানত, তাদের হামলার জবাব দেবে ভারত। ফলে দুই দেশের সীমান্তের কাছ দিয়ে আন্তর্জাতিক রুটের বিমান ওড়ানো মোটেই নিরাপদ ছিল না।' কর্নেল সোফিয়া জানিয়েছেন, ৭ ও ৮ মে রাতে পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান ৩০০-৪০০ ড্রোন ব্যবহার করে ভারতের ৩৬টি সামরিক এলাকায় আঘাত হানার চেষ্টা করে।

তিনি বলেন, 'ড্রোনগুলির অধিকাংশই তুরস্কে তৈরি আসিসগার্ড সঙ্গার মডেলের। লক্ষ্য ছিল আমাদের এয়ার ডিফেন্স ব্যবস্থা যাচাই এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ।' ভারত পালটা একাধিক ড্রোনকে গুলি করে নামায়। দু'পক্ষের লড়াইয়ের মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীরে বৃহস্পতিবার রাতে একদল জঙ্গির অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করে দেয় বিএসএফ। সাতজন জঙ্গি মারা যায় বিএসএফের গুলিতে।

অন্যদিকে, ভারতীয় সেনাকে দেওয়া হল টেরিটোরিয়াল আর্মিকে ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার। সেনার রসদ পৌঁছানো, চেকপোস্ট নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি কাজে এই বাহিনীকে কাজে লাগানো হবে। ১৪টি ব্যাটালিয়ন মোতায়েনের ছাড়পত্র পেয়েছে। টেরিটোরিয়াল আর্মিতে অফিসার, জুনিয়ার কমিশনড অফিসার, নন-কমিশনড অফিসার এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো পদধারী অন্যান্য কর্মীদের পাশাপাশি অসামরিক পেশার লোকেরা রয়েছেন। বহু সফল ক্রীড়াবিদ, যেমন কপিল দেব, শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, নীরজ চোপড়া, অভিনব বিন্দ্রা, রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোররা এই সামরিক সম্মানের অধিকারী। তাঁদেরও ডাকা হতে পারে। শুক্রবার তিন বাহিনীর প্রধান, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে ওই বৈঠক করেন নরেন্দ্র মোদি। ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর অগ্রগতি, সীমান্ত পরিস্থিতি এবং পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয় তাঁদের। রাজনাথ বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে বলেন, 'ভারত তার আকাশসীমাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং শত্রুপক্ষের সবক'টি চেষ্টা উন্নত বায়ু প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিহত করে।' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, সমস্ত ব্যাংক যেন তৈরি থাকে। কোনও সংকটের মুখোমুখি হলে দেশের সব নাগরিক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেন নিরবচ্ছিন্ন ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। হাসপাতালগুলিকে রক্ত, ওষুধ, অক্সিজেন ও ট্রমা কিট মজুত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পেট্রোল-ডিজেল ও গ্যাসের সংকটের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ায় ইন্ডিয়ান অয়েল জানিয়েছে, 'যথেষ্ট জ্বালানি ও গ্যাস মজুত রয়েছে। আতঙ্ক ছড়াবেন না, অপ্রয়োজনে কিছু মজুত করার দরকার নেই।'

চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠকে নরেন্দ্র মোদি। ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও। শুক্রবার।- পিটিআই

ভুলে থাকি যুদ্ধের আঁচে

তিনের পাতার পর

সরকারের গা গরম করা বিবৃতিতে আসমুদ্রহিমাচল উত্তেজনার পারদ চড়ছিল ক'দিন ধরে। কেউ কেউ অধৈর্য হচ্ছিলেন, আরে মশাই, ৫৬ ইঞ্চি করছেনটা কী! মুরোদ নেই নাকি! পারলে আমরাই যেন মার্চিং অর্ডার দিই সেনাবাহিনীকে।

প্রত্যাশা পূরণের সেই উত্তেজনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের সকালে ঘুম ভেঙে মনে পড়ে গেল তাঁর অমোঘ বার্তা, 'নীল আকাশের কোন সুদূরে আছ/ তুমি যেথা দাঁড়ায়ে/ সেথা হতেই শান্তির বাণী দাও দুটি/ হাত বাড়ায়ে...।' যিনি শিখিয়ে গিয়েছেন, 'আমাদের আশ্রয়স্থল মানবতা।... দেশপ্রেমকে মানবতার ওপরে জয়লাভ করতে দেব না।' জঙ্গিদের লেলিয়ে দিয়ে মানবতাকে খুন করেছে পাকিস্তান। তার শাস্তি সেদেশের সরকার, সেনার প্রাপ্য। উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে সেই শাস্তি দিয়েছে ভারত।

অতঃপর ভাবী প্রজন্মের জন্য কী বার্তা? যে প্রজন্মের বড় সমস্যা এখন লেখাপড়া। আমাদের রাজ্যে এখন গরমের ছুটি। যেন অনন্ত ছুটি! কবে স্কুল খুলবে, এতদিন কেউ জানত না। ছুটির দিন মাস্টারমশাই, দিদিমণিরা ছাত্রদের বলে দিতে পারেননি, কবে আবার স্কুলে আসতে হবে। অলিখিত একলাইনের সরকারি বার্তা আছে... পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ছুটি চলবে। অবশেষে এল পরবর্তী নির্দেশ, জুনের ১ তারিখ পর্যন্ত টানা ছুটি।

দীর্ঘ ছুটি মানে স্কুলে সিলেবাস শেষ না হওয়ার বিপদ। পড়াশোনা এগিয়ে নিতে কতটা সর্বনাশ, জানে পড়ুয়ারাই। ইতিমধ্যে আমরা যেন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির কথা ভুলে গিয়েছি। যুদ্ধের উত্তাপে যেন মুছে যাচ্ছে চাকরি বাতিলে ২৬ হাজারের কান্না, চোখের জল। প্রাইমারির ৩২ হাজারের চাকরি যে আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলছে, তাও গৌণ হয়ে যাচ্ছে।

স্কুলে স্কুলে পড়ানোর শিক্ষক কম, ঘণ্টা বাজানোর শিক্ষাকর্মী নেই ইত্যাদিতে চরম শিক্ষা বিপর্যয়ের সবচেয়ে বেশি খেসারত তো দিতে হচ্ছে ভাবী প্রজন্মকে। যাদের আমরা দেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়ে থাকি। যুদ্ধের আবহে যাদের মক ড্রিলে অংশগ্রহণ করানো হচ্ছে কোথাও কোথাও। সাইরেন বাজলে কী করতে হবে, কোথায় লুকোতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ অনির্দিষ্টকালের গরমের ছুটি পড়ুয়াদের অনেক বিড়ম্বনাকে যেন আড়াল করে দিচ্ছে।

স্কুল যবেই খুলুক, সিমেস্টার সিস্টেমে দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম পরীক্ষা সেপ্টেম্বর মাসে নির্ধারিত হয়ে আছে। অথচ ওই ক্লাসের বাংলা, ইংরেজি ইত্যাদি বিষয়ের সরকারি বই এখনও দেওয়া হয়নি পড়ুয়াদের। ইতিমধ্যে সিলেবাস বদলে গিয়েছে। পুরোনো বই পড়ে লাভ নেই। গোটা ছুটিটা ওইসব বই না পড়ে স্কুল খুললে পরীক্ষা দেবে কীভাবে! কে ভাববে এসব? সমাধানের পথ কে দেখাবে? কোথাও আলোচনা নেই।

শিক্ষকসংকট পশ্চিমবঙ্গে নতুন নয়। দু'বছর আগে মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ বন্ধ করে দিতে হয়েছে পড়ানোর শিক্ষক না থাকায়। সুনাম থাকলেও একই পরিস্থিতি ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুলে। প্রাক্তনীরা কোনওরকমে লেখাপড়াকে টিকিয়ে রেখেছেন। বাংলায় শিক্ষকের অভাব পঠনপাঠনের বড় বাধা। ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল সেই সংকটে নিঃসন্দেহে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

আপাতত সরকারের ভাষায় 'যোগ্য' শিক্ষকদের স্কুলে ফিরিয়ে জোড়াতালি ব্যবস্থা চালু করতে না করতে গরমের ছুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। ডিসেম্বরে এই যোগ্যদের মেয়াদ ফুরোলে পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর হবে, ভাবতে ভয় লাগে। তাছাড়া অস্বীকার করা তো যাবে না যে, এই অপমান, অনিশ্চয়তায় শিক্ষকদের মনোবল তলানিতে ঠেকেছে। শিক্ষককুলের সেই বিধ্বস্ত পরিস্থিতিও চাপা পড়ে যাচ্ছে যুদ্ধের উত্তেজনায়। সরকারি কৌশলে, দিশাহীনতায় শিক্ষক আন্দোলন ইতিমধ্যে কার্যত ছত্রভঙ্গ।

শিক্ষকদের যন্ত্রণা, তাঁদের পরিবারের উদ্বেগ ইত্যাদি যেন চাপা পড়ে গেল পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়ার উল্লাসে। রবীন্দ্রনাথ মানবতার জয়গানের শিক্ষা ভুলে আমরা চলেছি ভিন্ন পথে। অন্যদিকে, যে শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তাঁদের প্রতি সমাজের সন্দেহের চোখ প্রভাব ফেলছে পড়ুয়াদের ওপর। এই শিক্ষকদের কাছে শেখার আগ্রহ কতটা থাকবে, সন্দেহ জাগে। শিক্ষা কেলেঙ্কারিতে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় যে পড়ুয়াদেরই।

যাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাতে ব্যস্ত আমরা। অথচ শিক্ষার অভাব যাদের বিশৃঙ্খলার পথে ঠেলে দিতে পারে। উদাহরণ বাংলাদেশ।

আমি তো আছি, ভরসা রাখুন... ইত্যাদি স্তোকবাক্য অনেক শুনেছেন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরি ও বেতনের স্বস্তি ছাড়া আর কোনও পদক্ষেপ কিন্তু দেখেননি তাঁরা। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, 'চিরনূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ।' ফন্দিফিকির, অসততা সরিয়ে শিক্ষার বাগানে ফুল ফোটাতে না পারলে সেই ডাক কি সার্থক করা যাবে! যুদ্ধের নামে ভুল খবর, ফেক ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে যে পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, তাতে শিক্ষার কোন ফুল ফুটবে বলুন তো!

পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের চারপাশে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে, 'নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস', তাদের জন্য এই বোধটা তৈরি হওয়া দরকার, 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস...।' তবে 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে' ঘরে ঘরে প্রস্তুতি আছে কি আদৌ!!

গ্রামে বাংলাদেশি

তিনের পাতার পর

বায়ুসোনার বাগডোগরা ছাউনি। ফলে স্পর্শকাতর এলাকা সংলগ্ন গ্রাম থেকে এক বাংলাদেশির ধরা পড়া এবং জেরায় নানা সময় বিভিন্ন বয়ান দেওয়ায় রহস্য দেখা দিয়েছে। বিষয়টি সন্দেহের চোখে দেখছে সেনা ও পুলিশ। তার মধ্যে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন কর্মী হিসেবে ওই ব্যক্তি নিজের পরিচয় দিয়েছে। জেরায় বলেছে, বাংলাদেশের ময়নামতির গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করত। অবসর নিয়েছে। কবে অবসর নিয়েছে, তা অবশ্য জানায়নি। তবে বাড়িতে পাঁচ সন্তান রয়েছে বলে জানায়। সে একবার বলেছে, ৪-৫ মাস আগে ভারতে ঢুকেছে। পরবর্তীতে তার মুখ থেকে শোনা গিয়েছে ৪-৫ দিন আগের কথা। বাংলাদেশের রংপুর জেলার বাঁদরগঞ্জ থানায় বাসিন্দা বলে সে দাবি করেছে। নৌকা করে নদী পেরিয়ে কাজের খোঁজে ভারতে এসেছে বলেও তার দাবি। তবে কোন নদী বা এলাকা, তা স্পষ্ট করেনি। এতদিন কোথায় ছিল, তাও পরিষ্কার করেনি। তবে জেরায় সেনা আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, এমএম তরাই গ্রামে প্রবেশের আগে ব্যাংডুবিতে ঘোরাঘুরি করেছে। এদিন পুলিশ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা, সেনা গোয়েন্দারা দফায় দফায় তাকে জেরা করছেন। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'হেপাজতে নিয়ে খতিয়ে দেখা হবে নাম, পরিচয় সহ সমস্ত কিছুই।'

বাজেয়াপ্ত বিদেশি মদ

কিশনগঞ্জ, ৯ মে : আবগারি দপ্তর ও কিশনগঞ্জ থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে শুক্রবার সকালে ব্লক চকের কাছে ২৫২ লিটার বিদেশি মদ সহ একটি চার চাকার গাড়ি আটক করে। ঘটনায় গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আবগারি ইনস্পেকটর সুনীলকুমার শা জানিয়েছেন, এই মদ উত্তরবঙ্গ থেকে বিহারের বৈশালীতে পাচার করা হচ্ছিল। ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারকের নির্দেশে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

মিথ্যে খবরের মেকি যুদ্ধ

তিনের পাতার পর

ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফেও সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারীদের সেনাবাহিনীর চলাচলের ভিডিও তোলা ও তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তথ্য যাচাইয়ে বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক মহম্মদ জুবের জানিয়েছেন, 'যুদ্ধ নিয়ে ভুয়ো খবরের ৯০ শতাংশই তৈরি হচ্ছে পাক-নিয়ন্ত্রিত সমাজমাধ্যম থেকে।'

পাকিস্তানি অ্যাকাউন্ট থেকে ছড়িয়ে পড়া একটি ছবি দেখিয়ে দাবি করা হয়, জম্মুর বায়ুসেনার ঘাঁটিতে একাধিক বিস্ফোরণ হয়েছে। কিন্তু পিআইবি'র ফ্যাক্ট চেক বিভাগ জানায়, ছবিটি ২০২১ সালের অগাস্ট মাসে কাবুল বিমানবন্দরে বিস্ফোরণের। একটি ভাইরাল ভিডিওতে তেল ট্যাংকারের বিস্ফোরণ দেখিয়ে দাবি করা হয় যে, ওটা গুজরাটের হাজিরা বন্দরের ঘটনা।

পরে জানা যায়, আদতে ভিডিওটি ২০২১ সালের ৭ জুলাইয়ের একটি তেল ট্যাংকার বিস্ফোরণের পুরোনো ক্লিপ। পঞ্জাবের জলন্ধরে ড্রোন হামলা হয়েছে বলে একটি ভিডিও আসলে একটি কৃষিক্ষেত্রে আগুন লাগার ঘটনার।

অন্য একটি ভিডিওতে পাকিস্তানি হামলায় ভারতের '২০ রাজ ব্যাটালিয়ন'-এর একটি পোস্ট পুরো উড়ে গিয়েছে দাবি করা হয়। কিন্তু পিআইবি জানায়, ভারতীয় সেনায় '২০ রাজ ব্যাটালিয়ন' নামে কোনও ইউনিটই নেই।

সেনাবাহিনীর শুক্রবারের বিবৃতিতে যাচাই না করে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও এক্স-এ ছবি, ভিডিও পোস্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ধরনের পোস্ট শত্রুপক্ষের প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠছে। বৃহস্পতিবার রাতে 'পাকিস্তান ভারতের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে' শিরোনামে একটি ভিডিও ছড়ানো হয়। ভিডিওটি আসলে ২০২০ সালে লেবাননের বেইরুট বন্দরে বিস্ফোরণের।

রাজৌরিতে আত্মঘাতী হামলা নিয়েও গুজব ছড়ায়। পরে পিআইবি নিশ্চিত করে, ভিডিওটিও ভুয়ো। ভুয়ো খবর ঠেকাতে এখন পিআইবি-র সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে সাংবাদিক মহম্মদ জুবেরের ফ্যাক্ট চেকিং ওয়েবসাইট অল্টনিউজ। ভারত-পাকিস্তান নির্বিশেষে সংঘাত সংক্রান্ত যে কোনও ভুয়ো খবর চিহ্নিত করে তার নাড়িনক্ষত্র জানিয়ে দিচ্ছে ওই সংস্থা।

যদিও আগে তাঁকে দেশদ্রোহী, পাকিস্তানের দালাল ইত্যাদি বলে বিদ্ধ করে 'জাতীয় সংহতি নষ্টের' অভিযোগে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ভারত-পাক সংঘাতের আবহে তাঁকেই নায়কের সম্মান দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণপন্থী শিবিরের একজন লিখেছেন, 'মোদিকে শ্রদ্ধা করি, কারণ তিনি জাতীয়তাবাদী। এখন মনে হচ্ছে, আপনাকেও সেই জায়গায় বসাতে হবে।'

ভিড় জমেছে, বসেছে মেলা... কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেড ফেয়ার-২০২৫।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেড ফেয়ার জমজমাট

শিলিগুড়ি, ৯ মে : শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি থেকে শুরু করে ট্রেন্ডি অলংকার, সুগন্ধির সম্ভার নিয়ে এসেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেড ফেয়ার-২০২৫। এবার মেলার পঞ্চদশ বর্ষে বারাণসী, রাজস্থান, রাজকোট থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গার স্টল সেজে উঠেছে। কোথাও নজরে পড়বে জামদানির সম্ভার কোথাও আবার চোখ ধাঁধানো অলংকারের কালেকশন। এছাড়া রয়েছে ট্রেন্ডি টপ, কো-অর্ড সেটের বাহারি কালেকশন।

প্রতি বছরের মতো এবছরও শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ট্রেড ফেয়ার এসেছে। এসকে এন্টারপ্রাইসের পরিচালনায় এই মেলা হচ্ছে। মেলায় রকমারি খাবারের পাশাপাশি বাচ্চাদের খেলার জন্যও নানা জয়রাইড এসেছে। তবে এবছর প্রথম চণ্ডাল বুকসের স্টল থাকছে মেলায়। প্রতি বছর এই মেলাতে এসেই পছন্দের হ্যান্ডলুম, ঘিচা, জামদানি শাড়ি কিনে নিয়ে যান অনুপমা দত্ত। এবারও এসেছিলেন বান্ধবীদের সঙ্গে। বলছিলেন, 'এখানে বাংলাদেশের দোকানগুলিতে যা কালেকশন থাকে তা আর অন্য কোথাও পাওয়া মুশকিল। তাই এই মেলা হলেই কিনতে চলে আসি।'

মেলার মাঝে থাকা বেনারসি পানের স্টলের সামনেও ছিল বেশ ভিড়। সুমিত সরকারের কথায়, 'বেনারসি পান মানেই আলাদা এক স্বাদ। তাই কিনে নিয়ে যাচ্ছি।' এবছর মেলায় মোট ১০৩টি স্টল রয়েছে। যার মধ্যে বাইরের স্টল প্রায় পঞ্চাশ। খাবারের ১০টি স্টল রয়েছে। মেলার উদ্যোক্তা মনোতোষ সাহা বলছিলেন, 'আমাদের এই মেলা ঘিরে গোটা শহরের মানুষের অনেক উৎসাহ থাকে। এবছরও ভালো সাড়া পাচ্ছি।'

১৫ এপ্রিল মেলা শুরু হয়েছে। চলবে আরও এক মাস পর্যন্ত। বিকেল চারটা থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চলবে মেলা। তবে শনি-রবিবার রাত দশটা পর্যন্ত চলে। এছাড়া শনি-রবিবার ছোট্ট সাংস্কৃতিক সন্ধ্যারও আয়োজন করা হয়। কেউ ব্যস্ত কুর্তি কিনতে, কেউ আবার শপিংয়ের পাশাপাশি পেটপুজোতেও মন দিচ্ছেন। জমে উঠেছে শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেড ফেয়ার-২০২৫।

মেডিকেলে সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ৯ মে : থ্যালাসিমিয়া, হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি এবং হিমোফিলিয়া কেয়ার সেন্টারের ইনচার্জ ডাঃ প্রফেসর বিকে গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উদযাপিত হল বিশ্ব থ্যালাসিমিয়া দিবস ২০২৫। মেডিকেলের এলটি-৪০০'এ আয়োজিত অনুষ্ঠানের থিম ছিল, 'থ্যালাসিমিয়ার জন্য একসঙ্গে ঃ সম্প্রদায়কে একত্রে আনা, রোগীদের অগ্রাধিকার'।

থ্যালাসিমিয়া নিয়ে সচেতনতামূলক র‍্যালি, স্ক্রিনিং ক্যাম্প, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ নেন রোগীরা। পড়ুয়া, নার্সিং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা শামিল হন। মেডিকেলের অধ্যক্ষ প্রফেসর ইন্দ্রজিৎ সাহা, ডাঃ প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, ডেপুটি সিএমওএইচ-৪, দার্জিলিং সহ অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন সেখানে। তাঁরা থ্যালাসিমিয়া এবং সেটাকে নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

মেয়রের নিষেধ সত্ত্বেও মাঠে মেলা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ মে : পুরনিগমের মেয়রের নিষেধ উড়িয়ে দিয়ে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের হিন্দি হাইস্কুল মাঠে ১২ মে থেকে বৈশাখীমেলা বসছে। এনিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মেলার প্রতিবাদে ফের রাস্তায় নামার হুমকি দিয়েছেন স্কুলের প্রাক্তনীরা। তাঁদের বক্তব্য, মেয়র নিষেধ করার পরেও কীভাবে এই মেলা করা হচ্ছে? একটা স্কুলের মাঠে দীর্ঘদিন ধরে এভাবে মেলা চললে খেলাধুলো, প্রাতর্ভ্রমণ সবকিছুই বন্ধ হয়ে যায়। এলাকার পরিবেশ দূষিত হয়। মেলা কমিটির তরফে দীপ দাস বলেন, '১২ মে থেকে মেলা শুরু হবে। তবে, মেলার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি না, তা জানা নেই।'

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'হিন্দি হাইস্কুল ময়দানে বৈশাখীমেলার কোনও অনুমতি পুরনিগম দেয়নি। কীভাবে সেখানে মেলা হচ্ছে, সেটা দেখা হবে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেছেন, 'হিন্দি হাইস্কুল ময়দানে বৈশাখীমেলা হবে না, এটা তো আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে কোনও মেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি।'

গত মাসেই হিন্দি হাইস্কুল ময়দানে বৈশাখীমেলা করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। সেখানে মেলার জন্য বাঁশ পুঁতে স্টল তৈরি থেকে সমস্ত কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে মেলা করার অনুমতি চেয়ে পুলিশ, পুরনিগম সহ বিভিন্ন জায়গায় আবেদনও জমা পড়েছিল। এনিয়ে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন স্কুলের প্রাক্তনীরা। স্কুলের মাঠে এভাবে বাণিজ্যিক মেলার আয়োজনের বিরোধিতা করে, অনুমতি না দেওয়ার দাবিতে তাঁরা পুরনিগম, পুলিশ সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে আবেদন করেন। তারপরই মেয়র গৌতম দেব সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছিলেন, হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে কোনওভাবেই বৈশাখীমেলা করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'ওই এলাকায় মেলা হলে তীব্র যানজট হবে, পাশাপাশি দূষণও হবে। তাই মেলার অনুমতি না দেওয়ার জন্য পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে বলে দিয়েছি।'

গত ২৩ এপ্রিল মেয়র এই সিদ্ধান্ত জানালেও হিন্দি হাইস্কুল মাঠ থেকে মেলার নির্মীয়মাণ কাঠামো সরানো হয়নি। বরং সেখানে ১২ মে থেকে মেলা হচ্ছে বলে নতুন করে প্রচার শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ফ্লেক্স, ফেস্টুনও লাগানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে স্টেশন ফিডার রোড, মিলনপল্লি, বর্ধমান রোড এলাকায়।

হিন্দি হাইস্কুল মাঠে বৈশাখীমেলার জন্য প্যান্ডেল।

হিন্দি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের তরফে বিজয় চৌধুরী বলেন, 'আমরা আন্দোলনে নামার পরেই মেয়র এই স্কুলের মাঠে মেলার অনুমতি দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করেছিলেন। আমরা মেয়রের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু শুনছি ১২ মে থেকে মেলা শুরু হবে। আমাদের প্রশ্ন কীভাবে, কে এই মেলা করার অনুমতি দিলেন? পুরনিগমের অনুমতি ছাড়া তো মেলা করা সম্ভব নয়।' তাঁর বক্তব্য, 'একটি স্কুলের মাঠ এভাবে ব্যবসার জন্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে আশপাশের পাঁচ-ছয়টি ওয়ার্ডের ছেলেমেয়েরা কোথায় খেলতে যাবে? বয়স্করা কোথায় প্রাতর্ভ্রমণ করবে? আমরা এর প্রতিবাদে আবার রাস্তায় নামছি। কোনওভাবেই এখানে মেলা করা চলবে না।'

স্থানীয় কাউন্সিলার জয়ন্ত সাহা বলেন, 'গত মার্চ মাসে আমরা ওয়ার্ড কমিটিতে আলোচনা করে বৈশাখীমেলার জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দিয়েছিলাম। তবে, পুরনিগম, পুলিশ, দমকল সহ সবাই যদি অনুমতি দেয় তাহলেই মেলা হতে পারে।'

হিন্দি হাইস্কুল পরিচালন কমিটির মুখপাত্র সীতারাম ডালমিয়া বলেন, 'স্কুলের মাঠে বৈশাখীমেলা করার জন্য আমরা অনুমতি দিয়েছি। কিন্তু মেলা কমিটি প্রশাসনের কাছে অনুমতি নিয়েছে কি না, সেটা জানা নেই।'

চুরিতে ধৃত ৩

শিলিগুড়ি, ৯ মে : তিনটি পৃথক চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত রেজাউল হক, মেহবুব আলম এবং নুর ইসলামকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক প্রত্যেককে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

গত ২৩ মার্চ জাবরাভিটায় একটি বাড়িতে চুরি হয়। দ্বিতীয় চুরির ঘটনাটি ঘটে ৪ এপ্রিল, ফুলবাড়ির এক বেসরকারি কারখানায়। এরপর ১৬ এপ্রিল ভক্তিনগরের দেশপ্রিয় সরণির একটি বাড়ি থেকে মোবাইল, গয়না, নগদ সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়ে যায়।

তদন্তে নেমে প্রথমে রেজাউলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উদ্ধার হয় বেশকিছু সামগ্রী। পরে জটিয়াকালী থেকে মেহবুব ও মাটিগাড়া থেকে নুরকে গ্রেপ্তার করা হয়। মেহবুবের থেকে চুরি হওয়া বেশ কিছু লোহার পাইপ উদ্ধার করা হয়েছে। নুরের থেকে পাওয়া গিয়েছে একটি মোবাইল ও রুপোর গয়না। রুপোর গয়নাগুলিকে গলিয়ে ফেলা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত এখনও চলছে।

মোবাইল উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৯ মে : বিভিন্ন সময়ে চুরি ও হারিয়ে যাওয়া এমন প্রচুর মোবাইল ফোন উদ্ধার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে চুরি ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধারে খোঁজ চালায় শিলিগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং।

শুক্রবার ৩৩ জন প্রকৃত মালিকের হাতে মোবাইল ফোনগুলি তুলে দেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এসিপি রবীন থাপা, শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামীতেও এই প্রচেষ্টা চালাবে শিলিগুড়ি থানা। ১৫ দিন আগে ফুলেশ্বরী বাজারে দোকানের সামনে ব্যাগ সহ ৯টি মোবাইল ফেলে যাওয়া কিরণ চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তির ব্যাগ ও মোবাইল উদ্ধার করে এদিন ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

গ্রেপ্তার, পরে বেল বন্ডে জামিন

লক আপে নেতার হুজ্জতি, অতিষ্ঠ পুলিশ

শিলিগুড়ি, ৯ মে : শাসকদলের মদ্যপ এক নেতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গিয়ে ঘুম ছুটল শিলিগুড়ি থানার পুলিশের। ওই নেতার নাম খোকন ঘোষ। পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব-র প্রাক্তন সহ সভাপতি। এক মহিলাকে গালিগালাজ করায় পুলিশ ওই নেতাকে পাকড়াও করে সমস্যায় পড়ে যায়। অভিযোগ, ওই নেতাকে মেডিকেল টেস্টের জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানেই সে হুজ্জতি শুরু করে দেয়। কোনওভাবে মেডিকেল টেস্ট করিয়ে থানার লক আপে ঢোকানো হলে সারারাত চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করতে থাকে সে। পুলিশকে গালিগালাজ, কর্তব্যরত অফিসারের চাকরি খেয়ে নেওয়ার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার রাতে, মদ খেয়ে মাতলামির অভিযোগে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করলেও শুক্রবার সকালে বেল বন্ডে তাকে জামিন দেয় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কেন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার তৃণমূলের পিন্টু ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'দলের নামে জোর খাটিয়ে কেউ মাতলামি করবে, মহিলাকে উত্ত্যক্ত করবে, আমরা সেটা রেয়াত করব না। পুলিশ প্রশাসনের উচিত ছিল, ওর বিরুদ্ধে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া।' যদিও ধারা জামিনযোগ্য থাকার কারণেই অভিযুক্তকে ছাড়া হয়েছে, জানিয়েছে পুলিশ।

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈনের বক্তব্য, 'গায়ে শাসকদলের ট্যাগ দেখলেই পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তবে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পুলিশের হাতে। পুলিশের উচিত এধরনের ঘটনায় অভিযুক্তের গায়ে দলের ট্যাগ না দেখে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটার দিকে। অভিযোগ, ওই তরুণ মদ্যপ অবস্থায় মহাবীরস্থান এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। এমন সময় এক তরুণীকে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে যেতে দেখে পিছু নেয় খোকন। মহাবীরস্থানে হনুমান মন্দিরের সামনে ওই তরুণীকে খোকন অশ্রাব্য গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ। ওই তরুণী পুলিশকে খবর দিতেই এলাকায় হাজির হয় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ খোকনকে মদ খেয়ে মাতলামির অভিযোগে পাকড়াও করতে গেলে শুরু হয় পুলিশকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ। পুলিশ তাকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও সে হুজ্জতি শুরু করে। অভিযোগ, চিকিৎসকের ওপরেও চড়াও হওয়ার চেষ্টা করে। থানায় লক আপে নিয়ে আসা হলে সারারাত চলে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। এক পুলিশকর্মীর কথায়, এত বাজে ভাষায় গালিগালাজ করেছে যে দায়িত্বে থাকা সেন্ট্রি কোনওভাবে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। যদিও ঘটনায় ওই তরুণী অভিযোগ দায়ের করেননি বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ৯ মে : রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সিপিএম জেলা পার্টি অফিস, অনিল বিশ্বাস ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল ডিওয়াইএফআই। সংগ্রহ করা হল ৭২ ইউনিট রক্ত। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক নান্টু কুণ্ডু, সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, নেতা দিলীপ সিং প্রমুখ।

হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার তিনের জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৯ মে : কয়েকদিন আগে তিনবাত্তি এলাকায় যুব ক্রান্তি সংঘে হামলা চালায় একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী। সেই ঘটনায় শুক্রবার ভোরে এনজেপির সেন্ট্রাল কলোনি থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম রাজেশ পাসোয়ান, কার্তিক পাসোয়ান, রনি ঘোষ (মন্টাই)। রাজেশ গেটবাজার, কার্তিক মাইকেল মধুসূদন কলোনি এবং মন্টাই ঝংকার মোড়ের বাসিন্দা। এদিন দুপুরে ধৃত তিনজনকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিন আদালতে পাঠানোর সময় পাপ্পুকে মারধরের ঘটনা স্বীকার করে নেয় অভিযুক্তরা। প্রিজন ভ্যান থেকে একজনকে বলতে শোনা যায়, 'পাপ্পু এলাকায় দাদাগিরি করত। ড্রাগসের কারবারেও জড়িত। এলাকায় আমাদের ঢুকতেই দেয় না, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখায় পাপ্পু। সেই কারণে মেরেছি।' তারা যখন পাপ্পুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে চিৎকার করছিল, তখন ঘটনাস্থলেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় পাপ্পুর বাড়ির লোকেদের। এদিন কেউই এ বিষয়ে মন্তব্য করেননি।

মারধরের ঘটনা স্বীকার

পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, মারধরের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত চন্দন বছর কয়েক আগে মাদক পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। তাকে পাপ্পুই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। জেল খেটে এসে দলবল নিয়ে সে পাপ্পুর ওপর হামলা চালিয়েছে।

অপরদিকে, ঘটনায় জড়িত সকলেই বিভিন্ন অপরাধে জড়িত বলে পুলিশ জানিয়েছে। এর আগে রাজেশ ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে। মন্টাই গ্রেপ্তার হয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র সহ। কার্তিকেরও জেলযাত্রার রেকর্ড রয়েছে। আবার কাশ্মীর কলোনির এক বাসিন্দা বলেছেন, 'পাপ্পুকে বিভিন্ন সময় থানায় দেখা যেত। পুলিশের একাংশের সঙ্গে ওর ভালো যোগাযোগ রয়েছে।' পাপ্পুর কাজকর্ম নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় অনেকে। হামলায় তার দুই পায়ের হাড় ভেঙেছিল। মাথাতেও আঘাত লাগে। পাপ্পুর স্ত্রী প্রিয়াংকা বলেছেন, 'ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল ওর। বৃহস্পতিবার ছুটি দেওয়া হয়েছে।'

আমরা সবাই, গোটা দেশ সেনাবাহিনীর পাশে আছি। কুর্নিশ জানাই কঠিন সময়ে দেশ রক্ষায় ওদের প্রচেষ্টাকে। আমাদের আসল হিরোরা যে সাহসিকতা দেখাচ্ছে, তার জন্য আজীবন ঋণী থাকব। দেশের জন্য ওদের এবং সেনাবাহিনীর পরিবারের আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানাই। -বিরাট কোহলি

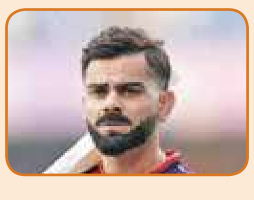

যুদ্ধ বেছে নিয়েছে পাকিস্তান : বীরু

ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ বিরাট-রোহিতের

নয়াদিল্লি, ৯ মে : 'অপারেশন সিঁদুর'। পহলগামের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পালটা জবাবে থরহরিকম্প পাকিস্তান। ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে শৌর্যে গর্বিত আসমুদ্র হিমাচল। এদিন বিরাট কোহলি, অনুষ্কা শর্মাও কুর্নিশ জানিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে।

দেশ এবং দেশের মানুষের রক্ষায় সেনাবাহিনী লড়াই করছে, নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করছে। সেই সৈনিকদের এবং তাদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিরাট-অনুষ্কা। অনুষ্কা সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ সে সব সৈনিক এবং তাদের পরিবারের প্রতি, যাঁরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করছেন দেশের জন্য। জয় হিন্দ।'

> সময়ের সঙ্গে আমাদের দেশ যেভাবে পদক্ষেপ করছে, তার জন্য স্থলবাহিনী, বায়ুসেনা, নৌসেনার কাজে আমরা গর্বিত। দেশবাসী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, যেন কোনও ভুয়ো খবর না ছড়ায়। একইভাবে কোনও ভুয়ো খবরকে বিশ্বাস না করি। সবাই সাবধানে থাকবেন।
>
> **রোহিত শর্মা**

অনুষ্কা নিজেও সৈনিক পরিবারের সন্তান। বাবা অজয়কুমার শর্মা কর্নেল ছিলেন।

অনুষ্কার পর বিরাট কোহলিও সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন। লিখেছেন, 'আমরা সবাই, গোটা দেশ সেনাবাহিনীর পাশে আছি। কুর্নিশ জানায় কঠিন সময়ে দেশ রক্ষায় ওদের প্রচেষ্টাকে। আমাদের আসল হিরোরা যে সাহসিকতা দেখাচ্ছে, তার জন্য আজীবন ঋণী থাকব। দেশের জন্য ওদের এবং সেনাবাহিনীর পরিবারের আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানায়।'

বীরেন্দ্র শেহবাগ চলতি যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানকে সরাসরি দায়ী করেছেন। প্রাক্তন ওপেনারের মতে, যুদ্ধের রাস্তাটা বেছে নিয়েছে প্রতিবেশী দেশই। ভারতকে বাধ্য করেছে অস্ত্র তুলে নিতে। অপারেশন সিঁদুর সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় শেহবাগ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'শান্তির সুযোগ ছিল পাকিস্তানের সামনে। কিন্তু ওরাই যুদ্ধ বেছে নিয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনী যার যোগ্য জবাব দিয়েছে। আশা করি, এটা পাকিস্তান কোনওদিন ভুলবে না।'

ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ানও সেনাবাহিনীর প্রতি সংহতি দেখিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। জানান, সাহসিকতার পাশাপাশি যে নিখুঁত পরিকল্পনা আক্রমণ শানিয়েছে ভারতীয় সেনা, তা তুলে ধরে ধাওয়ান বলেন, 'অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে গতকাল সীমান্তেই শত্রুপক্ষের ড্রোন হামলার মোকাবিলা করেছে সেনাবাহিনী।'

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কোনওরকম ভুল তথ্য পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছেন রোহিত শর্মা। সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে রোহিত লিখেছেন, 'সময়ের সঙ্গে আমাদের দেশ যেভাবে পদক্ষেপ করছে, তার জন্য স্থলবাহিনী, বায়ুসেনা, নৌসেনার কাজে আমরা গর্বিত। দেশবাসী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, যেন কোনও ভুয়ো খবর না ছড়ায়। একইভাবে কোনও ভুয়ো খবরকে বিশ্বাস না করি। সবাই সাবধানে থাকবেন।'

ধরমশালা থেকে শুক্রবার বিশেষ ট্রেনে দিল্লি পৌঁছে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার, কুলদীপ যাদব, মোহিত শর্মারা। এই বিশেষ ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় রেলকে শ্রেয়সরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পিটিআই-এর তোলা ছবি।

বাড়ি ফিরতে পারছেন না উমরান

হায়দরাবাদ থেকেই দেশের পথে রাসেলরা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ মে : প্রস্তুতি চলছিল ম্যাচের। স্বপ্ন ছিল প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করা।

আচমকা সব বদলে গিয়েছে। কাল হায়দরাবাদের উপ্পলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার বদলে আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যা, রাতের মধ্যেই দেশে ফিরলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিদেশি ক্রিকেটাররা। আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণদের সঙ্গে দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো, সহকারী কোচ ওটিস গিবসনরা রওনা হয়ে গিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পথে। মইন আলি, স্পেনসার জনসনরাও রাতের দিকে হায়দরাবাদ থেকেই বেরিয়ে গিয়েছেন। অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়াররাও হায়দরাবাদ ছেড়ে মুম্বই ও ইন্দোরের বিমানে উঠে পড়েছেন।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছে যাওয়ার পর আজ দুপুরেই আইপিএল স্থগিত করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সাত দিনের জন্য প্রতিযোগিতা স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সাত দিন পর বাকি থাকা আইপিএল শুরু নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে রয়েছে প্রবল ধোঁয়াশা। সূত্রের খবর, সম্ভাবনা ক্ষীণ। শুধু কেকেআরের ক্রিকেটাররা দেশে ফিরছেন, এমন নয়। দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের সব বিদেশিই ভারতের নানা শহর থেকে তাঁদের দেশের পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন। যাঁরা এখনও ভারতে রয়েছেন, তাঁরাও হয় আজ গভীর রাতে, না হলে কালই ভারত ছাড়ছেন বলে খবর। সন্ধ্যার দিকে কেকেআরের এক কর্তা উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'আচমকা বদলে যাওয়া পরিস্থিতির কারণে প্রতিযোগিতা স্থগিত। ফলে বিদেশি, দেশি কোনও ক্রিকেটারই আর থাকতে চাইছেন না। সেটাই স্বাভাবিক।'

> আচমকা বদলে যাওয়া পরিস্থিতির কারণে প্রতিযোগিতা স্থগিত। ফলে বিদেশি, দেশি কোনও ক্রিকেটারই আর থাকতে চাইছেন না। সেটাই স্বাভাবিক।
>
> **কেকেআর কর্তা**

> আমাদের এখানে পরিস্থিতি ভালো নয়। আমাদের বাড়ির কাছেই পাক গোলাবর্ষণ হয়েছে। তাই উমরানকে আপাতত বাড়ি ফিরতে নিষেধ করেছি আমরা।
>
> **আবদুল রসিদ** (উমরানের বাবা)

রাসেল-নারায়ণরা যখন ফুরফুরে মেজাজে জামাইকার পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন, তখন নাইট শিবিরে থাকা উমরান মালিক পড়েছেন মহা বিপদে। আইপিএল শুরুর আগে চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছিলেন উমরান। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে চেতন সাকারিয়াকে নিয়েছিল কেকেআর। পরে ফিট হয়ে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচের আগে নাইটদের স্কোয়াডে ফিরেছিলেন উমরান। সতীর্থদের সঙ্গে তিনি হায়দরাবাদে ছিলেন। আচমকা আইপিএল স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর উমরান হায়দরাবাদ থেকে নিজের বাড়ি ফিরতে পারছেন না। জম্মুর অদূরে গুজ্জরনগর বলে যেখানে উমরানের বাড়ি, সেখান থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তান গোলাবর্ষণ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে উমরানকে বাড়ি ফিরতে বারণ করেছেন তাঁর বাবা-মা। জম্মুর ফল বিক্রেতা উমরানের বাবা আবদুল রসিদ আজ রাতের দিকে বলছিলেন, 'আমাদের এখানে পরিস্থিতি ভালো নয়। আমাদের বাড়ির কাছেই পাক গোলাবর্ষণ হয়েছে। তাই উমরানকে আপাতত বাড়ি ফিরতে নিষেধ করেছি আমরা।' রাতের দিকের খবর, উমরান বাড়ি না ফিরে আপাতত বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যাওয়ার কথা ভাবছেন।

দেশের কথা ভেবে স্থগিত এনসি ক্লাসিক

পানিপথ, ৯ মে : ২৪ মে থেকে নিজের নামাঙ্কিত জ্যাভলিন প্রতিযোগিতা এনসি ক্লাসিক আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন নীরজ চোপড়া। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিলেন অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'এই সংকটের পরিস্থিতিতে দেশের পাশে দাঁড়ানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমাদের সব ভাবনা ও প্রার্থনা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য। সঠিক সময়ে এনসি ক্লাসিকের সূচি প্রকাশ্যে আনা হবে।'

এদিকে, বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল সিএবি। ১৬ মে থেকে মহিলাদের ও পুরুষদের লিগ শুরুর কথা ছিল ৪ জুন। তবে শুক্রবার সিএবি জানিয়ে দিল, 'দেশের স্বার্থই সবার আগে। বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে দ্বিতীয় মরশুমের বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে।'

গোয়া নয়, মুম্বইয়ে খেলতে চান যশস্বী

মুম্বই, ৯ মে : গোয়া যাচ্ছেন না।

মুম্বইয়ের হয়েই আগামী মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে চান যশস্বী জয়সওয়াল। নিজের যে ইচ্ছের কথা লিখিতভাবে জানিয়ে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে আবেদনও নাকি করেছেন তরুণ বাঁহাতি ওপেনার।

মুম্বই ক্রিকেট থেকেই উত্থান যশস্বীর। যদিও রনজি দলের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের সঙ্গে গতবার সমস্যার জেরে গোয়ার হয়ে খেলার কথা ভেবেছিলেন। গোয়ার তরফে অধিনায়কত্বের প্রস্তাবও দেওয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের (এনওসি) আবেদন করেন যশস্বী জয়সওয়াল।

মাস খানেক কাটতে না কাটতেই অভিমান ভুলে মুম্বইয়ে থাকার ইচ্ছে পোষণ করলেন। জানিয়েছেন মুম্বইয়ের হয়েই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে চান। তাই তাঁকে দেওয়া এনওসি যেন বাতিল করা হয়। শুক্রবারই মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে লিখিতভাবে এনওসি প্রত্যাহারের আবেদন করেন যশস্বী। পারিবারিক কারণে মুম্বই ছেড়ে গোয়ায় যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন তার আর প্রয়োজন নেই।

যশস্বী চিঠিতে লিখেছেন, 'আমাকে যে এনওসি দিয়েছেন, তা প্রত্যাহার করার অনুরোধ করছি। মূলত পারিবারিক কারণে গোয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আপাতত তা বাতিল হয়েছে। এমসিএ-কে তাই অনুরোধ করছি যাতে এই মরশুমে যেন আমাকে মুম্বইয়ের হয়ে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়। আমি এখনও এনওসি বিসিসিআই কিংবা গোয়া ক্রিকেট সংস্থার কাছে জমা দিইনি।'

বল আপাতত মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কোর্টে। যশস্বীর চিঠি হাতে পেলেও সরকারিভাবে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি তারা। সূত্রের খবর, আচরণজনিত কারণে যশস্বীকে রাখা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত এমসিএ। এনওসি দেওয়ার পর তা প্রত্যাহার করার আগে বিসিসিআই এবং গোয়া ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গেও আলোচনাও করতে হবে।

এপ্রিলের শুরুতে যশস্বী এনওসি চেয়েছিল। তা মেনে নেয় মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। গোয়া ক্রিকেট সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয়, যশস্বী আগামী মরশুমে তাদের হয়ে খেলতে চায়। তরুণ ওপেনারকে তারা স্বাগত জানাচ্ছেন। যদিও যশস্বীর নয়া আবেদনের প্রেক্ষিতে পুরো পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে।

ক্রমশ ডানা মেলছেন অধিনায়ক শুভমান

আহমেদাবাদ, ৯ মে : আইপিএলে আপাতত সাময়িক বিরতি।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ঝুঁকি এড়াতে মাঝপথেই 'ছুটি'র ঘণ্টা। প্রাথমিকভাবে দিন সাতেক অপেক্ষার কথা বলা হলেও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, লম্বা সময়ের জন্য স্থগিত করা হল মেগা লিগকে।

জুনে ইংল্যান্ড সফর রয়েছে ভারতীয় দলের। পাঁচ টেস্টের লম্বা সফর। তারপর এশিয়া কাপ। কিন্তু চলতি পরিস্থিতিতে এশিয়া কাপ বিশবাঁও জলে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ভাবনায়, এশিয়া কাপের সময়ে আইপিএলের শেষপর্ব সম্পন্ন করে ফেলা।

মাঝপথে আইপিএল স্থগিত হওয়া নিশ্চিতভাবে ক্রিকেটপ্রেমী, ক্রিকেটারদের জন্য হতাশার। তবে থমকে যাওয়া মেগা লিগে ইতিমধ্যে একঝাঁক নতুন ক্রিকেটার তাঁদের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। গুজরাট টাইটান্সের স্পিনার রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর তাঁদের মধ্যে একজন।

সতীর্থ তারকা রশিদ খান সেভাবে ছন্দে ছিলেন না। ১১ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়ে ঘাটতি পূরণের দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলেছেন সাই কিশোর। নিজের যে সাফল্যের কৃতিত্বটা দিচ্ছেন অধিনায়ক শুভমান গিল ও হেডকোচ আশিস নেহেরাকে।

রোহিত শর্মা টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর অধিনায়কের দৌড়ে সবার আগে শুভমানের নাম। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, লড়াইটা জসপ্রীত বুমরাহ বনাম শুভমান।

মাথার ওপর নেহেরার ছায়া

> শুভমান এমন একজন, যার মধ্যে নেতৃত্ব গুণটা ভীষণভাবে রয়েছে। ব্যাটিং করার সময় ম্যাচ, পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যায়। শুধুমাত্র প্রতিভাবান ক্রিকেটারই নয়, মস্তিষ্ক অত্যন্ত ধারালো। ওর থেকে প্রচুর টিপস পাই। স্পিনার হিসেবে যা আমাকে যা খুব সাহায্য করে।
>
> **রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর**

তবে বুমরাহর চোটপ্রবণতার কারণে শুভমান নির্বাচকদের ভাবনায় অগ্রাধিকার পেতে পারেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

সতীর্থ সাই কিশোরও নিজের আইপিএল দলনায়কের প্রশংসা করে বলছিলেন, 'শুভমান এমন একজন, যার মধ্যে নেতৃত্ব গুণটা ভীষণভাবে রয়েছে। ব্যাটিং করার সময় ম্যাচ, পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যায়। শুধুমাত্র প্রতিভাবান ক্রিকেটারই নয়, মস্তিষ্ক অত্যন্ত ধারালো। ওর থেকে প্রচুর টিপস পাই। স্পিনার হিসেবে যা আমাকে যা খুব সাহায্য করে। শুভমানের গেম রিডিং ক্ষমতাও খুব ভালো। যার সুবিধা পায় আমি, আমরা।'

তামিলনাড়ুর হয়ে রনজিতে খেলা সাই কিশোর ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত নাম। তবে আইপিএলে সেভাবে ছাপ রাখতে পারেননি অতীতে। যে সম্পর্কে বলেছেন, 'গুজরাট টাইটান্স প্রথম দল যে আমাকে আইপিএলে নিজের দক্ষতার প্রমাণ রাখার মঞ্চ করে দিয়েছে। গত ২ বছর চেন্নাই সুপার কিংসে ছিলাম। কিন্তু কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাইনি। ওদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' সাই কিশোরের মতে, গুজরাট দলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্বাধীনতা। শুভমান গিল, আশিস নেহেরা সবসময় চায়, প্রত্যেকে নিজের মতো করে খেলুক। কেউ গুটিয়ে থাকুক, সেটা একেবারেই না পসন্দ হেডকোচ আশিস নেহেরার। দলের ভয়ডরহীন ক্রিকেটের মূল কারণ যা। চাপমুক্ত হয়ে খেলার ফল, প্রতি ম্যাচে কেউ না কেউ ম্যাচ বের করে দিচ্ছে।

বিপিন চূড়ান্ত ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মে : বিপিন সিংয়ের সঙ্গে চুক্তি করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল।

আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল মুম্বই সিটি এফসির এই উইং হাফের সঙ্গে কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্টের। অবশেষে তাঁর ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। মরশুম শেষ হতে না হতে দল গোছাতে নেমে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। নিজেদেরই পিভি বিষ্ণুর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আরও ২ বছরের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে লাল-হলুদের। এবার বিপিনকে নিয়ে প্রান্তিক শক্তি আরও বাড়ানোর পথে ইস্টবেঙ্গল। গত কয়েক বছর মুম্বইয়ের হয়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পর এবার লাল-হলুদ জার্সি গায়ে তিনি কতদূর কী করতে পারেন সেটাই দেখার। যদিও গত মরশুমে আহামরি পারফরমেন্স করতে পারেননি এই উইং হাফ। তবু ইস্টবেঙ্গলের এই মুহূর্তে শক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি কাজে লাগতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। মুম্বই সিটির বিপিন ছাড়াও বিক্রমপ্রতাপ সিং নজরে রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে বিষ্ণুর সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেলেও বিক্রমকে পেলে তার সঙ্গে সোয়াপ ডিল করা হতে পারে। যদিও ইস্টবেঙ্গল চাইছে চোটের কবলে থাকা নন্দকুমার শেখরকে দিয়ে বিক্রমপ্রতাপকে দলে নিতে। তবে মুম্বই সিটি এতে রাজি নয় বলে খবর। তারা বিষ্ণুর পরিবর্তে বিক্রমপ্রতাপকে ছাড়তে চায়।

এদিকে, নিজেকে ফিট রাখতে এবং পুরোনো ফর্ম ফিরে পেতে নরওয়ের স্তাবেক এফসি-তে ট্রেনিংয়ের জন্য যোগ দিলেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথমবার জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েন বেঙ্গালুরু এফসির এই গোলরক্ষক। মনে করা হয়েছিল এরপর হংকংয়ের বিপক্ষে হয়তো দলে সুযোগ পাবেন তিনি। কিন্তু এবারও ২৮ জনের সম্ভাব্য দলে জায়গা হয়নি গুরপ্রীতের। গত মরশুমে বেঙ্গালুরুর হয়ে যথেষ্ট খারাপ পারফরমেন্সই এর কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। নিজেও সেই কথা অনুভব করেই সম্ভবত তাঁর পুরোনো ক্লাব স্তাবেকে যোগ দিলেন দেশের এই তারকা গোলরক্ষক। যদিও খবর হল স্তাবেকের হয়ে কোনও ম্যাচ খেলবেন না গুরপ্রীত শুধুমাত্র দলের সঙ্গে অনুশীলন করে নিজের ভুলত্রুটি শোধরানো ও নিজেকে ফিট করে তোলাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

গুরপ্রীত স্তাবেকের অনুশীলনে

নিজের পুরোনো ক্লাব স্তাবেকে অনুশীলনে গুরপ্রীত সিং সান্ধু। নরওয়ের অসলোতে।

সেমিফাইনালে তুহিন-বিশ্বজিৎ

বাগডোগরা, ৯ মে : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের তৃতীয় বর্ষ নৃপেন্দ্রনাথ দাস ও মলিনা চক্রবর্তী ট্রফি অকশন ব্রিজে সেমিফাইনালে উঠলেন দেবাশিস কর-সুবোধ অধিকারী, তুহিন চক্রবর্তী-বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, বাদল রায়-এম সূত্রধর ও অভিজিৎ হালদার-রতন সাহা। শুক্রবার দেবাশিস-সুবোধ ৮৯৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন শাশ্বত ঘোষ-মিন্টু ভৌমিককে। তুহিন-বিশ্বজিৎ ৫৪৫ পয়েন্টে বিপ্লব মজুমদার-বিশ্বজিৎ পোদ্দারের বিরুদ্ধে জিতেছেন। বাদলরা ১৭৩ পয়েন্টে হারিয়ে দেন মৃগাঙ্ক রায়-অভিজিৎ দত্তকে। অভিজিৎ-রতন ৩৯ পয়েন্টে প্রণব দাস-রঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছেন।

সেরা প্রভাত, মুসকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবায় পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গণিত বিভাগের প্রভাত দেবনাথ। রানার্স রসায়ন বিভাগের বিনয় বিশ্বাস। মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন অর্থনীতির মুসকান সিং। রানার্স রসায়নের সিমরান ছেত্রী।

ফাইনালে ইউনাইটেড-টটেনহাম

ম্যাঞ্চেস্টার, ৯ মে : প্রিমিয়ার লিগে হতশ্রী পারফরমেন্সের কারণে মরশুমটা দ্রুত ভুলতে চাইবে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও টটেনহাম হটস্পার। তবে শেষবেলায় ইউরোপের লড়াইয়ে শিরোপার স্বপ্ন দেখাচ্ছে এই দুই দলই। সঙ্গে অবশ্য চেলসিও রয়েছে।

অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে সেমিফাইনালের প্রথম লেগ ৩-০ গোলে জিতে ফাইনালের পথে পা বাড়িয়ে রেখেছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ঘরের মাঠে ফিরতি লেগে শুরুতে গোল হজম একটু হলেও চাপে ফেলে দেয় ইউনাইটেডকে। যদিও তারপর আর স্প্যানিশ ক্লাবটিকে কোনও সুযোগই দেননি হ্যারি ম্যাগুয়ের, ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা। দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে লড়াইয়ে ফেরে রুবেন অ্যামোরিমের দল। ৪-১ গোলে ম্যাচ জিতে নেয় ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি। ইউনাইটেডের হয়ে জোড়া গোল ম্যাসন মাউন্টের। একটি করে গোল ক্যাসেমিরো ও রাসমুস হোজলুন্ডের। দুই লেগ মিলিয়ে ৭-১ ব্যবধানে জিতে ইউরোপা লিগ ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

গোলের ব্যবধান বড় হলেও লড়াইটা কঠিন ছিল বলেই মত অ্যামোরিমের। তিনি বলেছেন, 'অনেক দুর্বলতা নিয়ে আমরা লড়েছি, শেষ পর্যন্ত জিতেছি। ফাইনালে খেলাটা আমাদের প্রাপ্যই ছিল।' প্রিমিয়ার লিগে এই মুহূর্তে তাঁদের অবস্থান পনেরো নম্বরে। আরও একধাপ নীচে টটেনহাম। অ্যামোরিম অবশ্য তার সঙ্গে ইউরোপাকে মেলাতে নারাজ। আসলে যে কোনও মূল্যে শিরোপাটা জিততে চান তিনি। বলেছেন, 'কঠিন সময়ে সমর্থকরা দলের পাশে থেকেছে। তার প্রতিদান হিসাবে ইউরোপা লিগটা আমাদের জেতা উচিত। না হলে এই লড়াইয়ের কোনও মূল্য থাকবে না।'

ইউরোপা লিগের অন্য সেমিফাইনালে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ গোলে গ্লিমটকে হারিয়েছে টটেনহাম। প্রথম লেগ ৩-১ গোলে জয়ের পর ফিরতি লেগ তারা জেতে ২-০ ব্যবধানে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে স্পার্সের হয়ে গোল দুইটি করেন ডমিনিক সোলাঙ্কে ও পেদ্রো পোরো।

জর্জারিডেনকে হারিয়ে উয়েফা কনফারেন্স লিগে ফাইনালের টিকিট পেয়েছে চেলসি। কনফারেন্স লিগের ফাইনালে উঠেছে রিয়াল বেতিসও।

সাতদিনের জন্য স্থগিত আইপিএল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ মে : দুই দফায় বৈঠক। আর সেই বৈঠকের পরই সরকারি ঘোষণা আজ দুপুরে।

আড়াইটে নাগাদ যখন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে ই-মেল পাঠিয়ে আপাতত সাতদিনের জন্য অষ্টাদশ আইপিএল স্থগিতের ঘোষণা করা হল, তার অনেক আগেই ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ জেনে গিয়েছিল স্থগিত হতে চলেছে প্রতিযোগিতা। পরিস্থিতির বিচারে একেবারেই সঠিক সিদ্ধান্ত।

আইপিএল স্থগিত রাখার পিছনে অপারেশন সিঁদুরের প্রভাব। বিসিসিআই অবশ্য আত্মবিশ্বাসী ছিল আইপিএল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। ছবিটা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায় গতকাল রাতে। যখন ধরমশালায় দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ আচমকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ, খেলা চলার সময়ই ধরমশালা থেকে একশো কিলোমিটার দূরে জম্মু ও পাঠানকোটে পাকিস্তান আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। দিল্লি বনাম পাঞ্জাব ম্যাচ বন্ধ হওয়ার পরই বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন। কিন্তু আইপিএল স্থগিতের ব্যাপারে ঐকমত্য ছিল না সেই সময়। অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিযোগিতা স্থগিত করতে রাজি ছিলেন না বলে খবর। বোর্ডের এমন মনোভাবের কথা রাতের দিকে জানার পর কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি। বিসিসিআই সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-রা চাইছিলেন না কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে চলুক আইপিএল।

আজ বেলা ১১টা নাগাদ ফের ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষকর্তারা ভার্চুয়াল বৈঠক শুরু করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে সেই বৈঠক চলার পরই আইপিএল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, আপাতত সাতদিনের জন্য প্রতিযোগিতা স্থগিত রাখা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব হল, সাতদিন পর আপাতত স্থগিত থাকা আইপিএল শুরুর কোনও সম্ভাবনাই নেই। জুন মাসের শুরুতেই লর্ডসে রয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। ফলে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের পাওয়া যাবে না। ২০ জুন থেকে লিডসে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের পাঁচ টেস্টের সিরিজ। জুনের শুরুতে বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহদের ইংল্যান্ড চলে যাওয়ার কথা।

বাকি পর্ব হয়তো সেপ্টেম্বরে

বিসিসিআই সূত্রের খবর, লিগের বাকি থাকা ১২টি ম্যাচের পাশে ফাইনাল ও প্লে-অফ পর্ব ধরে আরও চারটি, সবমিলিয়ে মোট ১৬টি ম্যাচ সেপ্টেম্বর মাসে হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেপ্টেম্বরের শুরুতে এশিয়া কাপ হওয়ার কথা। ভারত এবার আয়োজক দেশ হওয়ার পরও সেই দায়িত্ব ছেড়েছে আগেই। বিসিসিআই দায়িত্ব না নেওয়ার ফলে এশিয়া কাপের ভবিষ্যৎ নিয়ে রয়েছে প্রবল সংশয়। আপাতত দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ক কোন পথে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপের সময়েই আইপিএলের বাকি পর্ব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্ধ্যার দিকে বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেন, 'পরিস্থিতি কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। এমন অবস্থায় আইপিএল স্থগিত রাখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। দেখা যাক কবে বাকি প্রতিযোগিতা হয়।'

শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বরে আইপিএলের বাকি পর্ব হলে খেলা কোথায় হবে, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। বোর্ডের অন্দরে জোড়া ভাবনা ঘুরছে। এক, সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ ভারতের শহরে আইপিএল আয়োজন করা। কারণ দেশের বাকি অংশে তখন বর্ষা সক্রিয় থাকবে। দুই, আইপিএল বিদেশে নিয়ে যাওয়া। কিছুই এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে বোর্ডের একটি সূত্রের দাবি, সেপ্টেম্বরে দুবাইয়ে হতে পারে আইপিএলের বাকি পর্ব। বিকল্প হিসেবে ইংল্যান্ডের কথাও ভাবা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিসিসিআইয়ের কাছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড নিজেদের দেশে আইপিএল আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে বলে খবর। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভনের প্রস্তাব, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে সেদেশে বাকি আইপিএল করার।

জানতেন না স্থগিত হয়ে গিয়েছে আইপিএল। লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ দেখতে একানা স্টেডিয়ামে এসেছিলেন বেশকিছু দর্শক। শেষপর্যন্ত তাঁদের হতাশা নিয়েই বাড়ি ফিরতে হয়।

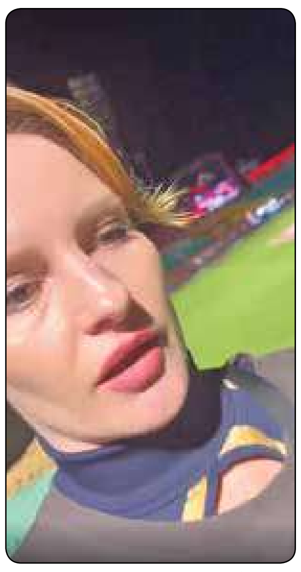
ধরমশালা স্টেডিয়ামে হঠাৎ করে আলো নিভে যাওয়ায় আতঙ্কে কেঁদে ফেলেন চিয়ারলিডার। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	নো রেজাল্ট	নেট রান রেট	পয়েন্ট
গুজরাট টাইটান্স	১১	৮	৩	০	০.৭৯৩	১৬
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১১	৮	৩	০	০.৪৮২	১৬
পাঞ্জাব কিংস	১১	৭	৩	১	০.৩৭৬	১৫
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	১২	৭	৫	০	১.১৫৬	১৪
দিল্লি ক্যাপিটালস	১১	৬	৪	১	০.৩৬২	১৩
কলকাতা নাইট রাইডার্স	১২	৫	৬	১	০.১৯৩	১১
লখনউ সুপার জায়েন্টস	১১	৫	৬	০	-০.৪৬৯	১০
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	১১	৩	৭	১	-১.১৯২	৭
রাজস্থান রয়্যালস	১২	৩	৯	০	-০.৭১৮	৬
চেন্নাই সুপার কিংস	১২	৩	৯	০	-০.৯৯২	৬

সময়োচিত সিদ্ধান্ত, বলছেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মে : দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। যুদ্ধের আবহ। এমন অবস্থায় আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সাতদিনের জন্য আইপিএল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দুপুরের দিকে সরকারিভাবে এমন সিদ্ধান্তের খবর সামনে আসার পর বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতা স্থগিত করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। মহারাজের কথায়, 'একেবারে সময়োচিত সিদ্ধান্ত। পরিস্থিতির বিচারে এখন দেশের নানা শহরে আইপিএলের ম্যাচ আয়োজন করার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। নিরাপত্তা বড় বিষয় হয়ে উঠতে পারে। তাই সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে বোর্ড।' সাতদিন স্থগিত থাকার পর আদৌ ফের আইপিএল শুরু সম্ভব কিনা, স্পষ্ট নয়। সৌরভ নিজেও নিশ্চিত নন সাতদিন পর অষ্টাদশ আইপিএল শুরুর ব্যাপারে। যদিও বিষয়টি তিনি বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তাদের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন আপাতত।

একেবারে সময়োচিত সিদ্ধান্ত। পরিস্থিতির বিচারে এখন দেশের নানা শহরে আইপিএলের ম্যাচ আয়োজন করার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। নিরাপত্তা বড় বিষয় হয়ে উঠতে পারে। তাই সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে বোর্ড।
-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

বৃহস্পতিবার রাতে খেলা বন্ধ হওয়ার পর মাঠে একাকী গ্রাউন্ড স্টাফ। দর্শকরা তখন ব্যস্ত মাঠ ছাড়ার প্রস্তুতিতে।

পিএসএল নিয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পাক বোর্ড

লাহোর, ৯ মে : অপারেশন সিঁদুরের জের। প্রতিযোগিতার মাঝপথে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) নিয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা থেকে পেশোয়ার জালমি ও করাচি কিংসের ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচ বাতিল করতে হয়। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পিএসএলে অংশগ্রহণকারী বিদেশিদের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত করা হলেও তাঁরা ভরসা রাখতে পারছিলেন না। অনেকেই দেশে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। তাই বাধ্য হয়েই পাক বোর্ড দেশের বাইরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল পিএসএল। চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এজন্য ভারতকে দায়ী করে বলেন, 'আমরা সবসময় খেলা আর রাজনীতিকে আলাদা রেখে এসেছি। কিন্তু ভারত পিএসএল বন্ধ করার অভিসন্ধি নিয়ে রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামে হামলা চালায়। তাই ক্রিকেটারদের স্বার্থে দেশের বাইরে বাকি প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।' যদিও রাতের দিকের খবর, পিএসএল আয়োজনে রাজি নয় আমিরশাহি। ফলে পিএসএল-ও স্থগিত হচ্ছে।

T&C Apply. Images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Offer valid at select stores till stocks last. All the Offers communicated will be offered as value discounts in the customers invoice. All Products may not be available Online. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions. Follow us on | Customer Care No. 1800 103 0134